

এআই নিয়ে সহযোগিতা
পারমাণবিক আলোচনার
চেয়েও কঠিন: গেস্ট
পৃষ্ঠা ২০

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 1 October 2026, 10th Year, Issue 498, 40 Pages

বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবর ২০২৬, ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩, ২০ রবিউল সানি ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯৮, পৃষ্ঠা ৪০



মরক্কোর প্রথম নারী
প্রধানমন্ত্রী ফাতিমা
মানসুরি পৃষ্ঠা ২২

১ অক্টোবর থেকে বাড়ছে ফুড স্ট্যাম্পের বরাদ্দ চার সদস্যের পরিবার পাবে সর্বোচ্চ ১,০২৩ ডলার

২০২৭ অর্থবছর

নতুন এই হার ১ অক্টোবর
২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর
২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে ফুড স্ট্যাম্প নামে পরিচিত
সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্টেন্স
প্রোগ্রাম (ম্যাপ)-এর নতুন বরাদ্দ ও
আয়সীমা ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর
হচ্ছে। নতুন নিয়মে ৪৮টি অঙ্গরাজ্য ও
ওয়াশিংটন ডিসিতে এক সদস্যের
পরিবারের সর্বোচ্চ মাসিক ম্যাপ সুবিধা
২৯৮ ডলার থেকে বেড়ে ৩০৬ ডলার
এবং চার সদস্যের পরিবারের সর্বোচ্চ
বরাদ্দ ৯৯৪ ডলার থেকে বেড়ে ১
হাজার ২৩ ডলার হবে।

নতুন এই হার ২০২৭ অর্থবছরের
জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ১
অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর
২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

নতুন হিসাবে দুই সদস্যের
পরিবারের সর্বোচ্চ মাসিক বরাদ্দ হবে
৫৬২ ডলার এবং তিন সদস্যের
পরিবারের ৮০৮ ডলার। পাঁচ সদস্যের

- তবে এসব অঙ্ক
সর্বোচ্চ বরাদ্দ।
- সম্পদের সীমাও নতুন
অর্থবছরে নির্ধারিত
হয়েছে। সাধারণ
পরিবারের জন্য
গণনাযোগ্য সম্পদের
সীমা ৩ হাজার ডলার।

পরিবার সর্বোচ্চ ১ হাজার ২১৭ ডলার
এবং ছয় সদস্যের পরিবার ১ হাজার
৪৬৩ ডলার পর্যন্ত পেতে পারে। আট
সদস্যের পরিবারের সর্বোচ্চ বরাদ্দ হবে
১ হাজার ৮৪১ ডলার। আটজনের বেশি
হলে অতিরিক্ত প্রত্যেক সদস্যের জন্য
আরও ২২৫ ডলার করে যোগ হবে।

তবে এসব অঙ্ক সর্বোচ্চ বরাদ্দ।
প্রত্যেক যোগ্য পরিবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে
সর্বোচ্চ অর্থ পাবে না। পরিবারের
আয়, সদস্যসংখ্যা এবং অনুমোদিত
বিভিন্ন ছাড় ও খরচের হিসাবের
ভিত্তিতে প্রকৃত ম্যাপ সুবিধা
নির্ধারিত হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪



ক্রিস্টা গেইল পাইক, ২০০১ সালে
আদালতে শুনানি চলাকালে

দুইবার প্রাণঘাতী ইনজেকশন প্রয়োগ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি ক্রিস্টা পাইক এখনো জীবিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের কর্মকর্তারা
১৯৯৫ সালের একটি হত্যাকাণ্ডের দায়ে
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আলোচিত ক্রিস্টা গেইল
পাইকের মৃত্যুদণ্ড রুখবার কার্যকর করতে
ব্যর্থ হয়েছেন। তাকে প্রাণঘাতী ওষুধের দুটি
ডোজ দেওয়ার পরও তিনি জীবিত ছিলেন।
মৃত্যুদণ্ড বিশেষজ্ঞরা ঘটনাক্রমে নজিরবিহীন
ব্যর্থতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

পাইকের আইনজীবীরা
জানিয়েছেন, প্রাণঘাতী ইনজেকশন
দেওয়ার প্রচেষ্টার পরও তিনি জীবিত
ছিলেন এবং জোরে নাক ডাকছিলেন।
পরে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে কারাগার
থেকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

‘সময় আসছে’, ইরানে আবার হামলার ইঙ্গিত

সাংবাদিকদের ট্রাম্প

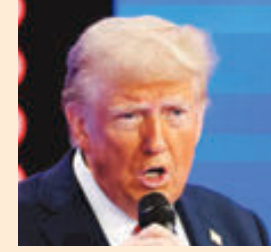
চলমান অচলাবস্থা নিরসনে ও
হরমুজ পুনরায় চালুর বিষয়ে
যুক্তরাষ্ট্রের একটি পাল্টা
প্রস্তাব ইরান পেয়েছে বলে
জানিয়েছে তেহরান।

আল জাজিরা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প
সাংবাদিকদের বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের
সামনে দুটি পথ রয়েছে—ইরানের
সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো
অথবা ‘তাদের উড়িয়ে দেওয়া’।

বুধবার গভীর রাতে ওভাল
অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে
আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে
কূটনীতি এবং উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে
তোলা—এই দুটির মধ্যে একটি পথ
বেছে নিতে হবে।

বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী
পিট হেগসেথ ওয়াশিংটন ডিসির বাইরে
কোয়ান্টিকো মেরিন ঘাঁটিতে সামরিক
নেতাদের বলেছেন, মার্কিন বাহিনী
ইরানের নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী,
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নেতৃত্ব এবং সামরিক-
শিল্প সক্ষমতা ‘ধ্বংস করেছে’। একই
সঙ্গে তারা ইরানের পারমাণবিক
কমসূচির সক্ষমতাকেও ব্যাপকভাবে



প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলে তিনি দাবি করেন।
চলমান সংঘাতের কারণে
অচলাবস্থা নিরসনে কূটনৈতিক
প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে হরমুজ প্রণালি
পুনরায় চালুর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটি
পাল্টা প্রস্তাব ইরান পেয়েছে বলে
জানিয়েছে তেহরান।

এদিকে আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার
পর ইরানকে তাদের প্রতিনিধিদল
প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
বলে যুক্তরাষ্ট্রের যে খবর ছড়িয়েছে,
জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের মিশন
তাকে ‘ভিত্তিহীন’ বলে প্রত্যাখ্যান
করেছে; তারা জানিয়েছে, পূর্বনির্ধারিত
সময়সূচি অনুযায়ীই সোমবার
কর্মকর্তারা নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করেছেন।

এর আগে খবরে বলা হয়েছিল,
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির
নেতৃত্বে দেশটির কূটনৈতিক

- নিউইয়র্কে দুই দেশের
আলোচনা নতুন কোনো
অগ্রগতি আনতে
পারেনি। তবে বুধবার
ইরান জানায়, তাদের
দেওয়া প্রস্তাবের বিষয়ে
যুক্তরাষ্ট্রের জবাব তারা
পেয়েছে।

প্রতিনিধিদলকে সোমবার নিউইয়র্ক
ছাড়তে বলেছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী
মার্কো রুবিও। একজন মার্কিন কর্মকর্তা
ও আরও একটি সূত্রের বরাতে
এমনটাই জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক
সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের সাংবাদিক
বারাক র্যাভিড।

র্যাভিডের প্রতিবেদনে বলা হয়,
জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন মিশনের
মাধ্যমে রুবিওর এ বার্তা ইরানি
প্রতিনিধিদলের কাছে পৌঁছে দেওয়া
হয়। তবে, আরাঘচির নিউইয়র্ক থেকে
ফেরার ফ্লাইটটি সোমবার সন্ধ্যায়
পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী দোহার
উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

বারাক র্যাভিড লিখেছেন,
‘আব্বাস আরাকচিসহ ইরানি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ALL COUNTY

হোম কেয়ার

NYS Licensed Home Care Agency

সকল সার্ভিস একই অফিসে

646-444-2266

LHSCA

PCA Training

Day Care

- JAMAICA
- JACKSON HEIGHTS
- BROOKLYN
- BRONX
- LONG ISLAND

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?

আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?

আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি

সরকারী অনুদানে \$ 8000-\$10000 ডলার

বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089

তৌফায়েল চৌধুরী

GREЕ MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue, Yonkers, New York 10710

INJURED? আপনি কি আহত হয়েছেন?

WE SPECIALIZE IN আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ

- CAR ACCIDENTS
- WORK RELATED ACCIDENTS
- SLIP/TRIP & FALLS
- CONSTRUCTION ACCIDENTS

- গাড়ি দুর্ঘটনা
- কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া/হাঁচটি খেয়ে পড়ে যাওয়া
- নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা

“HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE”
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?

■ কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।

AHMED LAW FIRM

Call Now: (718) 848-9595

104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419



Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক



কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরনের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- ▶ নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ▶ ফিন্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ▶ ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- ▶ নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- ▶ চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ▶ ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- ▶ টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ▶ ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- ▶ সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা
- ▶ শিক্ষা কার্যক্রম
- ▶ কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ▶ গ্রন্থাগার
- ▶ শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ▶ ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ▶ ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- ▶ রিলাক্সেশন ক্লিন ট্রেনিং
- ▶ পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- ▶ মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- ▶ পিকনিক
- ▶ যাদুঘর ভ্রমণ
- ▶ সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- ▶ নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- ▶ শান্ত সময়
- ▶ ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- ▶ কেরাম বোর্ড
- ▶ লুডু
- ▶ দাবা
- ▶ ধাঁধা
- ▶ অধ্যয়ন



For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com



ABRAMS
LAW GROUP

24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS

CALL NOW

718.997.9797

আমরা বাংলা কথা বলি

CAR ACCIDENTS

CONSTRUCTION ACCIDENTS

TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars

RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney

Office Locations:

📍 Forest Hills

📍 Valley Stream

INJURED
আপনি কি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সার্টিফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি



মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যন্ত্রসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- আইমারি কেমার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, গলাধঃ, ইন্সট্রিক্ট, সন্মোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হৃৎ ও ওমকার হার্টের জন্য মাল্টিডায়াগনস্টিক
- জন্ম, মৃত্যু, চিকিৎসা সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (মিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স দ্বারা রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ক্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্ক্রিন ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ভ্রূণ টেস্ট করা হয়
- স্ক্রল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় স্টিক দেওয়া হয়।
- প্রথমদায়ি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অভ্যন্তরীণ যন্ত্রসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা গায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
- আমাদের অফিস গায় ৭ দিনই খোলা।



আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের স্বাস্থ্যের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, অ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, টোনি রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।



রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715



Gehil Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাকগ্রাউন্ড *ক্রেডিট কার্ড মেটোর *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ারসি ভিসা প্রসেসিং



- > Do you want apply for a green card?
- > Are you having credit card problems?
- > Has your bank account been sealed?
- > Are you being deported?
- > Are you unable to pay your debts?
- > Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সক্ষা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ



আমরা বাংলায় কথা বলি



আসিফ মুর্তজা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬

BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026

নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬

"সমৃদ্ধি, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিষদ"

কুন্সু-ফিরোজ

পরিষদ

সিনিয়র সহ সভাপতি

A1

আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
AJMOL HUSSAIN KUNU, PRESIDENT

A4

ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
FIROZ AHMED, GENERAL SECRETARY

A2

দুলাল বেহেদু

সিনিয়র সহ সভাপতি

সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা

- সভাপতি
ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক
- প্রেসিডেন্ট
স্মার্ট স্টাফিং সার্ভিসেস ইনক
- সেক্রেটারী
রোটারী ক্লাব অব বাংলাদেশী আমেরিকান
- উপদেষ্টা
কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি
- সাবেক সভাপতি
দৌহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
- আজীবন সদস্য
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নিউইয়র্ক
- প্রতিষ্ঠাতা
বায়তুল মামুর জামে মসজিদ ও রহা হেফজুখানা
- আজীবন সদস্য
বাতুল আতিক মুসলিম সেন্টার, উডসাইড
উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদ
মসজিদ আবু হুরায়রা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

PLEASE CAST YOUR VOTE FOR

DULAL BEHEDO

SENIOR VICE PRESIDENT

PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 TO A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL

✓ **আপনার মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী** 📞

 আবুল কালাম ফাইয়াজ ABUL KALAM FAIJAZ, PRESIDENT	 মোঃ নওশের হোসেন MUHAMMAD NAOSHAR HOSEN, GENERAL SECRETARY	 মঈনুল ইসলাম খাঁন বিন MUHAMMAD MAINUL ISLAM KHAN BIN, PRESIDENT	 মোঃ আমিনুল আলম MUHAMMAD AMINUL ALAM, GENERAL SECRETARY	 কাশী আহমেদ চৌধুরী (ব) KASHI AHMED CHOWDHURY (B), PRESIDENT	 সৈয়দ শৌকুল হোসেন SAYED SHAUKUL HOSEN, GENERAL SECRETARY	 কয়েস আহমেদ KAYS AHMED, PRESIDENT	 মোঃ আব্দুল করিম MUHAMMAD ABDUL KARIM, GENERAL SECRETARY	 মোঃ মোস্তাফিজ আলম MUHAMMAD MOSTAFIZ ALAM, PRESIDENT	 মোঃ মঈন উদ্দিন (শ্রী) MUHAMMAD MAINUL UDDIN (SR), GENERAL SECRETARY	 বি মেহের চৌধুরী BISMEHER CHOWDHURY, PRESIDENT
 কাজী হাসান KAZI HASAN, GENERAL SECRETARY	 আবুল বাশার ফাইয়াজ ABUL BASHAR FAIJAZ, PRESIDENT	 শিক্ষিত পাটোয়ারী SHIKHIT PATOARI, GENERAL SECRETARY	 একেশ মোঃ আবুল বাহির EKESH MUHAMMAD ABUL BAHIR, PRESIDENT	 মাসদুল হক ছানু MASDUL HAQ KHANU, GENERAL SECRETARY	 মোঃখন্দ তাইবার আলম MUHAMMAD KHAND TAIBAR ALAM, PRESIDENT	 মসিকুল ইসলাম মনির MOSIKUL ISLAM MONIR, GENERAL SECRETARY				

✓ **কুন্সু-ফিরোজ** 🗳️

পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন

PLEASE VOTE FOR KUNU-FIROZ PANEL

প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি



Dr. GeeCee Pat



DBA
SARAH HOME CARE



Dr. Shahjadi Parvin
(Sarah)

**PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE**

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email: info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens,
Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Elderplan Homefirst, | 5. Senior whole Health |
| 2. Healthfirst | 6. Village Care Max |
| 3. Anthem BCBS | 7. Centerlight |
| 4. Elderserve (River-spring) | 8. Hamaspik Choice |
| | 9. OPWDD/CHHA |

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

**We Speak Bengali, English, Hindi
Urdu & Spanish**

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

**We are a Nonprofit Organization recognized
as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the
Internnal Revenue Code.**



সম্পাদকীয়

এআই নিয়ে সহযোগিতা পারমাণবিক আলোচনার চেয়েও কঠিন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বিশ্ব আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে প্রযুক্তির গতি আর রাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণক্ষমতার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস সম্প্রতি সতর্ক করে বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা মায়ুযুদ্ধের সময় পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের আলোচনার চেয়েও কঠিন হতে পারে।

কথ্যটি শুধু একজন প্রযুক্তি উদ্যোক্তার আশঙ্কা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এর মধ্যে বর্তমান বিশ্বের একটি গভীর বাস্তবতা ধরা পড়ে। পারমাণবিক অস্ত্র ছিল রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত প্রযুক্তি। এআই তা নয়। এর গবেষণা, উন্নয়ন ও ব্যবহার রাষ্ট্রের পাশাপাশি বেসরকারি কোম্পানি, গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, ছোট স্টার্টআপ এবং ক্রমেই ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের হাতেও ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে পারমাণবিক অস্ত্রের মতো এআইকে কেবল কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি করে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক বেশি জটিল। মায়ুযুদ্ধের পারমাণবিক বাস্তবতায় বিপদের উৎস ছিল তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট। কোন রাষ্ট্রের কাছে কত ক্ষেপণাস্ত্র, কত পারমাণবিক ওয়ারহেড, কোথায় সামরিক স্থাপনা—এসবের ওপর নজরদারি, যাচাই ও চুক্তির কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। পরে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা বা আইএইএর মতো প্রতিষ্ঠানও পারমাণবিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এআইয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাটি অনেক বেশি তরল।

আজ যে মডেলটি একটি নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, কয়েক মাস পর সেটিই হয়তো আরও শক্তিশালী কোনো সংস্করণে পরিণত হবে। সফটওয়্যার সীমান্ত মানে না। একটি দেশে তৈরি মডেল অন্য দেশে ব্যবহার করা যায়। ওপেন-সোর্স প্রযুক্তি আরও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে কোনো একটি রাষ্ট্র নিজেদের সীমারেখার ভেতরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেও প্রযুক্তির বিস্তার পুরোপুরি থামানো সম্ভব নয়। আর এখানেই পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে এআই নিয়ন্ত্রণের মৌলিক পার্থক্য। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে বিপুল অবকাঠামো, বিশেষ উপকরণ ও রাষ্ট্রের সক্ষমতা প্রয়োজন। কিন্তু উন্নত এআই ব্যবহারের সক্ষমতা ক্রমেই কম খরচে এবং বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছে যাচ্ছে। এর সুফল যেমন বিশাল, ঝুঁকিও তেমনি বহুমাত্রিক। এআই চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মানুষের সক্ষমতা বাড়াতে পারে। বিল গেটস নিজেও এআইকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষির মতো ক্ষেত্রে ইতিবাচক কাজে ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন।

কিন্তু একই প্রযুক্তি ভুল হাতে গেলে ভিন্ন বাস্তবতা তৈরি করতে পারে। সাইবার আক্রমণ, প্রতারণা, ভুয়া তথ্য, স্বয়ংক্রিয় নজরদারি, সামরিক প্রয়োগ এবং অন্যান্য ক্ষতিকর কাজে এআইয়ের ব্যবহার নিয়ে ইতিমধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। গেটসের সাম্প্রতিক সতর্কতার মূল কথাও এখানেই—প্রযুক্তিকে থামিয়ে দেওয়া নয়, বরং এর ব্যবহারের চারপাশে কার্যকর নিরাপত্তাব্যবস্থা তৈরি করা।

কিন্তু কে সেই নিয়ম তৈরি করবে? এখানেই শুরু হয় সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এআই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একই সঙ্গে সহযোগী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। উন্নত এআই অর্থনৈতিক শক্তি, সামরিক সক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত। ফলে একটি দেশ যদি মনে করে অন্য দেশ নিয়ন্ত্রণের নামে তার প্রযুক্তিগত অগ্রগতি থামিয়ে দিতে চাইছে, তাহলে সহযোগিতার জায়গায় প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হতে পারে। অন্যদিকে শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে কোনো সমঝোতাও যথেষ্ট হবে না। এআইয়ের প্রভাব সারা বিশ্বের ওপর। ইউরোপ, ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোরও এই আলোচনায় অংশগ্রহণের অধিকার ও স্বার্থ রয়েছে।

তাই সামনে সম্ভবত যে মডেলটি প্রয়োজন, সেটি কোনো একক বৈশ্বিক আইন নয়। বরং প্রয়োজন হতে পারে কয়েকটি স্তরের সমন্বিত ব্যবস্থা—আন্তর্জাতিক নীতিমালা, জাতীয় আইন, প্রযুক্তি কোম্পানির বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা মান, রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, তথ্য বিনিময় এবং গুরুতর ঝুঁকির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের ব্যবস্থা।

প্রশ্নটি কে এআইয়ে প্রথম হবে—শুধু সেটি নয়। প্রশ্ন হলো, প্রযুক্তিগত দৌড় চলার মধ্যেও পৃথিবী কীভাবে এমন কিছু ন্যূনতম নিয়মে একমত হবে, যাতে অগ্রগতি মানবকল্যাণের হাতিয়ার থাকে এবং বিপজ্জনক ব্যবহারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়।

পারমাণবিক যুগে মানবজাতি সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়েছিল অস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতার কারণে। এআই যুগে হয়তো আমাদের একই কাজ করতে হবে এমন একটি প্রযুক্তির কারণে, যার সম্ভাবনা অস্ত্রের চেয়ে অনেক বিস্তৃত—এবং যার নিয়ন্ত্রণের সীমারেখাও অনেক বেশি অস্পষ্ট। শেষ পর্যন্ত এআই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে, নাকি আমরা এআইয়ের বিকাশকে মানবিক স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচালনা করতে পারব—প্রশ্নটি আসলে সেখানেই।

আমদানিনির্ভরতা আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে

হাসান মামুন

গ্যাস সরবরাহে কিছুটা উন্নতি হলেও রান্নাঘরে সেটা এখনও কম পরিলক্ষিত। মূল প্রচেষ্টা বিদ্যুৎকেন্দ্র ও শিল্পকারখানায় সরবরাহ বাড়ানো। সার কারখানাগুলোও যথাসম্ভব চালু রাখা প্রয়োজন। তাতেও চাই গ্যাস।

গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের পর আমরা আসলে গ্যাসভিত্তিক বাংলাদেশই গড়তে চেয়েছিলাম। একটা সময় পর্যন্ত এর সংকটও ছিল না। তবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরবরাহ কমতে থাকার পর গ্যাস আমদানি-নির্ভরশীল হয়ে পড়টা ছিল বিপজ্জনক। কতটা বিপজ্জনক, সেটা ইউক্রেন যুদ্ধের সময় টের পাওয়া গিয়েছিল। হালে ইরান যুদ্ধে তা আরও বেশি অনুভূত।

গ্যাস সরবরাহে ইতোমধ্যে ষেটুক উন্নতি হয়েছে, তা অভ্যন্তর ভাগ থেকে সরবরাহ বাড়ার কারণে নয়। দুর্খটিনায় বসে যাওয়া একটি এলএনজি টার্মিনাল ক্রমে কাজে ফেরায়। এরই মধ্যে আবার কার্গো থেকে টার্মিনালে জ্বালানি স্থানান্তরে জটিলতা দেখা দেওয়ায় কমে যায় গ্যাস সরবরাহ। চাপ গিয়ে পড়ে গ্যাস ব্যবহারকারী প্রতিটি খাতে।

রান্নাবান্নায় পাইপলাইনের গ্যাসে অনিশ্চয়তা নিয়ে তত্ত্ব-বিরক্ত অনেক পরিবার এরই মধ্যে বিকল্প জ্বালানি, বিশেষত এলপিজি ব্যবহার শুরু করেছে। এর চাহিদা বেড়েছে যানবাহন আর শিল্পেও। এরই মধ্যে চলতি মাসে এলপিজি আমদানি ২৫ শতাংশ কমার খবর মিলল।

নিবন্ধটি প্রকাশ হতে হতে এলপিজির দাম বাড়ানোর খবর মিলতে পারে। বাজারে প্রথমত এলপিজি সহজে মিলছে না। মিললেও ১২ কেজি সিলিন্ডারে ৪০০-৫০০ টাকা বেশি গুনতে হচ্ছে। এর দাম মাঝে কিছুটা কমানোয় কিঞ্চিৎ স্বস্তি পেয়েছিল ব্যবহারকারীরা। এলপিজি ব্যবহারকারী বাড়তে বাড়তে নাকি এক কোটি হয়েছে। গ্রামেও অনেকে এলপিজি ব্যবহারে অভ্যস্ত। বেসরকারি কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যবসাটা করছিল গুছিয়া। এর মধ্যে ইরান যুদ্ধের কারণে বাজার হয়ে উঠেছে অস্থির।

হরমুজের পর বাব-আল মাস্দেরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে এলপিজির উপকরণ সরবরাহ বিঘ্নিত। বেড়েছে সামগ্রিক পরিবহন ব্যয়, উপকরণের দাম; কমেছে আমদানি। সাম্প্রতিক এক বৈঠকে এলপিজি আমদানিকারকার অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন জ্বালানিমন্ত্রীকে। কিন্তু যাদের বেশি দামে এলপিজি কিনতে হচ্ছে, তারা আশ্বস্ত হবেন কীভাবে? তাদের অনেকে কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতিরও খবর রাখছেন।

নিবন্ধটি রচনাকালে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত জারির খবর রয়েছে। পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল হলে মহেশখালীতে ভাসমান দুটি এলএনজি টার্মিনাল কতটা ঠিকমতো কাজ করতে পারবে, কে জানে! বর্তমান সরকার বাড়তে থাকা গ্যাস সংকট মোকাবিলায় আরও তিনটি এলএনজি টার্মিনাল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমদানিনির্ভর গ্যাস কাঠামো থেকে এখন চট করে বেরোনের সুযোগ নেই। তাই সেটাকেই শক্তিশালী করার এই প্রয়াসে বিশেষজ্ঞরা ‘হ্যাঁ’ বলছেন। কর্মরত দুটি টার্মিনালের একটি বើকে বসলেও কী পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়, সেটা ইতোমধ্যে জানা। প্রায় ৫০ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ দূম করে কমে যায় একটি টার্মিনাল বিকল হয়ে পড়লে।

গ্যাসের প্রদর্শিত চাহিদা ৩৮০ কোটি ঘনফুট। সবকিছু ঠিক থাকলে মিলছে বড়জোর ২৮০ কোটি ঘনফুট। এ অবস্থায় ৫০ কোটি ঘনফুট নেই হয়ে গেলে কী দাঁড়ায় পরিস্থিতি!

চারু গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে সরবরাহ কমাছে ২০১৭ সাল থেকে। এর মধ্যে ভোলায় কিছু



▶ অস্থির আর অনিশ্চিত দুনিয়ায় কোনো কিছুই আসলে শতভাগ নিশ্চিত নয়— ইরান যুদ্ধ সেটা আরও বেশি করে দেখিয়ে দিল। কাতার আর ওমানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি এলএনজি চুক্তি করে আমরা তো নিশ্চিত্তেই ছিলাম। কে জানত, সরাসরি যুদ্ধে না জড়িয়েও ইরানের পাল্টা আঘাতে কাতারের জ্বালানি অবকাঠামোয় এত বড় ধস নামবে!

গ্যাস মিলেছে, যা মূল ক্ষেত্রগুলোয় ব্যবহার করা যাচ্ছে না। চলমান কূপ খনন কার্যক্রম থেকে কিছু গ্যাস অবশ্য যুক্ত হয়েছে জাতীয় গ্রিডে। তাতে ‘ঘা’ শুকাচ্ছে না। ভোলার গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহারে জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা; সেখান বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সার কারখানা গড়ে তুলে।

গ্যাসের অভাবে আমরা বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সার কারখানার কোনোটাই ঠিকমতো চালাতে পারছি না। কয়লা ও তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে হয়েছে এর মধ্যে। সার আমদানিও বাড়ছে। বেশি দূরে নেই উপকরণনির্ভর বোরো মৌসুম। এতে সেতের সঙ্গে অনেক বেশি সারও লাগবে।

এর মধ্যে যেভাবে হোক, বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো গেছে; লোডশেডিং নিয়ে অভিযোগ কমেছে প্রধান বিদ্যুৎ গ্রাহকদের। তবে আবহাওয়ার খামখেয়ালিতে এখনও গরম কার্টেনি বলে কমেনি বিদ্যুতের চাহিদা। সমকালের সিলেট ব্যুরো থেকে পরিবেশিত খবরে লোডশেডিংয়ে জনভোগান্তির বর্ণনা রয়েছে।

এদিকে নভেম্বর পর্যন্ত ‘কাতার এনার্জি’ যাদের এলএনজি জোগাতে পারবে না, সেই তালিকায় আছে বাংলাদেশের নাম। তারা ছিল দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে আমাদের প্রধান এলএনজি সরবরাহকারী। মধ্যপ্রাচ্যের আরও কিছু উৎস থেকে জ্বালানি ও সার সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার খবর রয়েছে। তাতে আমাদের বিকল্প উৎসের খোঁজ করতে হচ্ছে।

অনেক জ্বালানি আমদানিকারক দেশেরই এই অবস্থা। তাতে এলএনজির দাম বাড়তে বাড়তে প্রায় তিন গুণ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় সুদূর আমেরিকা থেকে এলএনজিবাহী কার্গো আসছে মহেশখালীতে। তাদের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি হয়েছে; ১৫

বছরে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলারের এলএনজি ও অন্যান্য জ্বালানি আনার। কেউ কেউ যুক্তি জোগাবেন, দাম বেশি পড়লেও আমেরিকা থেকে সরবরাহ তো নিশ্চিত!

অস্থির আর অনিশ্চিত দুনিয়ায় কোনো কিছুই আসলে শতভাগ নিশ্চিত নয়— ইরান যুদ্ধ সেটা আরও বেশি করে দেখিয়ে দিল। কাতার আর ওমানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি এলএনজি চুক্তি করে আমরা তো নিশ্চিত্তেই ছিলাম। কে জানত, সরাসরি যুদ্ধে না জড়িয়েও ইরানের পাল্টা আঘাতে কাতারের জ্বালানি অবকাঠামোয় এত বড় ধস নামবে!

কাতার ছিল বিশ্বের অন্যতম প্রধান এলএনজি সরবরাহকারী। আর কিছু লাগে না; এক কাতারের সরবরাহ কমে গেলেই গ্যাসের বাজার অস্থির। সেই বাজার থেকে কাড়াকাড়ি করে এলএনজি আনতে গিয়ে হিমশিম অবস্থা বাংলাদেশের। একই সঙ্গে অর্থ সংকটও তীব্র। যাদের আর্থিক সক্ষমতা বেশি, তারা নাকি এই সংকটের মধ্যে আগেভাগেই কিনে রেখেছে এলএনজি। পশ্চিমা দেশগুলোয় তীব্র শীতকাল আসতে দেরি নেই। তাদের ঘরবাড়ি গরম রাখতে লাগবে অনেক গ্যাস। সেই গ্যাসে কতটা ভাগ বসাতে পারব আমরা?

এর মধ্যে খবর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের ইউরেনিয়াম আনার কাজ ব্যাহত হয়েছে পাকিস্তান আকাশপথ ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ায়। সেই জটিলতা পেরিয়ে কাজটি সম্পন্ন হতে হয়তো সময় লাগবে না। কিন্তু ২৪শ মেগাওয়াট ক্ষমতার এই ব্যয়বহুল কেন্দ্রে উৎপাদন স্থিতিশীলভাবে শুরু হতে আরও সময় লাগবে। ততদিনে আমরা আবারও পড়ব লোডশেডিংয়ে।

আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন মূলত গ্যাসনির্ভর। শিল্পের চাইতে এতে গ্যাসের ব্যবহার বেশি। উল্টোটাই বরং ছিল স্বাভাবিক। বাসাবাড়িতে গ্যাস সংযোগ বন্ধ রেখেও শিল্প এর সরবরাহ বাড়ানো যায়নি। এক গ্যাসের অভাবেই শিল্পে বিনিয়োগ এখন স্ববি়র। এর প্রভাব রয়েছে কর্মসংস্থান ও আইনশৃঙ্খলায়।

আর সংকটের গভীরে আছে জ্বালানি খাতে আমদানিনির্ভরতা। গ্যাস তো তাও কিছুটা উৎপাদন করি। তরল জ্বালানির প্রায় পুরোটাই করতে হয় আমদানি। ‘ক্লিন এনার্জি’ বলে বিবেচিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতে ইউরেনিয়ামও আমদানি করতে হবে ধাপে ধাপে। কে জানে, সেটা ঘিরে আবার ভূ-রাজনৈতিক জটিলতায় পড়তে হয় কিনা!

সংবাদিক, কলাম লেখক

পুতিনেই তাহলে আস্থা রুশদের

আব্দুর রাজ্জাক

কিছুদিন আগে রাশিয়ার নির্বাচন হলো। রাশিয়ার নিম্নকক্ষের ডুমার নির্বাচন। আমাদের দেশের সংসদ নির্বাচনের মতোই। রাশিয়ার ডুমার আসন ৪৫০। এই ৪৫০ আসনের মধ্যে পুতিনের দল ইউনাইটেড রাশিয়া পেয়েছে ৩৪৯টি। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ৩৭টি, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ২৩টি, নিউ পিপল ১৯টি এবং জাস্ট রাশিয়া ১৭টি আসন পেয়েছে। এই নির্বাচনে ভোট পড়েছে প্রায় ৫৯ শতাংশ। কাস্টিং ভোটের প্রায় ৫৮ শতাংশই পেয়েছে ইউনাইটেড রাশিয়া, যা গত নির্বাচনের চেয়ে ৮ শতাংশ বেশি। ২০২১ সালের ডুমার নির্বাচনে তারা পেয়েছিল ৫০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট। সারা বিশ্ব জানত, পুতিনের দল জয়লাভ করবে। কিন্তু এত বেশি ব্যবধানে জিতবে, এটা কেউ ভাবেনি।

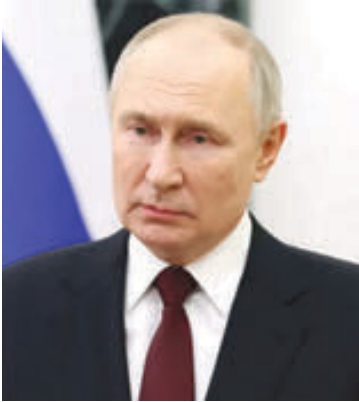
যখন কোনো দেশ অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, সেই দেশের সেই সময়কার সরকার অজনপ্রিয় হয়। কেননা তখন অনেক জীবন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেখানে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মৃতদেহের ব্যাগ আসতো। কারও না কারও স্বজন হারায় প্রতিদিন। পশ্চিমা দেশে মৃতদেহের ব্যাগকে খুবই নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। কিন্তু

রাশিয়ার ক্ষেত্রে এর ফলাফল হলো উল্টো!

রুশরা সচেতন, শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক।

তারা কখনো হার মানতে জানে না। রাশিয়ার আপামর সাধারণ মানুষ মনে করেছে, রুশ সরকার অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট পুতিন যা করছে তা রুশদের ভালোর জন্য করছে। আমরা দূর থেকে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলছি। কিন্তু রাশিয়ার জনগণ দেখছে অন্যভাবে। বিশাল রাশিয়া পৃথিবীর এখনো সর্ববৃহৎ দেশ। এই দেশের প্রাকৃতিক এবং খনিজসম্পদের ওপর বিদেশিদের চোখ পড়েছে, দেশটিকে ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলেছে ন্যাটো—এটা বুঝে গিয়েই রুশরা হয়তো ভাবছে দেশকে বাঁচাতে হলে এই ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। তারা ভাবছে, পুতিন যা করছে, রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্যই করছে। তাই তো রাশিয়ার নির্বাচনে পুতিনের দলের এই উল্লেখযোগ্য বিজয়।

নির্বাচনের পরপরই, অর্থাৎ গত সপ্তাহে রাশিয়ার আশপাশের কয়েকটি ন্যাটোভুক্ত দেশ এই বলে সতর্কতা জারি করেছিল যে রাশিয়া যেকোনো সময়ে বড় ধরনের কোনো হামলা করতে পারে। বিশেষ করে সতর্ক হয়েছিল পোল্যান্ড, রোমানিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া। এমনকি চার দিনের সব ধরনের খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানির মজুত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেসব দেশে। পোল্যান্ড এবং রোমানিয়া সশস্ত্রভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল রাশিয়ার



সঙ্গে যুদ্ধ করার। রোমানিয়া দুটি এফ সিম্বাটিন যুদ্ধবিমান উড্ডয়ন করেছিল অবশ্য তাদের ভূমিতে। শেষ পর্যন্ত এই সতর্কতা প্রত্যাহার করা হয়। রাশিয়া কোনো আক্রমণ করেনি। দেশটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের এ রকম আক্রমণ করার কোনো ইচ্ছে নেই।

শোনা যায়, আমেরিকা হুমকি দিয়ে রেখেছে বিভিন্ন দেশে—রাশিয়া থেকে কেউ তেল কিনলে তারা স্যাংশন দেবে অথবা উচ্চ ট্যারিফ আরোপ করবে। যেসব দেশ আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল, তারা আমেরিকার কথা শুনেছে। অনেক দেশ আবার আমেরিকার কথায় পাতা দিচ্ছে না, তারা

যথারীতি সন্তায় রুশ তেল কিনছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালির ব্যবহার সীমিত, বাব আল-মাস্দের প্রণালি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সারা বিশ্বে তেলের বাজার অস্থিতিশীল। প্রতি ব্যারেল তেলের দাম এখন ১০০ ডলারের বেশি। এ অবস্থায় যদি রুশ তেল কেনা না হয়, তাহলে সারা বিশ্বই জালানি-সংকটে পড়বে গভীরভাবে। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বাজার ঠিক আছে, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়নি যুদ্ধের কারণে। ইউক্রেন সীমান্তসংলগ্ন দু-একটি শহর ছাড়া অন্যান্য শহরের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক। ইউক্রেনের পার্শ্ববর্তী শহর বেলগ্রেড বারবার আক্রান্ত হচ্ছে, কয়েকটি জ্বালানি স্থাপনায় ইউক্রেন হামলা চালিয়েছে, বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছে রাশিয়ার বিভিন্ন স্থাপনার। এইসব হামলায় ক্ষতি হলেও রাশিয়া তা পুষিয়ে নিচ্ছে খুবই দ্রুত। ইউক্রেন মস্কোতেও বেশকিছু ড্রোন হামলা চালিয়েছিল। রাশিয়া এগুলো প্রতিহত করেছে। ফলে এইসব হামলা রাশিয়ার সাধারণ জনগণ তেমন একটা টের পাচ্ছে না। সাধারণ মানুষের মাথায় যুদ্ধের তেমন আতঙ্ক এই কারণে নেই। এখানেই রাশিয়ার সাফল্য।

সর্বশেষ যে অবস্থা, ইউক্রেনসহ রাশিয়ার পাশের ন্যাটো দেশগুলো আতঙ্কে ভুগছে। সবাই ভয় পাচ্ছে রাশিয়ার নিউক্লিয়ার অস্ত্রকে। এদিকে রাশিয়া নিউক্লিয়ার অস্ত্র সুরক্ষিতভাবে বেলারুশে স্থাপন করেছে। সারা বিশ্ব জানে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট লুকাশেন্সো পুতিনের অনুগত বিশ্বস্ত

বন্ধু। রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর এটাও একটা মাথাব্যথার বড় কারণ। বিশ্ব এখন বুঝে গেছে, কোনো স্যাংশনে বা কোনো কিছুর বিনিময়ে রাশিয়াকে প্রতিরোধ করা যাবে না।

রাশিয়ার তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ফলে সারা বিশ্বেই এখন তেলের বাজার অস্থিতিশীল, আগেই বলেছি। সবাইকে একটা তরল জ্বালানির প্রায় পুরোটাই করতে হয় আমদানি। ‘ক্লিন এনার্জি’ বলে বিবেচিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতে ইউরেনিয়ামও আমদানি করতে হবে ধাপে ধাপে। কে জানে, সেটা ঘিরে আবার ভূ-রাজনৈতিক জটিলতায় পড়তে হয় কিনা!

রুশ জনগণ মনে করে, তথাকথিত গণতন্ত্র পশ্চিমাদের চাপানো গণতন্ত্র। সাধারণত পশ্চিমা দেশে যে ধরনের গণতন্ত্র আছে, দেখে মনে হতে পারে অধিকসংখ্যক মানুষের মতামতই গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র হলো গড়পড়তা মানুষের একটা মতামত। রাশিয়ার সচেতন ও শিক্ষিত জনগণ বুঝেছেন যে মতামত দেয়, সেটাই সে দেশের আসল গণতন্ত্র। গড়পড়তা পশ্চিমাদের গণতন্ত্র রুশরা খুব একটা বিশ্বাস করে না। খালি চোখে রাশিয়ার নির্বাচনে সেটাই বারবার প্রতিফলিত হয়েছে।

আব্দুর রাজ্জাক, প্রকৌশলী

মার্কিন ধনকুবেরতন্ত্র বনাম বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে চীনের উত্থান

মইনুল ইসলাম

২০২৫ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয়বার দায়িত্ব গ্রহণের পর সারাবিশ্বের বিরুদ্ধে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছেন। তাঁর কথায়— যুক্তরাষ্ট্রকে তার বাণিজ্য-সহযোগীরা বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণ করে চলেছে। বিশেষত চীন মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা নিয়ে মার্কিন বাজার প্রায় পুরোপুরি দখল করে ফেলেছে। এ অবস্থা বদলানোর জন্যই নাকি এবারের শুষ্কযুদ্ধ।

আসল কথা হলো, যুক্তরাষ্ট্র এখন একটি ক্ষয়মাণ পরাশক্তি হওয়ার চক্রে প্রবেশ করেছে। আগামী সাত বছরের মধ্যে চীন তাদের ডিঙিয়ে বিশ্বের ‘এক নম্বর অর্থনৈতিক পরাশক্তি’তে পরিণত হবে। এই বাস্তবতা ট্রাম্প এবং রিপাবলিকানরা মেনে নিতে চান না। তাই ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন’ স্লোগান দিয়ে তারা সারাবিশ্ব, বিশেষত চীনের বিরুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়েছেন।

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কিংবদন্তিসম সাবেক চেয়ারম্যান পল ভলকার ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে এক সাক্ষাৎকারে এবং তাঁর স্মৃতিকথামূলক বইয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে প্লুটোক্রেসি বা ধনকুবেরতন্ত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই নতুন অভিধাটি আরও পাকাপোক্ত হয়েছে বিশ্বখ্যাত নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজও বিশ্বের প্রথম সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে প্লুটোক্রেসি অভিহিত করায়। ইতিহাস বিবেচনা করলে, কার্যত আশির দশকেই যুক্তরাষ্ট্রের এ প্লুটোক্রেসিতে রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যখন মুক্তবাজার অর্থনীতি নাম নিয়ে সেখানে কটর দক্ষিণপন্থি পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯৪৫ সালে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট মারা যাওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের তুলনায় অনেক ‘কম বৈষম্যপূর্ণ’ ছিল। কিন্তু ২০২৬ সালে এখন দেশটি এ সূচকে অন্য সব উন্নত-শিল্পায়িত ওইসিডি সদস্য দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। ৪৫ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার নিম্নতর আয়ের ৫০ শতাংশ মানুষ তাদের প্রকৃত আয় হাবির থেকে ক্রমশ নিম্নগামী হয়ে



যেতে দেখেছে। অথচ দেশের ১০ শতাংশ ধনকুবেরের আয় ও সম্পদ বেড়েই চলেছে। ওই আশির দশক থেকেই সে দেশে ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদ বৈষম্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা ও ভোটার রাজনীতিতেও অর্থবিশ্ব প্রধান ফলদায়ক উপাদানে পরিণত হয়েছে। ২০২৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নআয়ের ৫০ শতাংশ মানুষ জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৫ শতাংশের মালিক হতে পেরেছে। এর পরের ৪০ শতাংশের দখলে রয়েছে জাতীয় আয়ের ৩০ শতাংশ। এর মানে, জনগণের ৯০ শতাংশের দখলে রয়েছে জাতীয় আয়ের মাত্র ৩২.৫ শতাংশ। আর ১০ শতাংশ উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠীর দখলে চলে গেছে জাতীয় আয়ের ৬৭.৫ শতাংশ। অন্য কোনো উন্নত শিল্পায়িত দেশে আয় ও সম্পদবৈষম্য এত গুরুতরভাবে বাড়েনি।

ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, জাপান, কানাডার মতো জি৭ দেশগুলোতে যে রকম পুঁজিবাদ প্রচলিত, তার তুলনায় মার্কিন পুঁজিবাদ অনেক বেশি কটর-দক্ষিণপন্থি ও

বাজার-মৌলবাদী। মার্কিন স্বাস্থ্যব্যবস্থা পুরোপুরি মুনাফাবাজ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর কায়ত্তে। মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থাও ক্রমে বাজারীকরণের শিকার। মার্কিন ‘ফুডস্ট্যাম্প’ কর্মসূচিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রমে সংকুচিত করে চলেছেন। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের জুলাই মাসে সমাজের ধনাত্মক জনগোষ্ঠীকে আরেক দফা করহাসের সুবিধা দিয়ে আইন পাস করা হয়েছে ২০১৭ সালের মতো। ডোনাল্ড ট্রাম্প যেহেতু শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর বিপুল জনসমর্থনে ২০২৪ সালের নভেম্বরে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন, তাই নিম্নআয়ের অশ্বেতাঙ্গ ও লাতিনো জনগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর বিদ্বেষ তিনি কখনও লুকানোর চেষ্টা করেন না।

অনেকেরই হয়তো জানা নেই, পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি (পিপিপি) বা ক্রয়ক্ষমতা সাম্য নীতির ভিত্তিতে চীনের জিডিপি মার্কিন জিডিপিকে ২০১৪ সালেই ছাড়িয়ে গেছে বলে ঘোষণা করেছিল আইএমএফ। সম্প্রতি দুই দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বিবেচনায় নিয়ে আইএমএফ বলেছে, ২০৩১ কিংবা ৩২

সালে চীনের নমিনাল (বিদ্যমান বাজারদরের ভিত্তিতে নির্ধারিত) জিডিপি মার্কিন নমিনাল জিডিপিকেও অতিক্রম করে যাবে। এর মানে, ২০৩২ সাল নাগাদ নমিনাল জিডিপি এবং ক্রয়ক্ষমতার সাম্যের উভয় নিম্নিত্তেই বিশ্বের ‘এক নম্বর অর্থনীতি’তে পরিণত হবে চীন। বিশ্ব অর্থনীতির এই আসন্ন অবশ্যম্ভাবী পালাবদলকে নস্যাৎ করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন মরিয়া হয়ে শুষ্কযুদ্ধে নেমেছেন।

চীনের শাসকরা নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে ‘চীনা ধাঁচের সমাজতন্ত্র’ হিসেবে অভিহিত করে। এই ব্যবস্থায় অর্থনীতির প্রায় ৫০ শতাংশ বেসরকারি মালিকানায় রেখে বাকি ৫০ শতাংশের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বহাল রাখা হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা সর্বোচ্চকরণের জন্য যা প্রয়োজন মনে করে তা-ই করতে পারে। রাষ্ট্রীয় খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বোচ্চ মুনাফা আহরণকে একমাত্র লক্ষ্য মনে না করে রাষ্ট্র ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের ওপর কঠোর নজরদারি বজায় রাখে রাষ্ট্রের একক শাসক

দল চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টি। সেখানে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো জনগণের মধ্যে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বাড়তে না দেওয়া। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকরা যাতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো অপতৎপরতা চালাতে না পারে কিংবা আয় ও সম্পদ পুঞ্জীভবনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব না দেয়, সেটাও কঠোরভাবে নজরদারি করে কমিউনিস্ট পার্টি। এ ধরনের শাসনব্যবস্থাকে ‘হাইব্রিড সোশ্যালিজম’ হিসেবে অভিহিত করেন অনেক বিশেষজ্ঞ। ১৯৭৬ সালে মাও সে তু-এর মৃত্যুর পর ১৯৭৮ সালে দেং শিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে এই সংস্কার পদ্ধতির বাস্তবায়ন শুরু হওয়ায় গত ৪৮ বছরে চীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। এই সময়ে চীন নিজেদের দেশের ৮০ কোটিরও বেশি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যা বিশ্বে একটি অবিদ্বাস্য ও অতুলনীয় সাফল্য হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। ২০২৫ সালেই চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ঘোষণা করেছেন— চীনে এখন ১ শতাংশেরও কম মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে।

লক্ষণীয়, চীনের শাসকরা মাও সে তুং-এর অনেক ভুল সত্ত্বেও তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান দিতে কাপণ্য করে না। কারণ মাও-এর নেতৃত্বেই ১৯৪৯ সালে সফল বিপ্লবের মাধ্যমে পিপলস রিপাবলিক অব চায়না প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চীনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নির্বাচনী গণতন্ত্র, জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই বলে প্রচারণা আছে। কিন্তু প্রতিবছর প্রায় ১৩ কোটি চীনা নাগরিক বিদেশ ভ্রমণে যায় এবং দেশেও ফেরত আসে। বিশ্বাসযোগ্য জনমত জরিপে এটাও প্রমাণিত— প্রায় ৯৩ শতাংশ চীনা নাগরিক তাদের সরকারের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট।

প্রায় চার হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে চীন। ১৮৩৯ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ‘এ সেপ্টুরি অব হিউমিলিয়েশন’ চীনের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ, যেখান থেকে ১৯৪৯ সালের বিপ্লব চীনকে মুক্তি দিয়েছে। চীন দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছে ‘বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতি’ হওয়ার দিকে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কি পারবে চীনের এই অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে?

একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ

জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই

আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

যোগাযোগ মাধ্যমঃ

516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

দুর্নীতির শাখা-প্রশাখা



বেশ কিছু দিন ধরেই সকালের সবাদপত্র খুললে বা টেলিভিশন দেখলেই অসম্ভব সব মৃত্যুর খবর সবার জীবন-যাপনকে স্থবির করে দেয়। কিছুদিন দেখা গেল ধর্ষণ ও ধর্ষণের হত্যার খবর। তারপর খুব সহজেই যেন শিশু হত্যা ঘটছে। আবার আরেকজনের ভাত খেয়ে ফেলার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে হত্যা। এসব হত্যার ঘটনা তো অবিরাম ঘটেই চলছে। এসব মৃত্যু যে শুধু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য হচ্ছে, তা নয়। এটা একটা বড় ধরনের সামাজিক বিপর্যয়ের ফলাফল। আর তা আমরা বুঝতে অক্ষম হয়ে যাছি। কিশোর গ্যাংয়ের কার্যকলাপ তো ভয়াবহ। সম্প্রতি একটা আইফোনের জন্য একটা কিশোরকে হত্যা করে ফেলেছে কিশোর বয়সীরাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমাদের চিরাচরিত সেই উপলব্ধি—“আমার সংসারে তো এসব ঘটেনি।” তাই এসব শুনেই আমরা নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাই!

সমাজ বা রাষ্ট্র এবং দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এর বিপরীতে কী করা যেতে পারে তার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন কেউ করছে না। পুলিশ দিয়েই এসব সমস্যা সমাধানের একটা তাৎক্ষণিক চেষ্টা চলছে মাত্র।

উন্নত দেশে এসব ঘটলে রাজনীতিবিদেরা তৎপর হয়ে উঠতেন। নাগরিকদের নিয়ে, সমাজ বিশেষজ্ঞদের নিয়েও একটা ভাবনার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখানে শুধু সাংবাদিকেরা দায়িত্ব পালন করছেন, তথ্য পৌঁছে দিচ্ছেন। দেশের নাগরিকেরাও অতিরিক্ত রাজনীতিসচেতন—

আমেরিকার কী হলো, সংসদে কী হচ্ছে, সংসদ সদস্যদের কর্মকাণ্ড নিয়ে যতটা তৎপর তারা, শিশু হত্যা নিয়ে তাদের তেমন একটা মাথাব্যথা নেই। যারা খুবই দায়িত্ববান তারা ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়েই খালাস। মানুষ ক্ষমতার রাজনীতি নিয়ে যতটা ব্যস্ত হয়ে পথে নেমে পড়ে, বড় বড় মানবিক বিপর্যয়ে এ রকম কোনো ভূমিকা রাখার প্রয়োজন বোধ করে না।

সচেতন মানুষ মবের কারণেও ভীত। যেকোনো সমাবেশেই মবের ভয় থাকে। একটা সমাজের এত মানুষ যদি ভয়ের মধ্যে থাকে,

সহজ কথাটি বলতে ভয় পায়, তাহলে কার লাভ হবে তাতে? সহজভাবে বলতে গেলে লাভ হবে ওই দুর্বৃত্তদের। সরকারকেও দেখা যায় সব ব্যাপারে একটা পালনীয় প্রতিক্রিয়া দেখাতে। আবার সব কাজ একাই করতে চায় সরকার। এখন বিষয়টা এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে নাগরিকদের মধ্যে যাদের বাঁচার ক্ষমতা আছে, শুধু তারাই বাঁচবে। সেই তত্ত্ব—‘সারভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট’—যা প্রাণিজগতের নিয়ম। এই নিয়ম মানতে মানতেই সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে—সমাজ, রাষ্ট্র বা সরকার বাঁচাবে না; নিজে নিজে বাঁচতে হবে। কিন্তু বাঙালি বা বিশেষ জাতিসত্তার মানুষেরা একা বাঁচতে শেখেনি। তাদের আশপাশে মানুষ দরকার। বিপদে-আপদে তো বটেই, উৎসবে, নানা আয়োজনে মানুষ চাই। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব তো বটেই, চেনাজানা সব মানুষ চাই। না হলেই অভিমান!

সেই অবস্থারও পরিবর্তন হতে চলছে, দ্রুত। যেভাবে বিশ্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে,

তার পেছনে শত শত বছরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পড়েছে। তারপর তারা শক্ত করে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে, আইনকানূনের নানা পথ খুঁজে বের করেছে। কিন্তু আমরা রাষ্ট্রটাও গড়তে পারিনি, আবার সমাজটাকেও ভেঙে ফেলেছি। তারপর মানুষ গড়ার যে জায়গাটা ছিল, সেটাও তছনছ করে দিয়েছি। অভিভাবকেরা বড়ই স্বার্থপর হয়ে উঠেছেন। তাঁরা শুধু তাঁদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের দেখছেন। আশপাশের কিছুই দেখছেন না। ছেলেমেয়ে প্রথম হবে স্কুলের পরীক্ষায়, গানের স্কুলে পড়বে, ক্রিকেট খেলার মাঠে যাবে, ছবি আঁকা শিখবে একটু; এরপর আছে তাদের জন্য পাঁচ-ছয়জন কোচিং মাস্টার। ছেলেমেয়ের ছোট মাথায় কত কিছু আর ঢুকবে? এ পর্যায়ে সন্তানের দাবিনামা এসে যায়—মোবাইল ফোন কিনে দাও। যা-তা মোবাইল ফোন দিলে হবে না, আইফোন কিনে দিতে হবে! আরেকটু বড় হলে—একটা মোটরসাইকেল কিনে দাও; স্কুলের টিফিনের টাকা বাড়িয়ে

দাও। অভিভাবকেরা দেনও। সীমিত আয় আছে যাদের, তাঁরাও দেন। নিজেরাও ব্যবহার করেন। সীমিত আয়ের শিক্ষকদের কাছেও নাকি অনেক সময় থাকে আইফোন। সন্তানকে মাঝেমধ্যে দেনও। আজকাল নাকি ফোনে এআই ব্যবহার করে পরীক্ষায় নকলও করা যায়। বাবা-মায়ের টাকা, মোবাইল ফোন এসব ব্যবহার করে কোনোটারই মূল্য বোঝে না সন্তানেরা। ভালো বিষয়ের প্রতি তাদের কৌতূহলের জায়গাটা আর থাকে না। তারা আর সামাজিক মানুষ হয়ে থাকে না। একা হয়ে যায়। একমাত্র বন্ধু তাদের মোবাইল ফোন আর টিফিনের টাকার সঙ্গে বাড়তি টাকা। টাকার অঙ্ক বাড়ে আর ফোনের মডেলও বাড়ে। কিন্তু তারা যে কী হারিয়ে ফেলে তা বোঝার আর সময়ও পায় না। সবকিছু অচেনা হয়ে যায় তাদের কাছে। আত্মীয়তার বন্ধনও তারা বোঝে না।

অনেক সময় দেখা যায়, আইফোনধারী কোনো অভিভাবকের বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের

ইরানের উত্থান ঠেকানোর উপায় নেই

খুররম হুসাইন

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের গতিপথ যখন নতুন একটি মোড়ে এসে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই অঞ্চলটিতে একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনী গত ফেব্রুয়ারিতে যে সামরিক সংঘাতের সূচনা করেছিল, তা কার্যত সমাপ্তির পথে গিয়ে ঠেকেছে। হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে একটি অচল অবস্থা বা স্থবিরতার মধ্য দিয়ে সেই যুদ্ধের এক পর্যায় শেষ হয়েছে। তবে এখন যা শুরু হতে যাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ নতুন এবং এই পরিস্থিতি পুরো অঞ্চলকে কোন অনিশ্চিত গম্ভ্যে নিয়ে যাবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

পশ্চিমের ভূখণ্ডে এখন একটি নতুন আঞ্চলিক পরাশক্তির উত্থান ঘটছে। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে দশকের পর দশক ধরে পশ্চিমা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং ক্রমাগত যুদ্ধের হুমকির মুখে ইরানকে বিশ্বসমাজ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ও অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তবে ফেব্রুয়ারির যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের নির্ধারিত সামরিক লক্ষ্যগুলোর একটিও অর্জনে সফল হতে না পেরে নিজেদের সামরিক সীমাবদ্ধতা ও অকার্যকারিতা প্রদর্শন করেছে। এর ফলে যেসব নিষেধাজ্ঞার দেয়াল দিয়ে ইরানকে এতদিন কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল, তা ভেঙে দেশটি মধ্যপ্রাচ্যে একটি প্রভাবশালী আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনা করলে, বর্তমানে ইরানের এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও পুনরুত্থানের প্রক্রিয়াটি অতীতে কূটনীতির মাধ্যমে বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে চীনের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফিরে আসার ইতিহাসের সঙ্গে বহুলাংশে মিলে যায়। ১৯৪৯ সালের কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর থেকে বিশ্বসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, অবরুদ্ধ ও বর্জিত অবস্থায় রাখা হয়েছিল চীনকেও। পরবর্তীকালে কূটনীতি ও সমঝোতার মাধ্যমে বৈশ্বিক মঞ্চে চীনের নতুন করে প্রবেশ ঘটে এবং দেশটিতে গৃহীত অভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যক্রমই মূলত চীনকে আজকের বিশ্বসেরা অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত করার পথ প্রশস্ত করেছিল।

তবে চীনের উত্থানের সঙ্গে ইরানের বর্তমান গতিপথের মূল পার্থক্য দুটি জায়গায়। প্রথমত, ইরান চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো কোনো বৈশ্বিক পরাশক্তি হতে যাচ্ছে না, বরং তারা বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশলগত ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রভাবশালী আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত



হতে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে ইরানের পুনরায় প্রবেশ বা আগমন চীনের তুলনায় অনেক বেশি বিশৃঙ্খল, সংঘাতময় ও সহিংস হতে চলেছে। কারণ ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর যে আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার গভীরে ইরানকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে বের হয়ে আসতে তাদের সামরিক পথ বেছে নিতে হয়েছে। ইরানের সমগ্র অবকাঠামো ধ্বংসের কোনো চরম চেষ্টা ছাড়া আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে দেশটির এই উত্থানকে থামানো এখন প্রায় অসম্ভব।

ইরানের এই আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভাবের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল এবং সহিংসতার ঝুঁকিতে পূর্ণ। শেষ পর্যন্ত ইরানের কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী ক্ষমতার শীর্ষে উঠে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব নেবে, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। চীনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯৭০-এর দশকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে প্রবল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ডেং জিয়াওপিংয়ের মতো সংস্কারপন্থী নেতারা শীর্ষ নেতৃত্বে আসার পরেই চীন তার বৈশ্বিক পথ উন্মোচনের দিকে অগ্রসর হতে পেরেছিল।

১৯৬৬ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও ডেং জিয়াওপিংয়ের অপসারণ, ১৯৭১ সালে লিন বিয়াওর ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা এবং মঙ্গোলিয়ায় বিমান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু, চৌ এনলাইয়ের উত্থান এবং তার বিরুদ্ধে চারজন নেতার তথাকথিত ‘গ্যাং অব ফোর’-এর অবস্থান, চৌ এনলাইয়ের মৃত্যুর পর ডেং-এর দ্বিতীয় দফায়

পদচ্যুতি এবং ১৯৭৬ সালে মাও সেতুংয়ের মৃত্যুর পর ডেং-এর চূড়ান্তভাবে ক্ষমতায় পুনর্বাসন—এই দীর্ঘ ও রক্তাক্ত ইতিহাস পার হয়েই চীন নতুন পথ বেছে নিয়েছিল।

মাও সেতুংয়ের মৃত্যুর পরেই কেবল চীন দৃঢ়ভাবে তার অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির সূচনা করে এবং মাওয়ের কটর চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসে। এরপর ধীরগতিতে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতির জন্য চীনের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এই সচেতন নীতিই কয়েক দশক পার করে চীনকে একটি আন্তর্জাতিক পরাশক্তিতে রূপান্তর করেছিল।

বর্তমানে ইরানও তার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ঠিক এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির প্রয়াণ এবং মার্কিন-ইসরায়েলি জোটের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ সামরিক বিজয় অর্জনের দাবির পর, ইরানকেও এখন অভ্যন্তরীণ চরম রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে।

ইরানের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা অতীতের কটর মতাদর্শেই আবদ্ধ থাকবে, নাকি একটি সম্পূর্ণ নতুন ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে বহু বছর সময় লাগবে। তবে চীনের সঙ্গে ইরানের প্রধান তফাৎ হলো, ইরানে এই পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটি উন্মোচিত হচ্ছে

একটি সক্রিয় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে।

ইরানের ভেতরে স্পষ্টতই একটি বাস্তবতাবাদী ও প্রাগম্যাটিক গোষ্ঠী রয়েছে, যারা যুদ্ধের ইতি টেনে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন এবং অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করতে চায়। তবে তাদের সমান্তরালে সমান শক্তিশালী আরেকটি দলীয় বা সামরিক গোষ্ঠী রয়েছে, যারা আত্মসনকারীদের ওপর একটি চরম অপমানজনক পরাজয় চাপিয়ে দেওয়ার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আফগানিস্তানে তালেবান যেভাবে মার্কিন বাহিনীকে আকস্মিক ও বিশৃঙ্খলভাবে পরায়েনের পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছিল, এই গোষ্ঠীটি মধ্যপ্রাচ্যেও মার্কিন সেনাদের ক্ষেত্রে ঠিক সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চায়।

যুক্তরাষ্ট্র যদি শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়, তাহলেই মূলত আসল খেলা শুরু হবে। মার্কিন সেনাদের পশ্চাদপসরণের পর ইরানের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী তাদের পূর্ণ মনোযোগ ঘোরাবে পারস্য উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলোর দিকে। যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ই হবে তখন তাদের মূল লক্ষ্য। ইরান ইতিমধ্যেই এই যুদ্ধের বিপুল বিল আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেছে।

২০২৫ সালের জুলাইয়ে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি ফাইনাসিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, ২০২৫ সালের জুনের যুদ্ধে ইরানের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দেওয়া পর্যন্ত কোনো পারমাণবিক

ভিড় বেড়ে যায়। কেন? অভিভাবক সাহেবকে দুর্নীতি দমন মামলায় পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। পত্রিকার কাগজে তাঁর ছবি ছাপা হয়েছে। এখন ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যাবে কী করে?

দুর্নীতি—এই সমস্যা খুবই প্রাচীন। বহু আগেই এসব শুরু হয়েছে। এতটাই সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে যে দুর্নীতিবাজ লোকেদের এখন আর কেউ ঘৃণা করে না। আত্মীয়স্বজন বলবে শত্রুতা করে এসব হয়েছে। দেখা গেল, কিছুদিনের মধ্যেই দুর্নীতিবাজ অভিভাবক ছাড়া পেয়ে গেলেন। বীরদর্পে চলাফেরা শুরু করলেন।

এই যে তুচ্ছ কারণে মানুষ শিশু-কিশোরদের হত্যা করছে, এর সঙ্গে পুরো সমাজের সম্পর্কটা কী? সম্পর্কটা গুরুতর পর্যায়ে গেছে। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে একটা অর্থনীতি তৈরি হয়ে গেছে। সেই মুদ্রাস্ফীতির অর্থনীতিই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সেসব মানুষ সমাজে একটি নতুন জৌলুশ তৈরি করেছে। খাদ্য, পোশাক-আশাক, নতুন মডেলের গাড়ি, বিদেশ যাত্রা, ছোট দেশে শত শত রিসোর্ট—এসব হচ্ছে কী করে? তারা বুঝে গেছে দুর্নীতি বা বড় ধরনের অপরাধ করলে কিছু হয় না। এর মূলে আছে তাদেরই তৈরি একটা সংস্কৃতি।

ইন্টারনেটের কল্যাণে ভায়োলেন্স এবং যৌনতার একটা শিল্প গড়ে উঠেছে। ছোট একটা মোবাইল ফোনে তা চালান করে দেওয়া যায়। আগে আমরা গ্রামকে মনে করতাম একটা সমাজের বিধিবদ্ধ উদাহরণ। কিন্তু সেই গ্রামের মানুষেরাও এই সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়ছে। রুচির দুর্ভিক্ষের মধ্যে থেকে তারাও ওপরে উঠতে চাইছে এবং সফলও হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করার মহোৎসবে যোগ দিয়েছে অনবরত। ঢুকে পড়ছে এই গড্ডল প্রবাহে।

এই যে এত শিশুমৃত্যু, শিশু হত্যা—এসবের সঙ্গে বিচারহীনতার সংস্কৃতি যুক্ত হচ্ছে। ওই সব শিশু-কিশোরের মুখ দেখে কি রাষ্ট্রযন্ত্রের মায়্যা হয় না? কিন্তু যে মানুষেরা এখনো ব্যথিত হয়, সুবিচার চায়, সমাজটাকে পরিবর্তন চায়, তাদের সংখ্যা বাড়ারও কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তাহলে ‘তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে’ প্রবাদ বা আন্তবাক্যের প্রসার যারা চায়, তাদের কি অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে?

নাট্যব্যক্তিত্ব

আলোচনায় ফেরা সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্র তখন এই দাবিকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২৬ সালের মার্চ মাসে মার্কিন প্রস্তাবের জবাবে এবং এপ্রিল মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ইরান ২৭০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণের শর্ত যুক্ত করে। এমনকি ২০২৬ সালের জুনে প্রকাশিত ধসডায় এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৩০০ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের এই বিশাল ক্ষতিপূরণের দাবিকে আর কোনোভাবেই হালকাভাবে বা উপহাস হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। হরমুজ প্রণালির ওপর নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার পাশাপাশি ইরান আগামী দিনগুলোতে এই দাবি আদায়ে আরও বেশি চাপ সৃষ্টি করবে। যুক্তরাষ্ট্র যখন দেখবে এই সংঘাত তাদের নিজস্ব কোনো স্বার্থ রক্ষা করছে না এবং তারা সরে দাঁড়াবে, তখন মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় ধনী রাজতন্ত্রগুলোকেই এই বিল পরিশোধের মুখোমুখি হতে হবে। আর একবার যদি উপসাগরীয় দেশগুলো এই বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা শুরু করে, তবে তা সেখানেই শেষ হবে না; একের পর এক নতুন আর্থিক দাবি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে।

একত্রিত মার্কিন-ইসরায়েলি জোট যদি পুরো ইরানকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়ার মতো কোনো বিপর্যয়কর পদক্ষেপ না নেয়, তবে মধ্যপ্রাচ্যে একটি পরাশক্তি হিসেবে ইরানের উত্থান এখন ঠেকানো অসম্ভব। বর্তমান ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশটির সমগ্র অবকাঠামো ধ্বংসের ঘটনা ঘটে যাওয়া বেশ অনিশ্চিত হলেও তা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে ইরানের ক্ষমতায়ন ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। হরমুজ প্রণালীর ওপর নিজেদের আধিপত্য সুসংহত করার পর তাদের পরবর্তী লক্ষ্য হবে উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলোর বিপুল ধন-সম্পদ। সেই সম্পদ ও ধন-দৌলত এখন সরাসরি হুমকির মুখে পড়ছে।

চীনের বিপ্লবোত্তর ইতিহাস বিশ্বের জন্য অত্যন্ত শিক্ষাগ্রহণের মতো একটি বিষয়। এটি আমাদের দেখায় কীভাবে একটি বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্র নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করে বৈশ্বিক বাণিজ্য, অর্থায়ন ও কূটনীতির মূলধারায় পুনর্বাসিত হতে পারে এবং নিজেদের জন্য সর্বোচ্চ সুবিধা আদায় করতে পারে। ইরান কি চীনা মডেল অনুসরণ করে প্রঞ্জর পরিচয় দেবে, নাকি তাদের এই নতুন অর্জিত সামরিক সুবিধাকে কেবল প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে এবং ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ হারাবে—তা আজ পুরো বিশ্বের জন্য এক বিশাল প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেখক: ব্যবসা ও অর্থনীতি বিষয়ক সাংবাদিক, ডন-এর সৌজন্যে

WWW.MOINLAW.COM



LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং

ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

• **IMMIGRATION**
(Consultation fee applies)

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্ত পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্রাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



Member

H1B

L1A VISA

EB5

E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্ক

BANGLADESH SOCIETY, INC

জ্যামাইকায় সোসাইটির বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখার শুভ উদ্বোধন

২ অক্টোবর ২০২৬
বিকেল ৫টায়

ইলহাম একাডেমী
87-41 165th St, Jamaica, NY 11432

উদ্বোধক
শাহ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

জ্যামাইকায় বাংলাদেশ সোসাইটির বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখার শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আপনাকে
সপরিবারে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের চর্চা ছড়িয়ে দিতে এই আনন্দঘন
অনুষ্ঠানে আপনার মূল্যবান উপস্থিতি আমাদের উদ্যোগকে আরও উৎসাহিত করবে।

আমন্ত্রণে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক, ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান (সিনিয়র সহ-সভাপতি) ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, মো: কামরুজ্জামান কামরুল (সহ-সভাপতি) ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, আবুল কালাম ভূইয়া (সহ-সাধারণ সম্পাদক) ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (ক্লার্ক) (কোষাধ্যক্ষ), ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, ডিউক খান (সাংগঠনিক সম্পাদক) ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, অনিক রাজ (সাংস্কৃতিক সম্পাদক) ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, রিজু মোহাম্মদ (প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক) ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, জামিল আনসারী (সমাজকল্যাণ সম্পাদক) ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, মো: আখতার বাবুল (সাহিত্য সম্পাদক) ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, আশ্রাব আলী খান লিটন (ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক) ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) (স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক) ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, কার্যকরী সদস্য: হারুন উর রশিদ ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, আবুল কাশেম চৌধুরী ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, মুনসুর আহমেদ ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও হাসান খান ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

www.bangladeshsocietyinc.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500

Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:

30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:

170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com



Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

• Tax Preparation

Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.

• Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority

• Accounting

Payroll, Sales Tax, etc.

• Immigration

(No Legal Advice)

• New Business Setup & more...



Wasi Choudhury, EA

Admitted to Practice before the IRS

সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712

718-205-3460

Fax: 718-205-3475

Email: wasichoudhury@yahoo.com



ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

ধরাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ /
নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয়
অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী



এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্সুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন
প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রুকস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration Services



Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Service & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filing

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস

Job Help & Application Processing Services

917-500-3937

আমাদের সার্ভিসসমূহ

- পোস্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম.টি.এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরি
- কাভার লেটার
- সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
- নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

বিশ্বাসযোগ্যতা
দক্ষতা
সেবাই আমাদের
প্রতিশ্রুতি

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

জান্নাত, বিসমিল্লাহ, জমজম ড্রাগস ও আস-সালাম ফার্মেসি

সম্পূর্ণ
বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান

জ্যাকসন হাইটস
জান্নাত ফার্মেসি
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.)
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041
Fax: 718-732-4287
Email: jannatpharmacy@gmail.com

উডসাইড
বিসমিল্লাহ ফার্মেসি
6409 Broadway,
Woodside NY 11377
Phone: 718-685-2017

জ্যামাইকা
আস-সালাম ফার্মেসি
(সোর্থফিল্ড বুলেবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে
এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক, ১১৪৩৫
Phone: 718-291-0717

ব্রক্স
জমজম ড্রাগস ফার্মেসি
3105 Bainbridge Ave Bronx,
NY 10467
Phone: (347) 899-8930

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT,
Food Stamp & OTC Card
Sim Activation
Bill Pay & Flexiload
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

বাংলায় ঔষধ সেবনের নির্দেশনা
Free Delivery
10% Senior Discount
Halal Vitamin & Supplements
5c Copy \$1 Fax
Phone Card & Flexiload
Huge 99c Sections

Open: Monday-Saturday, 10:00 am to 8:00

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হাটের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218



চাঁদাবাজির প্রতিবাদে এনসিপির ‘পুনর্বাসন দানবাক্স’ ও ‘গণভিক্ষা’

ঢাকা ডেস্ক

চাঁদাবাজি ও দখলবাজির প্রতিবাদে জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা-কর্মীরা ‘পুনর্বাসন দানবাক্স’ স্থাপন এবং ‘গণভিক্ষা’ নামের ব্যঙ্গাত্মক কর্মসূচি পালন করেছেন। সোমবার বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরে দলের দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ ও দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে একটি মিছিল হয়।

মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ‘ভিক্ষা লাগলে ভিক্ষা নে, চাঁদাবাজি ছাইড়া দে’ ও ‘ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও, চাঁদাবাজের আস্তানা’ সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। এ সময় তাঁদের হাতে ছিল দুটি দানবাক্স। এর আগে, ওই দিন দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে চাঁদাবাজির বিকল্প হিসেবে ‘পুনর্বাসন দানবাক্স’ স্থাপন ও ‘গণভিক্ষা’ কর্মসূচির ঘোষণা দেন হাসনাত আবদুল্লাহ। নিজের ভেরিফায়ড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে তিনি লেখেন, ‘১৭ বছর ধরে সরকারদলীয় অনাহারী নেতা-কর্মীদের জন্য এবার গণভিক্ষা কর্মসূচি! ভিক্ষা দিন—আপনার ১ টাকাই হয়তো একজনকে চাঁদাবাজির পথ থেকে দূরে রাখবে।’

কর্মসূচির উদ্দেশ্য তুলে ধরে এনসিপির এই নেতা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘দান করুন, চাঁদাবাজি বন্ধ করুন; সতেরো বছরের অভুক্ত চাঁদাবাজদের জাতীয় পুনর্বাসনে আপনিও অংশ নিন।’



জুলাই সনদ ও গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবি

জাতিসংঘের সামনে এনসিপি ইউএসএ ডায়াসপোরার অবস্থান

রওশন হক

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার, জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) ইউএসএ ডায়াসপোরা। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশন চলাকালে আয়োজিত এ কর্মসূচি থেকে এনসিপির নেতাকর্মীরা গণভোটের রায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন, হাদি হত্যার বিচার এবং মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বিচার দাবি করেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে এনসিপি ইউএসএ ডায়াসপোরার সদস্যসচিব ডা. মো. আবদুল মোহাম্মদ (সাইমন), কেন্দ্রীয় সদস্য ও সিলেট-৪ আসনের মনোনয়নপ্রার্থী রাসেল আলম, নির্বাহী সদস্য রাহাত আলম, নিউইয়র্কের স্থানীয় সংগঠক রাকিব উদ্দিন ও মাহমুদুল কবির অনিক এবং সদস্য মো. সুফিয়ান শাকিল ও কামরুল হাসানসহ সংগঠনের

অন্যান্য নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের দেওয়া বক্তব্যে এনসিপি ইউএসএ ডায়াসপোরার নেতারা বলেন, গণভোটের রায় ও জনগণের প্রত্যাশার প্রতি সম্মান জানিয়ে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। জনগণের এই দাবি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে এনসিপির নেতাকর্মীরা শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন।

বক্তারা অভিযোগ করেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোটের রায়কে সম্মান জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করলেও ক্ষমতায় এসে সরকার সেই রায় বাস্তবায়ন থেকে সরে যাচ্ছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে।

এনসিপি ইউএসএ ডায়াসপোরার নেতারা আরও বলেন, গণভোটের রায় বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে তারা নিউইয়র্কে গণসংযোগ, পথসভা ও মতবিনিময় কর্মসূচি হাতে

নিয়েছেন। এর অংশ হিসেবে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ ও জনসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

নেতাকর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে গণভোটের রায়, জুলাই সনদ ও সংবিধান সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করছেন। তাদের ভাষ্য, জনগণের গণরায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে সংবিধান সংস্কার ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত এ ধরনের শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক জনসংযোগ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। এ সময় সংগঠনের নেতারা বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা ও গণভোটের রায় বাস্তবায়নে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, চলতি বছর ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে জুলাই জাতীয় সনদ ও সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, গণভোটে বৈধ ভোটের ৬৮ দশমিক ৫৯ শতাংশ ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়ে।

সব অপরাধের পেছনে সরকারদলীয় নেতা-কর্মী-মন্ত্রীরা মদদ দিচ্ছেন: পরওয়ার

ঢাকা ডেস্ক

সব অপরাধের পেছনে সরকার দলীয় নেতা-কর্মী ও মন্ত্রীরা মদদ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াত



গোলাম পরওয়ার

ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, সরকারের ওপরের স্তর থেকে সংকেত পাওয়ার কারণেই সন্ত্রাসীরা সুযোগ পাচ্ছে। অপরাধের সঙ্গে জড়িত সরকারদলীয় লোকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বিরোধী দলের ওপর দায় চাপানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক জরুরি ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন মিয়া গোলাম পরওয়ার।

গোলাম পরওয়ার বলেন, সব অপরাধের পেছনে মদদ দিচ্ছেন সরকারদলীয় নেতা-কর্মী ও মন্ত্রীরা। সন্ত্রাসীরা সুযোগ পাচ্ছে সরকারের ওপর লেভেল থেকে সিগন্যাল পাওয়ার কারণে। সরকার অপরাধের সঙ্গে জড়িত নিজের দলের লোকদের কথা বলে না, বিরোধী দলের ওপর চাপাতে চায়। মিয়া গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, এমতাবস্থায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ, বেড়ায় খেত খাচ্ছে। অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের নিবৃত্ত করে গ্রেপ্তার ও শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রসঙ্গে জামায়াতের এ নেতা বলেন, সরকারের সাত মাসে পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজ এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। জনগণ ধীরে ধীরে সরকারের ওপর আস্থা হারাচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা, ভাঙচুর ও চাঁদাবাজির প্রসঙ্গ তুলে জামায়াতের এ নেতা মিরপুরের রাড্ডা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট এবং ইসিবি এলাকায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর সালমান মুক্তাদিরের ষ্টুডিওতে হামলার ঘটনা উল্লেখ করেন। এসব ঘটনায় সরকারদলীয় লোকজনের ইন্ধন রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও সরকারের সমালোচনা করেন গোলাম পরওয়ার। তাঁর দাবি, সার ডিলার, ইমাম-খতিবের ভাতা, কৃষক-ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ, তালিকা তৈরিসহ বিভিন্ন ইস্যুতে নিজেদের মধ্যে মারামারি ও গন্ডগোল হচ্ছে। সার বিতরণ নিয়ে ইউএনও কার্যালয়ে হামলার ঘটনাও ঘটছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ নিয়েও অভিযোগ করেন পরওয়ার। তাঁর দাবি, ভেরিফিকেশনের নামে একটি শ্রেণিকে নিয়োগপত্র দেওয়া হচ্ছে না এবং বেছে বেছে যুবদল ও ছাত্রদল করা ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে পোলিং ও প্রিসাইডিং কর্মকর্তা হিসেবে বিএনপির লোকদের নিয়োগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এমনটি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

গোলাম পরওয়ার বলেন, রাজধানীতে মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ নয়। একইভাবে সারা দেশের মানুষ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রয়েছে। দ্রব্যমূল্য, সার, গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সকটসহ বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করতে দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এ সময় পরওয়ার রাড্ডা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের আওতায় আনা, লুট হওয়া টিকা, টিকাদানের রেজিস্টার ও নথি উদ্ধার এবং বিকল্প স্থানে টিকাদান কার্যক্রম চালুর দাবি জানান।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাস্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ থেকে অথবা ইউএসএ থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)

সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফর্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

MITU DISABILITY CENTER

- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাঁটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ব্রিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)

MITU HOME CARE LLC.

আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন

আপনার মা-বাবা, স্বপ্ন-শাওজী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



Md. Kamroul Hasan
President & Ceo

YOUR HOME SOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WE'LL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা ফেনা, ট্যাক্সি নিজিৎ এবং টিএনএল ইনসিউরেন্স করে থাকি।

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনসিউরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL: hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

HASAN TAXI SERVICES INC





KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



**We Care
Your Family
Like Ours**

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)

PCA (Personal Care Assistant)

CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- ◆ Queens
- ◆ Nassau
- ◆ Suffolk
- ◆ Bronx
- ◆ Westchester
- ◆ Dutchess
- ◆ Orange
- ◆ Rockland
- ◆ Sullivan
- ◆ Ulster

NYS Department of Health LHCSAs



Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

**MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent**

Main Office

**37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372**

Jamaica Office

**167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432**



Fax: 347-338-6799



347-621-6640

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.




SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসেস সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ট্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়ালিটি
- খেলায় মার্তে দুর্ঘটনা
- বার্গ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সত্যতা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাঙ্গিক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

**32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103**

www.surdezperzelaw.com

যে কোন পরামর্শের জন্য
যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

IMMIGRATION

ইমিগ্রেশন

TRANSLATION
TAX FILING
HELP




**ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স**

Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
- অ্যাসিলিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
- ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)

631-805-1051

TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়

**Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372**

We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist ALAM PODIATRY

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES

Diabetic Foot Exam	Diabetic Shoes
Heel Injection	Foot Surgery
Ingrown Toenail	Vascular and nerve Testing
Fungal Toenails	On-site X-ray Availabe
Fracture Management	

We Accept all Major insurance Plan

Dr, Sadi Alam, DPM

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন






No More FOOT PAIN

CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Low Income, No Problem

Direct Lender

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
- ★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেণ্ট
- ★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ইন্টারেস্ট রেট কম
- ফাস্ট ক্লোজিং
- ইনভেস্টমেন্ট
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন
হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine
physician

আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us ☎ 631-778-4048 📍 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

**PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.**

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

Authorized Employment Agency by:

Certified Training Institute by:

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL

আগ্রা প্যালেস রেস্তুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেস্তুরেন্ট ও পার্টি হল।

- সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
- সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হাল্কা খাবার পরিবেশনা।
- ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।

বুকিং ও কিস্তিরিত জানতে যোগাযোগ করুন

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880



ওজনপার্ক ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের ওজনপার্ক নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ওজনপার্কের ১০১ এভিনিউতে দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে অফিসটির উদ্বোধন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় আল আমান মসজিদের ইমাম মাওলানা নুরুল ইসলাম। দোয়ায় সোসাইটির সাবেক সভাপতি কামাল আহমেদসহ পরলোকগত সকল মুসলিমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের জয় কামনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের ওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শাহাব উদ্দিন চৌধুরী। সভায় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দর মধ্যে ওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান মুজিবোদ্ধা বাবর আলী, প্রধান উপদেষ্টা ছমির উদ্দিন, রিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক

দুলাল মিয়া এনাম, সদস্য সচিব জে মোল্লা সনি সহ ইঞ্জিনিয়ার এ এম খালেক, তাজু মিয়া, এএসএম মাইনউদ্দিন, অ্যাডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের প্রার্থীদের মধ্যে সভাপতি পদপ্রার্থী, বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সহ অন্যান্য প্রার্থীর মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী মো. কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী হারুন চেয়ারম্যান, কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী নওশাদ হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী ডিউক খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী রুমানা আহমেদ, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদে এএসএম মাইন উদ্দিন, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং কার্যকরী সদস্য পদের প্রার্থীদের মধ্যে মো. উজ্জ্বল পিপুল, শামীম আহমেদ, মো. এ মারান, মোঃ আব্দুল মালেক খান ও কাজী রবিউজ্জামান।

নিউইয়র্কে চালু হলো জবস এনওয়াইসি সেন্টার

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কে সরকারি চাকরি করতে চান, কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবেন—তা নিয়ে অনেকেরই দ্বিধা থাকে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা, আবেদনপত্র, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কিংবা কোন দপ্তরে কোন পদ খালি রয়েছে—এসব তথ্য খুঁজে বের করাও অনেক সময় চাকরিপ্রার্থীদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এই বাস্তবতায় নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের সরকারি চাকরিতে প্রবেশের পথ সহজ করতে ম্যানহাটনে চালু হলো নতুন ‘জবস এনওয়াইসি সেন্টার’। লাফায়েট স্ট্রিটের ২ নম্বর ভবনে চালু হওয়া এই কেন্দ্রের মাধ্যমে নিউইয়র্কবাসী সরকারি চাকরির সুযোগ খোঁজা, আবেদন করা, সিভিল সার্ভিসের প্রক্রিয়া বোঝা এবং নিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সহায়তা পাবেন।

২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি মেয়র জুলি সু, স্মল বিজনেস সার্ভিসেসের কমিশনার কেনি মিনায়া এবং সিটিওয়াইড অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ সার্ভিসেস বিভাগের কমিশনার ইউমে কিতাসেই।

স্মল বিজনেস সার্ভিসেস এবং সিটিওয়াইড অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ সার্ভিসেসের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত একটি নগরস্থানকে কার্যর্যার সেবার কেন্দ্রে রূপান্তর করেছে। এখানে সরাসরি উপস্থিত হয়ে পরামর্শ নেওয়া যাবে। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে চাকরির মেলা, কর্মসংস্থানবিষয়ক অনুষ্ঠান, কর্মশালা এবং বিভিন্ন নগর সংস্থার নিয়োগ কার্যক্রম। আগামী ৫ অক্টোবর, সোমবার থেকে এখানে নিয়মিত ওয়াক-ইন সেবা চালু হবে।



প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সঙ্গে প্রতিমন্ত্রী এম ইকবালের মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও ময়মনসিংহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এম ইকবাল হোসেইন নিউইয়র্কে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের একটি হোটেলের লবিতে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনকে কেন্দ্র করে নিউইয়র্ক সফররত প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, তাঁর দায়িত্ব ও রোহিঙ্গা সংকটসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

মতবিনিময়ে রোহিঙ্গা সংকটের বর্তমান পরিস্থিতি, শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা, প্রত্যাভাসনের সম্ভাবনা এবং সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের দায়িত্ব ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল

হোসেইন রোহিঙ্গা সংকটকে বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে তুলে ধরেন। সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা প্রয়োজন বলেও আলোচনায় উঠে আসে।

সম্প্রতি নিউইয়র্ক হিউম্যান কনসার্ন ইন্টারন্যাশনালের আয়োজনে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে একটি আলোচনায়ও প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন এম ইকবাল হোসেইন। ওই আলোচনায় রোহিঙ্গা সংকটের বর্তমান পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক সহায়তা কমে যাওয়া, প্রত্যাভাসনের সম্ভাবনা এবং ক্যাম্পে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়।

এম ইকবাল হোসেইন ২০২৬ সালের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে ময়মনসিংহ-৩ আসন থেকে নির্বাচিত হন।

নির্বাচনের পর ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।

মতবিনিময়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক, রোকেয়া দীপা, সায়ান সিদ্দীক ও রাশিদা আখতার উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে বর্তমানে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা অবস্থান করছেন। এ সময় রোহিঙ্গা সংকটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলছে।

প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসেইন বলেছেন,প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য বহুমুখী প্রয়াস ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক নির্দেশনায় তিনি রোহিঙ্গা সমস্যা, বাস্তবায়িত জনগোষ্ঠীর চলমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরাসরি কাজ করছেন এবং এ কাজে সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন।

নিউইয়র্কে মুসলিম ডে প্যারেডে মানুষের ঢল

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে রোববার ম্যানহাটনে অনুষ্ঠিত মুসলিম ডে প্যারেডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন বিপুলসংখ্যক মানুষ। শিশুদের হাত ধরে অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ইমাম এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা সমবেত হন। বৃষ্টিভেজা ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে তাদের উপস্থিতি মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও শান্তির বার্তাকে সামনে নিয়ে আসে।

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছর উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপটে এবারের প্যারেডের প্রতিপাদ্য ছিল ‘বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ, সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যময়’। আয়োজকদের প্রচারপত্রে ‘এক উম্মাহ, এক জাতি, গর্বিত আমেরিকান’ এবং ‘সবার প্রতি ভালোবাসা, কারও প্রতি ঘৃণা নয়’—এই আহ্বানও তুলে ধরা হয়। নানা ভাষা, দেশ ও সংস্কৃতির মানুষের অংশগ্রহণ সেই বার্তার প্রতিফলন ঘটায়।

প্যারেডে কমিউনিটি ও ধর্মীয় নেতাদের পাশাপাশি যোগ দেন এনওয়াইপিডির মুসলিম অফিসাররা, এফডিএনওয়াই সদস্যরা, ইসলামিক সোসাইটির প্রতিনিধিরা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। প্রতিভুল আবহাওয়ার মধ্যেও তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে একটি স্মরণীয় কমিউনিটি সমাবেশে পরিণত করে।

প্যারেডের আহ্বায়ক কাউন্সিল অব পিপলস অর্গানাইজেশনস—কোপোর

প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রাজভি অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পুরো আয়োজন সফল করতে পূর্বের আড়ালে যারা কাজ করেছেন, সেই আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক, সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং স্পনসরদের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাজভি বলেন, নিউইয়র্কের মুসলমানরা ঐক্য ও শান্তির প্রতীক। বৃষ্টির মধ্যেও মানুষের উপস্থিতি সেই ঐক্যের শক্তির তুলে ধরেছে।

কুইন্সের এলহাম একাডেমি তাদের শিক্ষার্থী ও স্কুল পরিবার নিয়ে প্যারেডে অংশ নেয়। শিক্ষার্থীদের কাছে দিনটি ছিল নিজেদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করার পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ। অভিভাবক ও শিক্ষকেরাও শিশুদের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন।

এলহাম একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও সেভ দ্য পিপলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইমাম মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছরের ইতিহাসে মুসলমানদের অবদান আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এই দেশের শিক্ষা, সেবা, সংস্কৃতি ও উন্নয়নে মুসলিম আমেরিকানরা যে ভূমিকা রেখেছেন, তা আমেরিকাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। আগামী দিনেও আমরা সব জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মের মানুষের সঙ্গে নিয়ে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতে এবং আমেরিকাকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে চাই।

প্যারেডের প্রচারপত্রে পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে তাহির মুস্তাফা কুকিগি, রফিক মোহাম্মদ, ইব্রাহিম

আহমেদ, আইনুল হক, জিলফা বকশ, এড পাওয়েল, সাকিবেহ মুস্তাফা, সুলেইমানে কোনাতে, বাজাহ রুহি, কেনান তাসকেন্ট, আহমাদ আলী, হাফিদা টরেন, মনি লুথফি, ইমাম মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ রাজভির নাম উল্লেখ করা হয়।

প্রচারপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল কোপো, দারুল উলুম নিউইয়র্ক, সেভ দ্য পিপল, আল-আমিন স্কুল, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন ফর চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ুথ, আফ্রিকা কমিউনিটি সার্ভিসেস, আফ্রিকান কালচারস প্রমোশনস, আলবিয়ানা ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, আল-ইহসান একাডেমি, আল-ইমান স্কুল, আল-মামুর স্কুল, আমেরিকান কাউন্সিল অব মাইনরিটি উইমেন, বাপ্টি, কাউন্সিল অব আফ্রিকান ইমামস, ইসলামিক লিডারশিপ স্কুল, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি।

এ ছাড়া বিভিন্ন মসজিদ, স্কুল ও সংগঠনের মধ্যে আল-মেদনি মসজিদ, মসজিদ আল-হিকমাহ, মসজিদ আল-গাফার, মাক্কা মসজিদ, মসজিদ আসরি, মিরাজ ইসলামিক স্কুল, রাজি স্কুল, ইয়ানকাসা অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ, মরোক্কান সোসাইটি অব নিউইয়র্ক, ইয়েমেনি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক, ইয়ংকার্স ইসলামিক সেন্টার, এলহাম ফর আল, নিউইয়র্ক ইমাম কাউন্সিল, ইসলামিক স্কুলস অ্যাসোসিয়েশন, ক্যারিবিয়ান আমেরিকান মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন এবং স্মাইল অব লাইফের নামও উল্লেখ করা হয়।



পেনসিলভানিয়া হামের প্রাদুর্ভাবে মৃত্যু বেড়ে ৫

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে হামের প্রাদুর্ভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। চলতি বছর হামের সঙ্গে সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে পাঁচে দাড়িয়েছে। একই সময়ে রাজ্যটির ৩৯টি কাউন্টিতে নিশ্চিত হামের সংক্রমণ ৯৪৩ জনে পৌঁছেছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বরের পরই নতুন করে ৪০ জনের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত অন্তত ১৭৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, পেনসিলভানিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ বুধবার জানিয়েছে—সর্বশেষ মারা যাওয়া ব্যক্তি ল্যান্সাষ্টার কাউন্টির এক ব্যক্তি। তিনি হামের টিকা নেননি আগে।

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ১৯৯১ সালের পর সবচেয়ে ভয়াবহ হামের প্রাদুর্ভাবের মুখোমুখি। গত কয়েক বছরেও দেশটিতে হামের সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে হামকে নির্মূল রোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত সংক্রামক এই রোগ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবার ফিরে এসেছে।

অধ্যক্ষ সুশান্ত রঞ্জন দেবের পরলোকগমন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যামাইকান বাসিন্দা, চুয়েটের সাবেক অধ্যাপক ও কমিউনিটি নিউজ ২৪ ডটকমের সম্পাদক সুদীপ্ত দেবের বাবা অধ্যক্ষ সুশান্ত রঞ্জন দেব পরলোকগমন করেছেন। গত বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে নর্থ শোর ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

অধ্যক্ষ সুশান্ত রঞ্জন দেব অর্থনীতির একজন জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিবার, স্বজন, সাবেক শিক্ষার্থী ও পরিচিতজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।



মরক্কোর প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ফাতিমা মানসুরি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মরক্কোর প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফাতিমা জাহরা আল মানসুরিকে নিয়োগ দিয়েছেন দেশটির রাজা যষ্ঠ মোহাম্মদ। ২৩ সেপ্টেম্বরের সংসদীয় নির্বাচনে তার দল অথেন্সিসিটি অ্যান্ড মডার্নিটি পার্টি (প্যাম) সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়ার পর মঙ্গলবার তাকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৩৯৫ আসনের পার্লামেন্টে প্যাম ৯৭টি আসন পেয়েছে। তবে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ১৯৮ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দলটির নেই। ফলে নতুন সরকার গঠনে তাদের জোট করতে হবে।

৫০ বছর বয়সী এল মানসৌরি পেশায় আইনজীবী। তিনি মারাকেশের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং এর আগে জাতীয় ভূখণ্ড পরিকল্পনা, নগর পরিকল্পনা, আবাসন ও নগর নীতি বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি প্রথমবার মারাকেশের মেয়র নির্বাচিত হন এবং ২০২১ সালের নির্বাচনের পর আবারও ওই দায়িত্বে ফেরেন।

২০০৮ সালে প্যাম প্রতিষ্ঠার পর দলটির সঙ্গে যুক্ত হন এল মানসৌরি। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে দলটি কোটা একক মহাসচিবের পরিবর্তে যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। এল মানসৌরি ওই যৌথ নেতৃত্বের সমন্বয়ক।

নির্বাচনের পর সরকারপ্রধান

হিসেবে এল মানসৌরি ও দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান ফেজি লেকজার নাম আলোচনায় ছিল। শেষ পর্যন্ত রাজা যষ্ঠ মোহাম্মদ এল মানসৌরিকে বেছে নেন। মরক্কোর সংবিধান অনুযায়ী, পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়া দলের মধ্য থেকেই রাজা সরকারপ্রধান নিয়োগ করেন।

নিয়োগের পর এল মানসৌরি বলেন, দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন নারী সরকারপ্রধানের দায়িত্ব নেওয়া একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই দায়িত্বের পাশাপাশি সব মরক্কোর নারীর জন্যও গর্বের বিষয়।

রাজা যষ্ঠ মোহাম্মদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে একজন নারী সরকারপ্রধানের অংশগ্রহণ নিয়ে নির্বাচনের পর এক সংবাদ সম্মেলনে তাকে প্রশংসা করা হয়েছিল। সরাসরি উত্তর না দিয়ে এল মানসৌরি রাজাকে নারীদের সবচেয়ে বড় সমর্থক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজা প্রজ্ঞার আধার এবং সরকারপ্রধানের দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হলে তা হবে অত্যন্ত সম্মানের।

আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করা এল মানসৌরি রাবাতের মোহাম্মদ পঞ্চম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা ও করপোরেট আইনে উচ্চতর শিক্ষা নেন।



আমরা দিচ্ছি বিশ্বস্ত ও যত্নশীল সেবা

লাইসেন্সপ্রাপ্ত হোম কেয়ার এজেন্সি

NY HOME CARE SERVICE INC.

আমাদের সেবাসমূহ

PCA

OPWDD

HHA

যোগাযোগ করুন



718-874-0047

ই-মেইল: info@nyhcs.org

ওয়েবসাইট: www.nyhcs.org



ফয়সাল আজিজ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক



এম. আজিজ

প্রেসিডেন্ট
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক
ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ



প্রধান কার্যালয়: 37-18 73rd Street, Suite 402, Jackson Heights, NY 11372

মানসম্মত সেবা

বিশ্বস্ত সহযোগী

মানসিক শান্তি



নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন, নতুন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় নেতার মর্যাদা দেওয়া এখন সময়ের দাবি বলে মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলনের বক্তারা। তারা বলেন, মওলানা ভাসানীকে নিয়ে আরও গবেষণা ও অধ্যয়ন প্রয়োজন। একই সঙ্গে তার রাজনৈতিক দর্শন, মানবতাবাদী চিন্তা ও শোষণবিরোধী অবস্থান নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে।

রবিবার (২০ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তারা বলেন, ভাসানীকে নিয়ে নানা অপপ্রচার হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তিনি কোনো সম্প্রদায়বিশেষী নেতা ছিলেন না; বরং হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানসহ সর্বস্তরের মানুষের অধিকার আদায়ের নেতা ছিলেন।

সম্মেলনে ১০ দফা রেজুলেশন গ্রহণ করা হয়। এতে মওলানা ভাসানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে স্মরণ করার দাবি জানানো হয়।

এবারের সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান। গেস্ট অর্ব অর্নার ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ বিষয় উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া সাথী, ভাসানী চর্চা কেন্দ্র-কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও নির্মাতা সৌমিত্র দস্তিদার এবং ভাসানী

গবেষক জুনাইদ এহসান।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মূল পর্বের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার পর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক’র সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের এবং ভাসানীর উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন সাবেক ছাত্রনেতা মোস্তফা করিম ফরিদ। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন ষষ্ঠ মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক সম্মেলন-২০২৬ উদযাপন কমিটির পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ টিপু সুলতান, আহ্বায়ক গিয়াস আহমেদ, বিশিষ্ট রাজনীতিক নাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সম্মেলন উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব শাহাব উদ্দিন সাগর।

অনুষ্ঠানে ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, মওলানা ভাসানীকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা যাবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও জনগণের মুক্তির সংগ্রামের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে তাঁর উপস্থিতি ছিল। তিনি বলেন, মওলানা ভাসানী কেবল একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন কৃষক, শ্রমিক, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের নেতা। ক্ষমতা দখলের চেয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য।

ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, মওলানা ভাসানীকে স্মরণ করার অর্থ কেবল অতীতের একজন নেতাকে স্মরণ করা নয়। তাকে স্মরণ করার অর্থ দেশের কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের অধিকারের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসা। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক

জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা তুলে ধরে ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, আসাম থেকে পূর্ববাংলা এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও তিনি ক্ষমতাসীনদের অন্যায়, বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতিতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মময় জীবন আলোচনার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথাও তুলে ধরেন। বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার জনগণের সরকার বলেই তিনি সন্তোষে মাওলানার মাজার জিয়ারত করার পর টাঙ্গাইলে কৃষক কর্তৃক কর্মসূচীর ইন্দোধান করেন।

সম্মেলনে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, এটিএন বাংলা ইউএসএ’র পরিচালক ফখরুল আলম, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাদ্দিন, সংসদ সদস্য মমতাজ আলো এবং ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ হোসেন খান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজ আহমেদ, সমন্বয়কারী কাজী আজমসহ ভাসানী ভক্ত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী-আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন।

নতুন কমিটি গঠিত: সম্মেলনে সংগঠনের কার্যকরী কমিটির মেয়াদ চলতি বছরে শেষ হওয়ায় নতুন কমিটি ঘোষণা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের। এ কমিটি ২০২৭-২০৩০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে। কমিটি ঘোষণার সময় সম্মেলনোত্তর কার্যকরী কমিটির বৈঠকে উপদেষ্টা মন্ডলী গঠন করা হবে বলেও জানানো হয়। এতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম সভাপতি ও সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

সেন্টার ফর এনআরবির ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ সম্মেলন

অভিজিৎ দে

বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে বেসরকারি খাত ও তরুণ প্রজন্মকে যুক্ত করার উপর গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য শুধু সরকারি উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততার ওপর জোর দিয়েছেন বক্তারা।

নিউইয়র্ক স্থানীয় সময় রবিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে লাগোয়ার্ডিয়াহ ডাবলট্রি হিলটন হোটেলে আয়োজিত ‘সিভিল সোসাইটি এনগেজমেন্ট ফর ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় বক্তারা এ মত প্রকাশ করেন। ৮১তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (ইউএনজিএ) অধিবেশনের সাইডলাইন সম্মেলন হিসেবে এর আয়োজন করে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘সেন্টার ফর এনআরবি’।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আহসান এইচ মনসুরসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, প্রবাসী ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

মুখ্য আলোচনায় অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলেন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবাসী বিশেষ করে তরুণদের যুক্ত করা আজ খুবই জরুরি। তরুণরা তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা দিয়ে দেশকে পরিবর্তন করে দিতে পারে।

অতিথি বক্তা হিসেবে অনুষ্ঠানে লন্ডনের ওয়ার্ল্ড কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র হেনা চৌধুরী লন্ডন সহ বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের বেশী করে দেশের কাজে যুক্ত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে সেন্টার ফর এনআরবির চেয়ারপারসন এম এস সেকিল চৌধুরী বলেন, “প্রতি বছর জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের সময়

সারা বিশ্বের মানুষের চোখ থাকে নিউইয়র্কে। এ সময়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হলে তা সহজেই বিশ্ববাসীর নজরে আসে। সেন্টার ফর এনআরবি একটি বেসরকারি অলাভজনক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে এই বিশ্বমঞ্চে ‘ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ’ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।” তিনি আরও বলেন, “শুধু সরকারি কাজ দিয়ে একটি দেশকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরা সম্ভব নয়; বেসরকারি খাত ও ব্যক্তি উদ্যোগকে এগিয়ে আসতে হবে। এনআরবি সেন্টার কেবল জাতিসংঘেই নয়, প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে এমন

এনআরবিদের পক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে কথা বলতে পারার কারণেই আজ তারা নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে যুক্ত হচ্ছেন।” সম্মেলনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে নিজেদের অবস্থান থেকে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

তারা বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা শুধু অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি রেমিট্যান্সই পাঠাচ্ছেন না, বরং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে মেধার স্বাক্ষর রেখে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন। নাগরিক সমাজের সক্রিয় ভূমিকা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বিশ্বমঞ্চে একটি ইতিবাচক ও স্বনির্ভর বাংলাদেশের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, নার আমেরিকার গ্লোবাল চেয়ারম্যান ইয়োশি ইকোতা, পরিবেশবিদ ইনা ইসলাম, অর্থনীতিবিদ ডব্লিউ শওকত আলী, সংবাদপত্র সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পল খান, ইমাম শেখ জুনায়েদ, এডভোকেট নাসির চৌধুরী , ডাঃ জুমন চৌধুরী, মুনার আরমান চৌধুরী, কণ্ঠশিল্পী শুভ দেব, লিগ অব আমেরিকার শাহিদা শিকদার হাই, রওশন হক, রিয়েলিটর নাদির খান, কমিউনিটি নেতা আব্দুর রহিম, অপটিমিস্ট এর চেয়ারম্যান শামিম আহমদ, সৈয়দা ফাওজিয়া মুন্নী, জেএমসির নির্বাহী সদস্য জুলকার হায়দার, সৈয়দ আতিক, আব্দুস সহিদ, ও নিউইয়র্ক ইলেকশন বোর্ডের কর্মকর্তা মাসুদ মাসুম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, অর্থনীতিবিদ, পরিবেশবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং প্রবাসী নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আহসান এইচ মনসুরসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, প্রবাসী ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

আয়োজনের মাধ্যমে বিদেশি অংশীজন ও প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে।” নতুন প্রজন্মের ভূমিকার কথা তুলে ধরে সেকিল চৌধুরী বলেন, “সরকারকে আমরা সবসময় বলি, নতুন প্রজন্মকে ব্র্যান্ডিং প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে যুক্ত করতে হবে। কারণ তাদের হাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও অফুরন্ত কর্মশক্তি রয়েছে। সরকার যেন দেশে ও প্রবাসে থাকা এই তরুণ প্রজন্মের সাথে যোগাযোগ আরও বাড়ায়। আনন্দের বিষয় হলো, বর্তমানে রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় প্রবাসীদের অংশগ্রহণ আগের চেয়ে বাড়ছে।



এআই নিয়ে সহযোগিতা পারমাণবিক আলোচনার চেয়েও কঠিন: গেটস

নিজস্ব প্রতিবেদক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক সহযোগিতা স্থাপন করা মায়ুযুদ্ধকালীন পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আলোচনার চেয়েও কঠিন হবে বলে সতর্ক করেছেন মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার এনবিসি নিউজের অনুষ্ঠান ‘মিট দ্য প্রেস’-এ তিনি বলেন, “এটা তার চেয়েও কঠিন।”

মায়ুযুদ্ধের সময় ওয়াশিংটন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে সহযোগিতা পারমাণবিক অস্ত্র সীমিত রাখার চুক্তির জন্ম দিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন কি একইভাবে সহযোগিতা করতে পারবে—এমন প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন গেটস। তিনি বলেন, উড়োজাহাজ নিরাপত্তা থেকে শুরু করে পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ পর্যন্ত নানা চ্যালেঞ্জে দেশগুলো একসঙ্গে কাজ করার পথ খুঁজে নিয়েছে, আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত তাদের সেই একই পথে হাঁটতে হবে।

“মানবজাতি সবাই একসঙ্গে এই সংকটের মধ্যে আছি,” বলেন গেটস। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতিকে ‘নাটকীয়ভাবে স্লথ’ না করে সরকার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে সুরক্ষাব্যবস্থা ও পর্যবেক্ষণ প্রশ্নে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। কংগ্রেসের উচিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক



বিল গেটস

আইন পাস করা বলেও মন্তব্য করেন গেটস। তাঁর যুক্তি, প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর স্ব-নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয়।

উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে বারবার সতর্কবার্তা দিয়ে আসা গেটস বলেন, ক্ষতিসাধনে ইচ্ছুক মানুষের হাতে পড়লে এই প্রযুক্তি অসাধারণ রকমের ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। “একশ কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটতে সক্ষম ঘটনা প্রবাহিত নিশ্চিতভাবেই আছে,” বলেন গেটস। “সর্বাধুনিক এআই সরঞ্জাম ব্যবহারকারী দূরভিসঙ্গমিলক মানুষের সমন্বয়ের চেয়ে শক্তিশালী কোনো অস্ত্র কখনো তৈরি হয়নি।” কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ঝুঁকি নিয়ে প্রযুক্তি খাতের অভ্যন্তরীণ আলোচনাকে স্বাগত জানালেও, এই প্রযুক্তিকে শুধু কোম্পানি বা দেশগুলোর মধ্যকার প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন তিনি।

ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহার করছে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরাকে থাকা সবশেষ ঘাঁটি থেকে বৃধবারের মধ্যে সেনা প্রত্যাহার করবে যুক্তরাষ্ট্র। ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে বাগদাদের ওপর তেহরানের প্রভাব আরও বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

দেশটিতে ঘাঁটি স্থাপনের পর দুই দশকে অন্তত সাড়ে ৪ হাজার মার্কিন সেনা প্রাণ হারিয়েছেন। জো বাইডেন প্রশাসনের সময় ২০২৪ সালে সেনা প্রত্যাহারের সমঝোতা হয়েছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন সেটি বাস্তবায়ন করেছে। ইরাকে থাকা ইরানের মিত্ররা পদক্ষেপটিকে নিজেদের বিজয় হিসেবে দেখছে।

ইরাকের নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মার্কিন ঘাঁটি না থাকায় ইরান ও তাদের শক্তিশালী মিত্ররা ইরাকে আরও প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। একই সঙ্গে ইসলামিক স্টেটের সক্রিয় হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

ইরান ঘনিষ্ঠ শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন ইরাকি নিরাপত্তা বিশ্লেষক জসিম আল-বাহাদরি। তিনি বলেন, মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ফলে ইরান কৌশলগতভাবে লাভবান হবে। এতদিন এই সামরিক উপস্থিতির কারণে বাগদাদের ওপর তেহরানের প্রভাবে এক ধরনের ভারসাম্য ছিল।

নিউজার্সির মাটিতে সিলেটের চালকুমড়া

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের সীমানা পেরিয়ে দূর পরবাসে গেলেও স্বদেশকে পুরোপুরি পেছনে ফেলে আসা যায় না। সঙ্গে চলে আসে ভাষা, সংস্কৃতি, খাবারের স্বাদ, শৈশবের স্মৃতি—আর মাটির প্রতি এক অদ্ভুত টান।

নিউজার্সির প্যাটার্সনে বসবাস করেন গোলাম মোহাম্মদ টেপন। সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান তিনি। জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় ছিলেন। গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের আগে ও পরে তিনি ফেঞ্চুগঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং ফেঞ্চুগঞ্জ অন্ধ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

এখন অবসরজীবন কাটাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু অবসর মানেই অলস সময় নয়। দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার নিজের মতো একটি পথ খুঁজে নিয়েছেন তিনি। বাড়ির পেছনের ছোট্ট আঙিনায় সবজি চাষ করেন। প্রবাসের মাটিতে নিজের হাতে দেশের সবজি ফলিয়ে যেন সিলেটের সেই চেনা মাটির কাছেই ফিরে যান।

এবার তার সেই আঙিনাতেই ফলেছে বিশাল আকৃতির এক চালকুমড়া। আকারে এতটাই বড় যে, বাড়ির আঙিনায় সেটি এখন রীতিমতো দর্শনীয় বস্তু। চালকুমড়া আমাদের গ্রামীণ জীবন ও খাদ্যসংস্কৃতির পরিচিত একটি সবজি। পল্লিজীবনের উঠান, রান্নাঘর কিংবা ক্ষেতের মাচায় যার উপস্থিতি বহুদিনের। সেই পরিচিত চালকুমড়াই এবার জন্ম নিয়েছে হাজার মাইল দূরের নিউজার্সির মাটিতে—গোলাম মোহাম্মদ টেপনের নিজের আঙিনায়।

টেপন জানিয়েছেন, তাঁর আঙিনায় ফলানো



চালকুমড়াটির ওজন প্রায় ৫০ পাউন্ড হতে পারে বলে তিনি মনে করছেন। প্রবাসে বসে দেশের সবজি ফলানো হয়তো খুব বড় কোনো ঘটনা। কিন্তু যারা দেশ ছেড়ে দূরদেশে বসবাস করেন, তাদের কাছে এর মধ্যে অন্যরকম এক আবেগ কাজ করে। একসময় যে মাটিতে দাঁড়িয়ে শাকসবজি, ধান, ফলমূল কিংবা গাছপালার সঙ্গে বড় হয়েছেন, সেই স্মৃতিই যেন ফিরে আসে নিজের হাতে ফলানো একটি সবজির মধ্যে।

গোলাম মোহাম্মদ টেপনের নিউজার্সির আঙিনার এই বিশাল চালকুমড়াটি যেন প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের মাঝেও স্বদেশকে একটি ছুঁয়ে থাকার গল্প—সিলেটের মাটির স্মৃতি নিউজার্সির মাটিতে বাঁচিয়ে রাখার এক সুন্দর প্রয়াস।



The poster features a night-time photograph of the Khalil Biryani House restaurant, with its illuminated sign and warm interior lights visible through the windows. Red and gold streamers and confetti are scattered around the text. The central text 'GRAND OPENING' is in large, bold, gold letters with a red outline. Below it, 'You are Invited!' is written in a cursive font, followed by 'HOPE TO SEE YOU INSHALLAH' in a simple sans-serif font. A white banner at the bottom contains event details: date, time, and location, each accompanied by a small icon. At the very bottom, four circular icons represent the menu items: Signature Biryani, Traditional Desi Dishes, Fresh Sides & Salads, and Kati Rolls & More. The background of the bottom section shows a close-up of a large bowl of biryani, a plate of grilled chicken, and a bowl of raita, garnished with fresh herbs and vegetables.

Khalil Biryani House

GRAND OPENING

You are Invited!

HOPE TO SEE YOU INSHALLAH

 **FRIDAY**
OCTOBER 2ND,
2026

 **2:00 PM**

 **KHALIL BIRYANI HOUSE**
OZONE PARK
2768 Pitkin Ave,
Brooklyn, NY 11208

 **SIGNATURE BIRYANI**

 **TRADITIONAL DESI DISHES**

 **FRESH SIDES & SALADS**

 **KATI ROLLS & MORE**

‘বেষ্ট অব দ্য ওয়েস্ট ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন তাহমিদ

জুয়েল সাদত

সংগঠন, কমিউনিটি সম্পৃক্ততা, তরুণ নেতৃত্ব ও জনসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ডেমোক্রেটিক পার্টির ‘বেষ্ট অব দ্য ওয়েস্ট ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছেন তরুণ সংগঠক তাহমিদ চৌধুরী।

মিশিগান ডেমোক্রেটিক পার্টির ঐতিহ্যবাহী ‘বেষ্ট অব দ্য ওয়েস্ট’ অনুষ্ঠানের এক জমকালো মধ্যে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তাহমিদের হাতে সম্মাননাটি তুলে দেন মিশিগানের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও ডেমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারি অব স্টেট মনোনীত প্রার্থী গারলিন গিলক্রিস্ট এবং ওয়াশটোনো কাউন্টির প্রেসিকিউটর ও অ্যাটর্নি জেনারেল মনোনীত প্রার্থী এলি সাভিত।

পুরস্কার বিতরণকালে মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইলিনয়ের গভর্নর জে বি প্রিটজকার, মিশিগান ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ার কার্টিস হাটেল, মার্কিন কংগ্রেসউম্যান হিলারি স্কলটন এবং মিশিগান সিনেটর মেজরিটি লিডার ও ডেমোক্রেটিক পার্টির লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোনীত প্রার্থী উইনি ব্রিংকস।

তাহমিদ চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে ম্যাকম কান্ট্রি ও মিশিগানের ১০ম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টজুড়ে বিভিন্ন নাগরিক ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। তার প্রধান লক্ষ্য



কমিউনিটি সংযোগ বাড়ানো, নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তরুণদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসেবায় যুক্ত করা।

সম্মাননা প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় তাহমিদ চৌধুরী বলেন, “মিশিগান ডেমোক্রেটিক পার্টির এই সম্মাননা পেয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত। এই অর্জন শুধু আমার একার নয়; যেসব শিক্ষক, মেন্টর, সংগঠক, স্বেচ্ছাসেবক ও শুভানুধ্যায়ী আমাকে পথ দেখিয়েছেন, সাফল্যটি তাদের সবার। তরুণ প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে জনসেবার কাজ আরও বহুদূর এগিয়ে নেওয়াই আমার মূল লক্ষ্য।”

অনুষ্ঠানে তাহমিদকে উৎসাহ দিতে মিশিগানের বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের (বাম) সভাপতি জাবেদ চৌধুরী এবং উপদেষ্টা সুমন কবির।

সম্মাননা প্রদানের জন্য মিশিগান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও ১০ম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতি ধন্যবাদ জানান তাহমিদ। একই সঙ্গে ওই অনুষ্ঠানে সম্মাননাপ্রাপ্ত অন্য তরুণদেরও শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তিনি।

নেতানিয়াহুর আবুধাবি সফর নিশ্চিত করল আমিরাত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) নিশ্চিত করেছে যে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দেশটি সফর করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। গতকাল সোমবার রাতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

এর এক দিন আগে জানা যায়, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী গোপনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবি সফর করেন। একই সময়ে এমন কিছু প্রতিবেদন নিয়ে বিতর্ক চলছে, যেখানে বলা হয়েছে, ‘এমবিজেড’ নামে পরিচিত শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলার ঠিক আগে নেতানিয়াহুকে সতর্ক করেছিলেন যে, হামাস বড় ধরনের একটি অভিযান চালাতে পারে। সরকারি আমিরাতি সংবাদ সংস্থা ওয়াম সোমবার জানায়, ‘বৈঠকে দুই পক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরায়েলের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক আরও শক্তিশালী ও উন্নত করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছে।’ এর আগে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমও বৈঠকের খবর প্রকাশ করেছিল।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামলায় দক্ষিণ ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের হামলায় অন্তত ১ হাজার ১৯৫ জন নিহত হন এবং প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যাওয়া হয়। ইসরায়েলি সংবাদপত্র হারেৎজ ৯ সেপ্টেম্বর জানায়, হামলার প্রায় ১০ দিন আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। ওই ফোনলাপে তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, তৎকালীন হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার একটি “বড় ধরনের চমক” দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে ছমকি দিয়েছিলেন। হারেৎজের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিন জায়েদ এর আগেই ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেতকেও সতর্ক করেছিলেন।



জাতীয় শ্রমিকলীগের উদ্যোগে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে প্রতিবাদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং আইএলও কনভেনশনের নিতীমালা অনুযায়ী জাতীয় শ্রমিকলীগের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে জাতীয় শ্রমিকলীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। (বৃহস্পতিবার) ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে জাতিসংঘ ভবনের সামনে এ প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির কার্য নির্বাহী সদস্য নাজমুল আলম রোমন।

যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিকলীগের সভাপতি কাজী আজিজুল হক খোকনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমদের সভাপত্যে বক্তারা বলেন, বিগত ২৪ সালের ৫ আগস্টের পর অসাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশে আওয়ামীলীগ এবং অঙ্গ, সহযোগী সকল সংগঠনকে নির্বাহী আদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পাশাপাশি শ্রম আইন লঙ্ঘন করে আইএলও এবং আইটিইউসি অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিকলীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ

ঘোষণা করে। আমরা এসব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার চাই।

বক্তারা আরও বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার হলো আইএলও কর্তৃক স্বীকৃত শ্রমিকদের অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার। বিশ্বজুড়ে কর্মক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের সুযোগ দিতে আইএলও এই অধিকারগুলোকে আইনি সুরক্ষা প্রদান করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষায় আইএলওর মোট ১১টি মৌলিক কনভেনশনের মধ্যে কনভেনশন ৮৭ অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার অধিকার নিশ্চিত করেছে। কনভেনশন ৯৮ অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন করার কারণে শ্রমিকদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার আইএলও কনভেনশন লঙ্ঘন করে নির্বাহী আদেশে জাতীয় শ্রমিকলীগ নিষিদ্ধ করেছে, যে নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ রেখেছে। যা সম্পূর্ণ বেআইনী।

বক্তার বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এবং জাতীয় শ্রমিকলীগের ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ঢাকার প্রধান কার্যালয় জালিয়ে ধংস করা হয়েছে এবং জাতীয় শ্রমিকলীগের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যালয় বন্ধ করে রাখা হয়েছে। হাজার হাজার শ্রমিকলীগের নেতাকর্মীদের চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে সীমান্তের পথে ৬০০ অভিবাসীর কাফেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

হুন্ড্রাস থেকে যাত্রা শুরু করা ছয় শতাধিক অভিবাসীর একটি কাফেলা মেক্সিকো পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছে। ‘ফে ই এসপেরানসা’ অর্থাৎ ‘বিশ্বাস ও আশা’ নামের এই কাফেলার গতিবিধি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্রের বর্ডার প্যাট্রল ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস)।

গত ২০ সেপ্টেম্বর হুন্ড্রাসের সান পেরদ্রো সুল্লা শহর থেকে ২০০ থেকে ৪০০ অভিবাসী যাত্রা শুরু করেন। পথে আরও অনেকে যোগ দেওয়ায় কাফেলার সদস্যসংখ্যা এখন ৬০০ ছাড়িয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর তারা মেক্সিকোতে প্রবেশ করে এবং সন্তাহাস্তে চিয়াপাস রাজ্যের তাপাচুলা শহর ছেড়ে ওয়াখাকার দিকে রওনা হয়। কাফেলায় হুন্ড্রাস ছাড়াও এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, ইকুয়েডর ও হাইতির নাগরিক রয়েছেন।

কাফেলার উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়েছে ট্রান্স প্রশাসন। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র বলেছেন, “তোমাদের আমাদের দেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না।” অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টা করলে আটক, মামলা ও বহিষ্কারের মুখোমুখি হতে হবে বলে সতর্ক



করেছে ডিএইচএস।

দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফিরেই দক্ষিণ সীমান্তে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডিএইচএসের তথ্য অনুযায়ী, গত আগস্টে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে মাত্র ৮ হাজার ৮৭০ জনকে আটক করা হয়েছে, যা বাইডেন প্রশাসনের সময়কার মাসিক গড়ের চেয়ে ৯৪ শতাংশ কম। টানা ১৬ মাস ধরে কোনো অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ছেড়ে দেওয়া হয়নি বলেও দাবি করেছে সংস্থাটি।

অভিবাসীদের বেশির ভাগই বলছেন, অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে

বাঁচতেই তারা এই ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রায় নেমেছেন। মানব পাচারকারীদের খপ্পরে না পড়ে নিরাপদে পথ চলতেই অনেকে দল বেঁধেছেন বলে জানিয়েছেন।

নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগেই কাফেলাটি সীমান্তে পৌঁছাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর এই সময়সূচিই ঘটনাটিকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। তবে অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, এ ধরনের কাফেলার সবাই সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না — পথে অনেকেই মেক্সিকোতে থেকে যান অথবা কর্তৃপক্ষের হাতে আটক হন।



হজ্জ নিবন্ধন শুরু হয়েছে

আবেদন করতে পারবেন

আমেরিকার  **পাসপোর্টধারী**

বাংলাদেশের  **পাসপোর্টধারী**

+1 (718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com

www.zamzamtravelus.com
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372



EXIT
Exit Realty Continental

Buying, Selling, Renting & Investing?

আপনার বাসা বাড়ি ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া অথবা ইনভেস্টমেন্ট নিশ্চিত করতে

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Zakir H. Chowdhury
President
Exit Realty Continental

Cell: 917-400-3880
Office: 718-676-6868
Fax: 718-676-6869

Email: zchowdhury646@gmail.com

Address: 1134 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208



অঙ্গন পার্টি হল

ANGAN PARTY HALL

89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432



বিয়ে

বিবাহ বার্ষিকী

আকিকা

বেবি শাওয়ার

জন্মদিন

সভা-সেমিনার

গ্র্যাজুয়েশন পার্টি

জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো

এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যেকোন অনুষ্ঠানের
বুকিং নেওয়া হয়



929-512-6426



ইমেইল:
anganhallny@gmail.com



প্রবাসে সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য মাইনুল ইসলামকে টাইম টেলিভিশনের বিশেষ সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রবাসে সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় সাংবাদিক মাইনুল ইসলামকে বিশেষ সম্মাননা দিয়েছে টাইম টেলিভিশন। টাইম টেলিভিশনের ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে তার হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান হাকিম জেফরিসসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে টাইম টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আবু তাহের সাংবাদিক মাইনুল ইসলামের হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

মাইনুল ইসলাম ২০০৯ সালে একুশে টেলিভিশনে রিপোর্টার হিসেবে সাংবাদিকতা জীবন শুরু করেন। ২০১৫ সালে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে পদোন্নতি পান। ২০১৬ সালে জিটিভিতে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যোগ দেন এবং ২০২৩ সালে অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি চ্যানেল আইয়ের স্পেশাল কorespondent ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর। পাশাপাশি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত দ্য বাংলা আওয়ারের প্রকাশক ও সম্পাদক

এবং বিএইচটিভির সিইও ও হেড অব নিউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের সাংবাদিক অঙ্গনের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন তিনি। তিনি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে), ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ), ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি) এবং টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশে (টিএমজিবি)। টিএমজিবি প্রযুক্তি সাংবাদিকদের পেশাগত উন্নয়ন ও প্রযুক্তিভিত্তিক সাংবাদিকতার বিকাশে কাজ করে।

জি-টিভির অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তিনি রিপোর্টিং টিমের কাজ মনিটরিং ও মূল্যায়নের পাশাপাশি ইন্টার্ন রিপোর্টারদের কাজ পর্যবেক্ষণ করে চূড়ান্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে মতামত ও সুপারিশ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন।

২০১৪ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তিনি বিআইজেএএময়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং নিজস্ব কারিকুলাম ব্যবহার করে সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তার প্রশিক্ষণ নেওয়া অনেক শিক্ষার্থী বর্তমানে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

জলবায়ু ক্ষতিপূরণ ও জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধের দাবি নিউইয়র্কে বাংলাদেশি-নেপালি প্রবাসীসহ সম্মুখসারির জনগোষ্ঠীর সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনকে ঘিরে জলবায়ু ক্ষতিপূরণ, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য ন্যায্য অর্থায়নের দাবিতে সমাবেশ করেছেন বাংলাদেশি ও নেপালি প্রবাসীসহ বিভিন্ন সম্মুখসারির জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে ফ্রন্টলাইন অ্যাক্টিভিস্ট, জলবায়ু প্রচারক এবং নিউইয়র্কের বাংলাদেশি ও নেপালি প্রবাসী সদস্যরা অংশ নেন। জাতিসংঘের সদর দফতরে বিশ্বনেতা ও কূটনীতিকরা জলবায়ু অ্যাকশন ও জাস্ট ট্রানজিশন নিয়ে মহাসচিবের উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় সমাবেশ থেকে জলবায়ু সংকটের ক্ষয়ক্ষতির জন্য অবিলম্বে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ এবং ক্ষতিকর বিনিয়োগ থেকে সরে আসার দাবি জানানো হয়।

নেপালের ন্যাশনাল ইনডিজিনাস উইমেন ফোরামের (এনআইডব্লিউএফ) প্রোগ্রাম অফিসার এবং এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক অফ এনভায়রনমেন্টাল ডিফেন্ডারের সদস্য অনিশা বুদা বলেন, বন্যা আমাদের

বাড়িঘর ও জমি ভাসিয়ে দিয়েছে কিন্তু তামাং আদিবাসী হিসেবে এটা আমাদের পরিচয় নয়! বিশ্বজুড়ে আদিবাসীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের ভূমি, জল এবং জীবনযাত্রা রক্ষা করে আসছে। জলবায়ু সংকট গভীর হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বকে অবশ্যই তাদের কথা শুনতে হবে যারা দীর্ঘদিন ধরে বুঝতে পেরেছেন যে আমরা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নই, আমরা এর অংশ। মাতৃভূমিকে রক্ষা করুন!

সমাবেশে মার্কিন উপসাগরীয় উপকূল, পারমিয়ান বেসিন, ফিলিপাইন, কেনিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কলম্বিয়া ও নেপালের মতো জলবায়ু পরিবর্তন ও চরম আবহাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোর প্রতিনিধিরা অংশ নেন। তারা জীবাশ্ম জ্বালানির অব্যাহত সম্প্রসারণ এবং এর ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধে আন্তর্জাতিক নিক্রিয়তার মানবিক ক্ষতির কথা তুলে ধরেন।

লুইজিয়ানার ‘দ্য ভেসেল প্রজেক্ট’র প্রতিষ্ঠাতা ড. রোশেট্টা সিবিলা ওজানে বলেন, সামনের সারির জনগোষ্ঠীর ক্রমাগত আত্মত্যাগের ওপর ভিত্তি করে একটি সত্যিকারের ন্যায়সঙ্গত রূপান্তর গড়ে তোলা যায় না। জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পকে এর মূল্য দিতেই হবে। এর ফলে যে ক্ষতি হয়েছে, এবং বিশ্ব নেতাদের অবশ্যই জীবাশ্ম জ্বালানির দ্রুত, ন্যায্য

এবং সম্পূর্ণ অর্থায়িত পর্যায়ক্রমিক বিলোপের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে, যা সেইসব মানুষদের কেন্দ্র করে হবে যারা এই সংকটকে বহু দিন ধরে বয়ে বেড়াচ্ছে।

মেক্সিকান এলএনজি প্রচারক এবং ‘মেক রিচ পলিউটার্স পে’ বৈশ্বিক নাগরিক সমাজ প্রচারণার হোসে রেইয়েরোস বলেন, একজন বিলিয়নার এক বছরে বিশ্বের সর্বনিম্ন ৯০ শতাংশ মানুষের চেয়ে ১০ লক্ষ গুণ বেশি কার্বন নিঃসরণ করে। আমাদের জীববৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষতি এবং দূর্ভোগ থেকে যারা মুনাফা করছে, তাদের কাছে আমাদের জবাবদিহিতা দাবি করতে হবে।

জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা যখন উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যাচ্ছিলেন, তখন সমাবেশের বক্তারা নিজেদের জলবায়ু অভিজ্ঞতা ও দাবিগুলো তুলে ধরেন। পাকিস্তানি সংগঠন ডেসিস রাইজিং আপ অ্যান্ড মুভিংয়ের (ড্রাম) সংগঠক মহিবা আহমেদ বলেন, নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী দক্ষিণ এশীয় এবং ইন্দো-কার্যবীর জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সংকট কোনো দূরবর্তী হুমকি নয়—এটি একটি জীবন্ত বাস্তবতা, যা আমাদের মানুষেরা সমুদ্র পেরিয়ে বয়ে বেড়ায়। আমরা আমাদের নিজ দেশে এবং এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্মুখ সারিতে রয়েছি।



আব্দুর রহিম

মেয়ের গাড়ি চালনা শেখার সময় ধাক্কায় বাবার মৃত্যু

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে মেয়েকে গাড়ি চালানো শেখানোর সময় গাড়ির ধাক্কায় মো. আব্দুর রহিম (৬২) নামের এক বাংলাদেশি প্রবাসীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রোববার বিকেলে মিশিগানের ওয়ারেন শহরের ওয়ার্লার অ্যাভিনিউয়ের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ওয়ারেন পুলিশ বিভাগ জানায়, ১৮ বছর বয়সী মেয়েকে গাড়ি চালানার অনুশীলনে সহায়তা করছিলেন আব্দুর রহিম। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেয়েটি তাকে সজোরে ধাক্কা দেয় এবং গাড়িটি তাকে কিছুদূর টেনে নিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ আরও জানায়, দুর্ঘটনার পর মেয়েটি ঘটনাস্থলেই অবস্থান করছিল এবং সে পুলিশকে সহযোগিতা করছে। ওয়ারেন পুলিশের ট্রাফিক ইউনিট ঘটনাটি তদন্ত করছে।

নিহত আব্দুর রহিমের পৈতৃক বাড়ি ঢাকার ধানমন্ডিতে। প্রায় সাত বছর আগে বড় মেয়ের সূত্রে তিনি পরিবার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন এবং ওয়ারেন শহরের ওয়ার্লার স্ট্রিটে বসবাস শুরু করেন। তিনি দুই কন্যা ও এক ছেলের জনক। তার ছেলে বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। এ ঘটনায় মিশিগানের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।



জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সরবরণের ইমিগ্রেশন সমস্যা

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসআইলম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে স্ট্রেকতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যাজাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্সুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

CALL NOW

(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR, MBA, LL.M.
ATTORNEY AT LAW

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#KhairulBasharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

বিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

প্রাইভেট অকশনের বাড়ি

পাবলিক অকশনের বাড়ি

ব্যক্তিগত মালিকানা বাড়ি

শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT



FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা



CALL US NOW:

718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP



CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 78-06 101 Ave, Suite C
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416



ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীর ছেলের রহস্যজনক মৃত্যু নিউইয়র্কে সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ব্যবসায়ী আবদুল মালেকের ছেলে শিহাব উদ্দিন মালেক সাগরের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সন্দীপ কমিউনিটি ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে বক্তারা মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করে তদন্তের ফল জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানান।

মানববন্ধনে সাগরের চাচা ও যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী আনোয়ার হোসেন সিপিএ অভিযোগ করে বলেন, এটি সাধারণ আত্মহত্যা নয়, বরং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হতে পারে যাকে পরবর্তীতে আত্মহত্যা হিসেবে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি ঘটনার সময় ঘরে উপস্থিত ব্যক্তিগণ এবং সাগরের শেষ মুহূর্তের যোগাযোগসূত্রগুলো খতিয়ে দেখার জোর দাবি জানান।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সন্দীপ সোসাইটি ইউএসএর ট্রাস্টি বোর্ডের সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ, সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, মেরিন ক্যাপ্টেন সৈয়দ আই হোসেন, ড. হোসেনেরা মালেক এবং নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়স ক্লাবের সেক্রেটারি লায়ন মাসুদ রানা তপন।

বক্তারা ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন, ডিজিটাল আলামত ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক তথ্য বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষ তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান এবং ন্যায়বিচার না

মানববন্ধনে বক্তারা ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন, ডিজিটাল আলামত ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক তথ্য বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষ তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান

পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, নিহত শিহাব উদ্দিন মালেক সাগর (৩৬) যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কনস্ট্রাকশন ব্যবসায়ী ও ক্রকলিনের বাসিন্দা আব্দুল মালেকের ছেলে। তার পৈত্রিক বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দীপে। পরিবারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সাগর ২০১৮ সালে চট্টগ্রামে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে ঢাকায় চলে আসেন এবং গাড়ির ব্যবসা শুরু করেন। এরই মধ্যে তার সাথে মাহজাবিন ইসলাম রিয়া নামের এক মেয়ের পরিচয় ও পরবর্তীতে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। রিয়া সাগরের অর্থ আত্মসাতের লক্ষে তাকে হানি ট্র্যাপে ফেলে তার সাথে পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হয়। যথারীতি সাগর তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে রিয়া বিয়ে করতে গড়িমসি ও একপাশায়ে অমত পোষণ করে। এতে করে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

পরিবারের ভাষ্য, গত ১৯ আগস্ট সকাল ১০টা ৫ মিনিটের ফ্লাইটে সাগর ঢাকায় আসেন। ২১ আগস্ট দুপুর ৫টা ১৫ মিনিটে ফেরার জন্য তিনি টিকিট

করেছিলেন বলেও পরিবারের কাছে তথ্য রয়েছে। এরই মধ্যে ২০ আগস্ট ভাটারা থানা এলাকায় একটি এপার্টমেন্টে বুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।

আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সনিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432



৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226



ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি

Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert

সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

বাংলাদেশি
মহিলা ডাক্তার



ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি

Board Certified Geriatrics & Internal Medicine

(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)

সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা



ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:

- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেল্প প্রাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements

PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকোজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হৃজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।



Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম

খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)



কাজী অফিস
নিউইয়র্ক



MAULANA NAZRUL ISLAM

Khatib Masjid AR-Raiyyan

I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937

196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

বালিকবায়ান বক্স এজেন্ট নিয়োগ

পিনয় প্রাইড ওয়ার্ল্ডওয়াইডে বালিকবায়ান বক্স এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে।

পদের নাম: বালিকবায়ান বক্স এজেন্ট

চাকরির ধরন: নমনীয় সময়

পারিশ্রমিক: আকর্ষণীয় কমিশন

অভিজ্ঞতা: অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার, তবে বাধ্যতামূলক নয়

প্রয়োজনীয়তা: নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সুযোগ: নমনীয় সময়ে কাজ করার পাশাপাশি কমিশনের মাধ্যমে আয় করার সুযোগ রয়েছে।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহীরা ফোন, ই-মেইল অথবা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

ই-মেইল: pinoyprideny1129@gmail.com,

ফোন: ৯১৭-৮৫৫-৬৭৫৭, ৭১৮-৭৯১-২৪৮৯, ২৫৩-২৮২-৯৬২৮, ওয়েবসাইট: pinoyprideworldwidellc.com

নিউইয়র্কের হপগেতে পাট-টাইম রিসেপশনিস্ট নিয়োগ

নিউইয়র্কের হপগে এলাকায় একটি ব্যস্ত কাইরোপ্র্যাকটিক অফিসে পাট-টাইম ফ্রন্ট ডেস্ক রিসেপশনিস্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রার্থীকে দায়িত্বশীল, পেশাদার, বন্ধুত্বপূর্ণ ও সংগঠিত হতে হবে।

পদের নাম: ফ্রন্ট ডেস্ক রিসেপশনিস্ট, কর্মস্থল: হপগে, নিউইয়র্ক, চাকরির ধরন: পাট-টাইম, বেতন: ঘণ্টায় ২০ থেকে ২৩ ডলার

কাজের সময়: সোমবার: দুপুর ২টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট।বুধবার: দুপুর ২টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট। শুক্রবার: দুপুর ২টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিট, ভবিষ্যতে সপ্তাহান্ত বা সরকারি ছুটির দিনে কাজের প্রয়োজন হতে পারে।

যোগ্যতা: প্রার্থীকে নির্ভরযোগ্য, পেশাদার ও বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে এবং ব্যস্ত পরিবেশে কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে। কাইরোপ্র্যাকটিক বা মেডিকেল অফিসে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তবে অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক নয়। ভবিষ্যতে কাজের পরিধি ও সুযোগ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বেদন যেভাবে: আগ্রহীদের জীবনবৃত্তান্ত টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

টেক্সট: +১ (৬৩১) ৫৬০-০৫৬৭

নিউইয়র্কের ব্যাবিলনে মার্কেটিং ও কনটেন্ট কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ

নিউইয়র্কের ব্যাবিলনে কার্লি হেয়ার সেলুন ও পণ্য ব্র্যান্ডে পাট-টাইম মার্কেটিং ও কনটেন্ট কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ দেওয়া হবে। এটি সরাসরি অফিসে কাজের পদ। প্রার্থীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ই-মেইল মার্কেটিং, কনটেন্ট তৈরি ও ব্র্যান্ড স্টোরিটেলিং সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।

পদের নাম: মার্কেটিং ও কনটেন্ট কো-অর্ডিনেটর

কর্মস্থল: ব্যাবিলন, নিউইয়র্ক

চাকরির ধরন: পাট-টাইম, সপ্তাহে ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা

বেতন: ঘণ্টায় ২৮ থেকে ৩০ ডলার

কাজের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি ভার্যুয়াল অ্যাসিস্টিয়ান্টকে পরিচালনা করে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার সক্ষমতা থাকতে হবে।

প্রধান দায়িত্ব: ইনস্ট্রুয়েসারদের সঙ্গে যোগাযোগ ও কাজের হিসাব সংরক্ষণ করা। জনসংযোগ, অংশীদারত্ব ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাকে ঘিরে বিভিন্ন সুযোগের বিষয়ে যোগাযোগ ও প্রচারণা পরিচালনা করা।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহীদের জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

ই-মেইল: Info@curlevolution.com

নিউইয়র্কের অ্যামিটিভিলে লজিস্টিকস কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ

নিউইয়র্কের অ্যামিটিভিলে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস প্রতিষ্ঠান বাগেহিন মোন্ডিংয়ে পূর্ণকালীন লজিস্টিকস কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রার্থীকে সংগঠিত, দায়িত্বশীল ও বিস্তারিত বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। ব্যস্ত পরিবেশে শিপিং, রিসিভিং ও ডেলিভারি কার্যক্রম সমন্বয় করতে হবে।

প্রধান দায়িত্ব: প্রতিদিনের শিপিং ও রিসিভিং কার্যক্রম সমন্বয় করা।

যোগ্যতা: লজিস্টিকস, শিপিং-রিসিভিং, ওয়ারারহাউস বা পরিবহন কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। এক্সেল ব্যবহারে অভিজ্ঞতা আবশ্যক।

বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস, কাঠ, মোন্ডিং বা ডিস্ট্রিবিউশন কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে বাড়তি সুবিধা।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহীদের জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

ই-মেইল: Ashleigh.sinram@bargainmoulding.com

BASEMENT FOR RENT

Two rooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. \$1600/month from September.Please contact for details (646)821-3655 & (718)785-7123

4926

পাত্রী চাই

২৪ বছর বয়সী, লম্বা, সুদর্শন ও ধার্মিক পাত্রের জন্য মার্কিন নাগরিক বা গ্রীনকার্ডধারী পাত্রী আবশ্যক। পাত্র বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় বসবাসরত একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। পাত্র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। আইটি সেক্টরে চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
যোগাযোগ: (পাত্রের বড় ভাই) 347-935-6199
Email: towhid.ahmed@gmail.com

2.9.26

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন-আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনাল গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908

2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০’’ পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২’’, বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

**৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012**

পাত্র চাই

**ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ: **rbprinceton@yahoo.com (732) 841- 2452****

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

**১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সান্দ-৯১৭-৮০৭-৪৮৫১**

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660
Email: AkmRahman.samsur@gmail.com

১১১১১১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260
Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫’’। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের কাছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বিসমিল্লাহির রাহমানি রাহিম

BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬

সেলিম-আলী

পরিষদ

আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন

B1 আতাউর রহমান সেলিম সভাপতি পদপ্রার্থী Athaur Rahman Salim, President	B4 মোহাম্মদ আলী সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী Mohammad Ali, General Secretary			
B2 মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী Md. Mohiuddin Dewan, Sr. Vice President	B3 মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী Md. Kamruz Zaman, Vice President	B5 হারুন চেয়ারম্যান সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী Harun Chairman, Asst. General Secretary	B6 নওশাদ হায়দার কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী Nowshad Haider, Treasurer	B7 ডিউক খান সার্গেনটিক সম্পাদক পদপ্রার্থী Md. Z.H. Khan (Duke Khan), Organizing Secretary
B8 অনিক রাজ সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary	B9 রিজু মোহাম্মদ জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী Rezu Mohammed, Public Relation & Pubcity Sect.	B10 মুনসুর আহমেদ সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী Mansur Ahammed, Social Welfare Secretary	B11 রুমানা আহমেদ সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী Rumana Ahmed, Literary Secretary	B12 হাসান খান ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী Hasan Khan, Sports & Ent. Secretary
B13 এএসএম মাইন উদ্দিন (বাবলু) স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদপ্রার্থী Asm Main Uddin (Bablu), School & Edu. Secretary	B14 শাহনাজ হোসেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী Shahanaz Hossain, Woman & Children Secretary	B15 জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী Jahangir Shahid Suhrawardy, Youth & IT Secretary	B16 মোঃ উজ্জ্বল বিপুল কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী Md. Uzjal Bipul, Executive Member	B17 সারওয়ার খান বাবু কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী Sarwar Khan Babu, Executive Member
B18 মোঃ এ মান্নান কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী Mohammed A Mannan, Executive Member	B19 শামীম আহমেদ কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী Shamim Ahmed, Executive Member	B20 মোঃ আব্দুল মালেক খান কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী Md. Abdul Maleque Khan, Executive Member	B21 কাজী রবিউজ্জামান কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী Kazi Rabiuzzaman, Executive Member	অনুগ্রহ করে সেলিম-আলী পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন

মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন

PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL

প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি



আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ১৮ বছর পূর্তি উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ১৮ বছর পূর্তি উদযাপনে উপলক্ষে নিউইয়র্কে সেমিনার এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেস মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে আলোচনার বিষয় ছিল 'বিশ্বব্যাপী মিডিয়া অস্তিত্ব সংকটে'। আলোচনা সভায় বক্তরা বাংলাদেশের মিডিয়া, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সাংবাদিকদের কর্মজীবন এবং বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার গতি-প্রকৃতি ও কৌশল বদলে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় বক্তরা বাংলাদেশের মিডিয়ার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন, রাজনৈতিক তোষামোদী মিডিয়ার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। মূলধারার মিডিয়াকে তথ্য প্রকাশে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার কথা উল্লেখ করেন তারা। প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আপোষহীন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ওপর মিডিয়াকে জোরালো ভূমিকা রাখার কথা বক্তরা অভিমত প্রকাশ করেন।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত ওসমান রচি এবং সেমিনার সঞ্চালনা করেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেসমিনিষ্টার গোলাম মোর্ত্তজা, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেটের কসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, প্রবীণ

সাংবাদিক মনজুর আহমদ।

এছাড়া আলোচ্য বিষয়ের ওপর প্যানেল আলোচক হিসাবে আলোচনা করেন প্রবীণ সাংবাদিক সাঈদ তারেক, মঈনুদ্দীন নাসের, বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক রতন তালুকদার, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পত্রিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী ও প্রবাস পত্রিকার সম্পাদক ও ক্লাবের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক শোয়েব আহমেদ তুইয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মল্লিকা খান মুনা, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মনজুরুল হক ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক। দেড়ঘণ্টা পূর্তি উপলক্ষে স্মরণিকা 'আলোকবর্তিকা'র মোড়ক উন্মোচন করার সময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্মরণিকাটির সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন এবং সবশেষে সভাপতির ভাষণ দেন শওকত ওসমান রচি।

অনুষ্ঠানে সেমিনার পর্ব শেষ হলে কেক কেটে প্রেসক্লাবের ১৮ বছর পূর্তির আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। এ ছাড়া দেড় ঘণ্টা পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'আলোকবর্তিকা'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এরপর এই প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে কণ্ঠশিল্পী এম. এ. সোয়েব ও অভিনেত্রী মৌসুমীকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। বরণ্য কণ্ঠশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় এম. এ. সোয়েবকে এবং প্রেসমিনিষ্টার

গোলাম মোর্ত্তজা এবং কসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক চিত্রনায়িকা মৌসুমীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে আগতদের ক্লাবের পক্ষ থেকে গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন এম. এ. সোয়েব এবং টিনা রাসেল। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সুধীজন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ক্লাবের সদস্যরা সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর 'কেমন আছে বাংলাদেশি মিডিয়া' লেখা পাঠ করেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক দর্পণ কবীর। এই লেখার ওপর আলোচনা করেন বক্তরা। প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমেদ বলেন, মিডিয়ার অপপ্রচার বা মিথ্যা সংবাদ বা সত্য আড়াল করার চেষ্টা হলে মানুষের কাছে সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কিছু ঢুকবেই। মিডিয়া নিজের গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারে। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের সংবাদ লেখা জানতে হবে, পড়তে হবে। দিনদিন মনে হচ্ছে সংবাদ লেখার সাংবাদিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ক্যামেরা বা মাইকের সামনে দু'এক কথা বলার সাংবাদিকতাই দেখা যাচ্ছে বেশি।

বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেসমিনিষ্টার গোলাম মোর্ত্তজা বলেছেন, বাংলাদেশের মিডিয়ার বিপণ্যের জন্য মিডিয়ার সম্পাদক এবং মালিকরাই দায়ী। রাজনৈতিক তোষামোদী কারণে মিডিয়া জনমানুষের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন।

CHAUDRI CPA P.C.
 FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
 অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
 অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
 ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

Individual and Business Tax
 Audit, Financial Statement
 Bookkeeping, Non-Profit
 Business Setup, Licensing & Payroll
 Specialized in IRS &
 NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
 (Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
 74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
 Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
 Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
 E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
 1595 Westchester Avenue
 Bronx, NY 10472
 Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
 E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
 Licensed Real Estate Agent
 M.Com (Accounting)

Mob : 347-498-5117
 Tel : 917-775-6329
 Fax : 716-780-8225
 Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
 আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax Immigration Real Estate
 ● Income Tax and Accounting Services For:
 Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
 ● Sales and Payroll Tax ● Business Licenses and Setup ● FBAR and FATCA Filing
 ● Notary Public ● Immigration Form Fill-Up Services
 ● Credit Repair, Real State and much more...

Member of

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
 162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
 PROHEALTH HOMECARE

HHA/PCA HOME CARE সেবা নিতে চান
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ELMHURST OFFICE
 40-34 74th Street
 Elmhurst, NY 11373
 Tel: 929-424-2157
 718-440-3116

Brooklyn Office
 375 McDonald Ave
 Brooklyn, NY 11218
 Tel : 718-633-1112
 Fax : 718-633-1117
 Email : help.prohealthhomecare@gmail.com

Mamun Ur Rashid
 President
 917-474-8914

PROHEALTH HOMECARE
 (Ordinary People, Extra Ordinary Care)



ডেট্রয়েটে আবিয়ার তিন দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের ডেট্রয়েট ডাউনটাউনের হান্টিংটন সেন্টারে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টসের (আবিয়া) তিন দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলনে উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রকৌশলী, স্থপতি, শিক্ষক, গবেষক ও কমিউনিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য ও অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে অনুষ্ঠানে আটজনকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত

বাংলাদেশি প্রকৌশলী ও স্থপতিদের অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিরা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশের সম্ফমতা ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরছেন।

আবিয়ার সেক্রেটারি সাদেক রহমান ও মিশিগান চ্যাপ্টারের নেতারা জানান, এবারের সম্মেলনে সাত শতাধিক প্রকৌশলী ও স্থপতি অংশ নেন। তাদের ভাষ্য, এ আয়োজনে পেশাজীবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা সহযোগিতার নতুন সুযোগ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে।

কীনোট অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মিশিগানের

ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসওয়ান ডেবি ডিল্জেল, মিশিগান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মেগান কে কাভানা, জেনারেল মোটরসের যানবাহন স্বয়ংক্রিয়তা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাশেদ হক এবং ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাইফুর রহমান।

নৈশভোজের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে আসা সামিনা চৌধুরী, দিলশাদ নাহার কনা ও ইমরান মাহমুদুল সংগীত পরিবেশন করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শুরু হওয়া সম্মেলনের শেষ দিন ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার ডেট্রয়েট প্রিন্সেস রিভারবাটে সূর্যাস্তের সময় নৌভ্রমণ, নৈশভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।



ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত

ঢাকা ডেস্ক

ঢাকা মহানগর উত্তর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৫১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। মো. আমিনুল ইসলামকে আহ্বায়ক এবং মো. মোস্তফা জামানকে সদস্যসচিব করে গঠিত এই কমিটি দলের নির্দেশে বিলুপ্ত করা হয়।

বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-দপ্তর সম্পাদক মুহম্মদ মুনির হোসেন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির বিদ্যমান ৫১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হলো।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, খুব শিগিরিই ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির পুনর্গঠিত নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে।

অক্টোবর থেকে নতুন নিয়ম বৈধ অভিবাসীদের মেডিকেইড হারানোর আশঙ্কা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে ১ অক্টোবর থেকে মেডিকেইডের যোগ্যতার ক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তন কার্যকর হচ্ছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাসকারী কিছু অভিবাসী ফেডারেল অর্থায়নে পরিচালিত মেডিকেইড সুবিধা হারাতে পারেন।

জানা গেছে, নতুন নিয়মের আওতায় কিছু শরণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী এবং অন্যান্য বৈধ অভিবাসী স্বাস্থ্যসেবা কভারেজ হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। সামগ্রিকভাবে এর প্রভাব কয়েক লাখ সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল।

মেডিকেইড যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নআয়ের মানুষদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি। নতুন যোগ্যতার নিয়ম কার্যকর হলে যেসব অভিবাসী এতদিন এই সুবিধা পেতেন, তাদের অনেককে নতুন করে নিজেদের যোগ্যতা যাচাই করতে হতে পারে।

তবে সব অভিবাসীর ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। ব্যক্তির ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস, রাজ্য এবং অন্যান্য যোগ্যতার শর্তের ওপর মেডিকেইড পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করবে। কিছু রাজ্য নিজস্ব অর্থায়নে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা চালু রাখার উদ্যোগও নিচ্ছে। অভিবাসী পরিবারগুলোর জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মেডিকেইড হারালে চিকিৎসা, ওষুধ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবার খরচ সরাসরি পরিবারের ওপর পড়তে পারে।

প্রবাসের মাটিতে আমাদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

গুণী অভিনেত্রী বন্যা মির্জা। আর নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে শান্তিকে আমরা যুক্ত করছি। বন্যা দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত শিল্পী হওয়ায় কাজটা অনেক সহজ হয়েছে, অন্যদিকে শান্তি কাদামাটির মতো আন্তরিক ও অনুগত থেকে দারুণ অভিনয় করেছে।”

মহড়ার নেপথ্যের প্রতিকূলতা নিয়ে তিনি জানান, “নিউইয়র্কে সবার কাজের সূচি আলাদা, দূরত্ব অনেক এবং যানজট নিত্যদিনের সঙ্গী। কাজের ক্লাস্তি শেষে অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করে অনেকে বেজমেন্ট বা লিভিংরুমে মহড়ায় অংশ নিয়েছেন। ভালাবাসা ছাড়া এই ত্যাগ সম্ভব নয়।”

দলের নামকরণ ‘থিয়েটার ৭১’ প্রসঙ্গে এই নাট্যজন বলেন, “১৯৭১ আমাদের অহংকার, রক্ত দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতা ও চেতনা। সেই আদর্শ থেকেই দলের এই নাম। ইতিপূর্বে আমার নির্দেশনায় ‘পেড্ডুলাম’ নাটকটির আটটি প্রদর্শনী বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। থিয়েটার ৭১ থেকে আমরা নাটকটি আবারও সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে মঞ্চে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছি। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে নতুনদের নিয়ে কর্মশালাভিত্তিক নিয়মিত প্রযোজনা এবং নিজস্ব ভাষা ও ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে সাবটাইটেলসহ ‘অফ-ব্রডওয়ে’ মঞ্চে বাংলা নাটক উপস্থাপন করা।”

অনুষ্ঠানের মাঝে ফেসবুক লাইভ থেকে দর্শকদের পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের

নিউইয়র্কে যাত্রা শুরু

শেষ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ তৈরি হয়েছে, তাকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই চেষ্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক সম্পর্ক, বিনিয়োগ, বাজার সম্প্রসারণ ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের নতুন সুযোগ তৈরি করতে কাজ করবে সংগঠনটি।

জিবিসিসি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা ও ব্যবসা উন্নয়ন, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব, বিনিয়োগ ও বাজারে প্রবেশাধিকার, পেশাগত নেটওয়ার্কিং, ব্যবসায়িক নেতৃত্ব ও শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের পাশাপাশি যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, ইতালি, জার্মানি, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ বাড়াণোর পরিকল্পনা রয়েছে জিবিসিসির।

এ ছাড়া বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের পাশাপাশি যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, ইতালি, জার্মানি, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ বাড়াণোর পরিকল্পনা রয়েছে জিবিসিসির।

জিবিসিসির সহ-প্রতিষ্ঠাতা কাজী এম. আহমেদ বলেন, এমন একটি বাস্তবভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে গিয়ে অংশীদার খুঁজে নিতে, জ্ঞান বিনিময় করতে এবং নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ অনুসন্ধান করতে পারে।

সহ-প্রতিষ্ঠাতা শেখ গালিব রহমান বলেন, বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক

উত্তর দেন অতিথি। বাস্তব জীবন ও অভিনয়ের পার্থক্য নিয়ে তিনি বলেন, “অভিনয় সাধনা ও দীর্ঘ চর্চার বিষয়। সবাই চাইলেই সহজে এটি করতে পারেন না। আর অন্যের কান্না দেখে দর্শকের চোখে জল আসার মধ্যেই একজন অভিনয়শিল্পীর সার্থকতা নিহিত।”

প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়ে তিনি অভিভাবকদের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, “জোর করে কোনো সংস্কৃতি বা ভাষা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এতে উল্টো বিরক্তি তৈরি হয়। ঘরের পরিবেশেই বাংলা বই, গান, নাটক আর খাবারের আবহ ছড়িয়ে দিতে হবে। বড়দের শ্রদ্ধা করা এবং শিকড়ের গল্প শোনানো প্রয়োজন। শৈশব থেকেই ইতিবাচকভাবে যুক্ত করলে তারা নিজেদের শিকড় থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হবে না।”

পেশাগত ব্যস্ততার মাঝে থিয়েটারের শক্তি পাওয়ার রহস্য এবং পারিবারিক সহযোগিতার কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে খাইরুল ইসলাম পাখি বলেন, “দিনের ১২ ঘণ্টা শিক্ষকতা ও রিয়েল এস্টেটের কাজে ব্যস্ত থাকার পরও থিয়েটার করি কেবল প্রাণের আনন্দে। আর দিনশেষে ঘরে ফিরে যদি পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন না পেতাম, তবে এই দীর্ঘ পথচলা অসম্ভব হতো। আমার স্ত্রী জ্যাকলিন এবং দুই সন্তান আল্লাদ ও গুঞ্জন মহড়া, প্রকাশনা থেকে শুরু করে টিকিট ব্যবস্থাপনা—সবকিছু সামলে দিয়ে আমাকে মঞ্চের কাজে নিরবচ্ছিন্ন সময় দিতে সাহস জুগিয়েছে।”

সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করার পাশাপাশি উদ্যোক্তা ও উদীয়মান ব্যবসায়িক নেতাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করাও জিবিসিসির অন্যতম লক্ষ্য।

অন্য সহ-প্রতিষ্ঠাতা রেদোয়ান চৌধুরী বলেন, জিবিসিসি শুধু নেটওয়ার্কিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ব্যবসায়িক সম্পর্কে বাস্তব বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুযোগে রূপান্তরের জন্য কাজ করবে সংগঠনটি। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বেচিভ্রাম্য এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে তাদের ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ রয়েছে। বাজার, মানুষ ও সুযোগের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির মাধ্যমে জিবিসিসি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগ বাড়াতে চায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ‘মিট দ্য প্রেস’ পর্বে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা জিবিসিসির প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। এ সময় সংগঠনটির ব্যবসা উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা, সদস্যপদ এবং বৈশ্বিক সম্পৃক্ততার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।

আয়োজকেরা জানান, জিবিসিসির কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায়িক তথ্য, নেটওয়ার্কিং, অংশীদারিত্ব এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ব্যবসায়িক ফোরাম, নেটওয়ার্কিং প্রোগ্রাম, শিক্ষামূলক উদ্যোগ, কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সংগঠনটি তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারোলে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সব ধরনের কনসুলার ফি শুধুমাত্র ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে। বুধবার কনসুলেট জেনারেল কার্যালয় থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১ অক্টোবর

থেকে কনসুলেটে স্ব-শরীরে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের মানি অর্ডার বা ব্যাংক সার্টিফাইড চেক গ্রহণ করা হবে না। এছাড়া নগদ অর্থ বা অন্য কোনো বিকল্প পদ্ধতিতে ফি পরিশোধের সুযোগও থাকবে না। তবে ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনসমূহের ক্ষেত্রে বর্তমানের ন্যায় মানি অর্ডার বা ব্যাংক সার্টিফাইড চেক ব্যবহারের নিয়ম বলবৎ থাকবে। এই নীতি শুধু কনসুলেটে সশরীরে উপস্থিত হয়ে সেবা গ্রহণকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

কনসুলেট কর্তৃপক্ষ সেবাগ্রহীতাদের কনসুলেটে আগমনের সময় অবশ্যই একটি বৈধ ও সক্রিয় ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ড সঙ্গে রাখার অনুরোধ জানিয়েছে। প্রবাসীদের সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন, দক্ষ ও সমন্বয়যোগ্যী সেবা প্রদানের লক্ষ্যেই এই আধুনিকায়ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কনসুলেট কর্তৃপক্ষ। এই নতুন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল।

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ নাকচ

শেষ পৃষ্ঠার পর

২৫ হাজার ডলার ব্যয়ের অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বর্তমান কার্যকরী পরিষদের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের আগষ্ট পর্যন্ত সংগঠনের নিয়মিত পরিচালন ব্যয় হয়েছে ২ লাখ ৪ হাজার ৪৭ ডলার এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে ব্যয় হয়েছে ৩ লাখ ১৭ হাজার ৮১৮ ডলার। সব মিলিয়ে ব্যয় দাঁড়ায় ৫ লাখ ১১ হাজার ৮৬৫ ডলার, যা ৭ লাখ ২৫ হাজার ডলারের অভিমোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে দাবি করা হয়। এসব ব্যয়ের পরও ২০২৬ সালের ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত সংগঠনের বিভিন্ন হিসাবে প্রায় ৯ লাখ ১৯ হাজার ডলার জমা রয়েছে বলে জানানো হয়।

বাংলাদেশ সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েও সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, নিউইয়র্কের জ্যামাইকা এলাকায় একটি ভবন কেনার লক্ষ্যে ২০২৫ সালের ৩১ অক্টোবর শর্তসাপেক্ষে চুক্তি করা হয়েছিল এবং বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে ২ লাখ ডলার জামানত দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১ লাখ ২৫ হাজার ডলার বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ ব্যক্তিগতভাবে অনুদান হিসেবে দেন বলে দাবি করা হয়। তবে ভবনটিতে কিছু ট্রেটি ও চুক্তির শর্ত পূরণে বিত্রেক্তা পক্ষের ব্যর্থতার কারণে পরবর্তী সময়ে চুক্তি বাতিল করা হয় এবং পুরো ২ লাখ ডলার জামানত ফেরত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।

ভবনের বিভিন্ন ভায়েলেশন ও জরিমানা নিয়েও বক্তব্য দেওয়া হয়। বর্তমান পরিষদ দাবি করেছে, এসব ভায়েলেশন তাদের দায়িত্ব নেওয়ার সময় সৃষ্টি হয়নি; বরং আগের সময় থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। দায়িত্ব

নেওয়ার সময় প্রায় ৮২ হাজার ডলারের জরিমানা ছিল বলে জানানো হয়। পরে একটি পেশাদার প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দিয়ে আইনগতভাবে জরিমানা কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং এরই মধ্যে তা প্রায় ৩১ হাজার ডলারে নামিয়ে আনা হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

বার্ষিক ইফতার মাহফিলের ব্যয় নিয়েও বিব্রান্তি তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ সোসাইটি। সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়, গত দুই বছরে চারটি এলাকায় মোট আটটি ইফতার মাহফিলের ব্যয় ছিল প্রায় ৮৯ হাজার ডলার। এর মধ্যে ৪২ হাজার ৫৭০ ডলারের বেশি এসেছে স্পন্সর ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা থেকে। ফলে সংগঠনের নিজস্ব তহবিল থেকে আটটি আয়োজনের জন্য ব্যয় হয়েছে আনুমানিক ৪৬ হাজার ৪৩০ ডলার। সংগঠনের দাবি, এই আটটি আয়োজনের সম্মিলিত ব্যয়কে একটি ইফতার মাহফিলের ব্যয় হিসেবে উপস্থাপন করায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে কর্মকর্তাদের নামে ইস্যু করা চেক নিয়েও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, অনেক সময় জরুরি প্রয়োজনে কর্মকর্তারা নিজেদের পকেট থেকে বাংলাদেশ সোসাইটির অনুমোদিত ব্যয় পরিশোধ করেন। পরে রসিদ, ভাউচার ও ব্যয়ের প্রমাণ যাচাই করে ওই অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ফেরত দেওয়া হয়। তাই কোনো কর্মকর্তার ব্যক্তিগত নামে চেক ইস্যু হওয়া মানেই সংগঠনের অর্থ ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া নয় বলে দাবি করা হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভা, হিসাব ও অডিট প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে সাধারণ সভায় হিসাব উপস্থাপন করা হয়। আগের সভায় সিপিএ প্রতিবেদনসহ আয়-ব্যয়ের

বিস্তারিত হিসাব সদস্যদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং বড় পর্দায় একটি তথ্য দেখানো হয়েছে বলে জানানো হয়। সদস্যদের প্রশ্ন ও আলোচনার পর ওই হিসাব অনুমোদিত হয়েছে বলেও সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। আগামী ডিসেম্বরেও বার্ষিক সাধারণ সভায় পূর্ণাঙ্গ হিসাব ও প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ফিউনারেল সার্ভিস ও কবরের অর্থ নিয়েও অভিযোগের জবাব দিয়েছে বর্তমান পরিষদ। তাদের দাবি, এ খাতে সংগঠনের কোনো অর্থ অপচয় বা হারিয়ে যায়নি। বরং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ফিউনারেল ও কবরসংক্রান্ত অর্থের জন্য পৃথক ব্যাংক হিসাব রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং কার্যকরী পরিষদে এ বিষয়ে প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, সদস্যদের প্রয়োজন মেটানোর মতো পর্যাপ্ত কবরের ব্যবস্থা বর্তমানে রয়েছে এবং ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা বিবেচনায় আরও কবরের ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়াও চলছে।

সংবাদ সম্মেলনে বর্তমান কার্যকরী পরিষদ জানিয়েছে, তাদের মেয়াদ ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ওই সময় পর্যন্ত গঠনতন্ত্র, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বজায় রেখে বাংলাদেশ সোসাইটির দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার পূনর্বাক্ত করা হয়। একই সঙ্গে সংগঠনের আর্থিক হিসাব বা কার্যক্রম নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে তথ্য ও নথি যাচাই করে প্রশ্ন তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লায়ন শাহ নেওয়াজ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী উপস্থিত ছিলেন।



ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

WELCOME 7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET





সংসদ সদস্য সারোয়ার আলমগীরকে সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের চার্ট-ম্যাকডোনাল্ড এলাকার রাঁধুনি রেস্টুরেন্টে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির সংসদ সদস্য সারোয়ার আলমগীরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাতে চট্টগ্রাম সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের উদ্যোগে এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়।

মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম সমিতি নিউইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলাম। সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলওয়ান শাহানা হানিফ, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, বর্তমান সভাপতি আবু তাহের এবং ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আগত কবি ও লেখক সামছুদ্দীন মাহমুদসহ স্থানীয় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি সারোয়ার আলমগীর মোহাম্মদ হানিফ ও তার পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করে বলেন, “হানিফ ভাই শুধু বড় ভাইয়ের মতো কাজ করেননি, তিনি আমার বড়

ভাই হিসেবেই সবসময় পাশে থেকেছেন। নিউইয়র্কে এসে শুরুতেই তার অতিথি হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।”

বক্তব্যে তিনি ফটিকছড়ির উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং এলাকা থেকে সম্ভ্রাস নির্মূলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এছাড়া তাকে ফটিকছড়ি থেকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। কাউন্সিলওয়ান শাহানা হানিফ বলেন, “আমি নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিলওয়ান এবং এখানেই আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা, তবে আমার শিকড় ফটিকছড়িতে।”

ফটিকছড়ির মানুষ সারোয়ার আলমগীরের মতো একজন নেতা পেয়েছেন উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এমপি সারোয়ার আলমগীর ফটিকছড়ির পাশাপাশি সামগ্রিক দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

অনুষ্ঠানে কবি ও লেখক সামছুদ্দীন মাহমুদ তার লেখা দুটি বই সংবর্ধিত অতিথি সারোয়ার আলমগীরের হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেন। আলোচনা সভা শেষে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানি খাবারের মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দায়িত্বে রেখে আইনশৃঙ্খলা ঠিক করা সম্ভব নয়: নাহিদ

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে রেখে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। সোমবার দুপুরে ঢাকার বাংলামোটরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে অসংলগ্ন কথা বলেছেন এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। সংস্কার ইস্যুতেও তিনি জাতির সঙ্গে প্রতারণামূলক কথা বলেছেন বলে অভিযোগ করেন নাহিদ। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবদিহি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। পল্টন ও রাজপথের বক্তব্য বলে বিভিন্নভাবে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

নাহিদ বলেন, ‘আজকেও পুরো জনগণের সামনে স্পষ্ট যে, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিবেশ আসলে ঠিক নেই। এটার জন্য বর্তমান সরকার, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়ী। আমরা মনে করি, দ্রুত দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দায়িত্বে রেখে এটা সম্ভব নয়।’

বাফলোতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ভ্রাম্যমাণ সেবা

উত্তর আমেরিকা অফিস

“অনিবার্য কারণবশত বাফেলোতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কনস্যুলার সার্ভিস বন্ধ ঘোষণা করা হ’ল” — সোমবার রাতে ফেসবুকে এই ঘোষণা দিয়েছে কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক। ফলে ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর বাফেলোতে যে ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবা দেওয়ার কথা ছিল, তা হচ্ছে না।

কনস্যুলেটের পোস্টের গ্রাফিকে স্থানীয় আয়োজক সংগঠন হিসেবে উল্লেখ ছিল ‘ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্ক বাংলাদেশি সোসাইটি ইনক’-এর নাম, ভেন্যু ১৬২ কর্নিস অ্যাভিনিউ, বাফেলো। একই গ্রাফিকে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমাণ এনআইডি সেবার কথাও ছিল — অনলাইনে নিবন্ধন

করে রেজিস্ট্রেশন স্লিপ হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, এবার জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য প্রায় ছয় ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে নিউইয়র্ক সিটিতে আসতে হতো না বাফেলোর বাংলাদেশিদের।

ঘোষণার পরপরই সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। বাফেলোর বাংলাদেশি কমিউনিটির ফেসবুক পেজগুলোতে অনেকে জানতে চেয়েছেন — “কি কারণে বন্ধ হল জনগণের সেবা?” কেউ লিখেছেন, এই সেবার খুব প্রয়োজন ছিল তার।

মঙ্গলবার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বাফেলো বাংলার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, স্থানীয় সংগঠনের ভেতরে প্রায় ১২-১৩ জনের

সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণেই এই সিদ্ধান্ত। বাইরের কাউকে না জড়িয়ে নিজেরাই পুনর্গঠনের কাজ করছেন; নতুন কমিটি গঠন শেষে সেবা আবার চালু হবে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সোমবার রাতেই বাফেলোর একটি হোটেলের পার্কিং লট থেকে লাইভে এসে দাবি করেন, কনসাল জেনারেল তাকে সম্প্রচার না করার জন্য হুমকি দিয়েছেন এবং মারধরের ভয় দেখিয়েছেন। তার ভাষ্য, গত এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে চারবার বিনামূল্যে এই সেবা দিয়েছে তার সংগঠন। কিন্তু কিছু ব্যক্তি কনসাল জেনারেল ও কর্মকর্তাদের হুমকি দেওয়ায় সেবা বন্ধ হয়ে গেছে। পুলিশে দুটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

জি.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স

★ পারসোনাল ট্যাক্স

★ বিজনেস ট্যাক্স

★ সেলুল ট্যাক্স

★ বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED

IRS

e-file

PROVIDER

ইমিগ্রেশন

★ ফ্যামিলি পিটিশন

★ সিটিজেনশীপ আবেদন

★ গ্রীণকার্ড নবায়ন

★ সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

• Emirates • Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449

E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের লিডেন্স/হোম কেয়ার প্রোভাইডার মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam

President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372

Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449

E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট, ষ্টুডেন্ট বা ট্রানজিট ভিসা অথবা

অন্য যে-কোন উপায়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস ও বিজনেস কনসালটিং অফিস বেস্ট ইমিগ্রেশন ও বিজনেস কনসালটিং অফিস

Political Asylum

নির্ভূল ফাইলিং এর পূর্ণ সহায়তা এবং পরবর্তীতে গ্রীনকার্ড পাবার নানা উপায়-সহ যাবতীয় বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ।

পলোটিক্যাল এসাইলাম এর মাধ্যমে মোটামুটি ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল-সহ বৈধভাবে বসবাসে সহযোগীতা।

SIJS (Special Immigrant Juvenile Status)

আমেরিকায় বসবাসরত ২১ বছরের নীচের ছেলে-মেয়েদের সীজ প্রোগ্রামের আওতায় গ্রীনকার্ড প্রসেস করা হয়।

অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন।

VAWA (Violence Against Women Act)

আমেরিকান সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ড হোল্ডারকে বিয়ে করার পরও নানা কারণে গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না;

অথবা গ্রীনকার্ডটি রিভোক হতে যাচ্ছে! আমাদের সংগে আজই যোগাযোগ করুন।

E2 / L1

EB-3

SIJS

VAWA

POLITICAL ASYLUM

ফোনে এপয়েন্টমেন্ট করে আসুন

Old Club Man Corporation

(718) 839-5812 | (212) 814-4068

16222 87th Road, Jamaica, NY 11432

কিশোর গ্যাং : অপরাধী তৈরি হওয়ার আগে আমরা কোথায় ছিলাম?

জহিরুল ইসলাম

কিশোর গ্যাংয়ের কোনো ঘটনা সামনে এলেই আমাদের প্রথম প্রশ্ন হয়—অপরাধী কোথায়? তাকে ধরতে হবে, আইনের আওতায় আনতে হবে। প্রশ্নটি জরুরি। অপরাধের শিকার মানুষের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু এর পাশাপাশি আরেকটি প্রশ্নও জরুরি—একজন কিশোর অপরাধের জগতে ঢোকার আগে তার জীবনে কী ঘটেছিল?

সেপ্টেম্বরে কুমিল্লায় ১৩ বছর বয়সী ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিমের হত্যাকাণ্ড কিশোর অপরাধ ও গ্যাং-সংস্কৃতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। ঘটনাটিকে শুধু একটি হত্যাকাণ্ড হিসেবে দেখলে এর সামাজিক তাৎপর্যের বড় অংশ অদৃশ্য থেকে যায়। পরিবার, বিদ্যালয়, সামাজিক পরিবেশ, অনলাইন জগৎ, অপরাধী নেটওয়ার্ক এবং আইন প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা—সব মিলিয়ে বিষয়টি আরও বড়।

রাজধানীতে ৫০টি থানার এলাকায় ১১৮টি কিশোর গ্যাংয়ের তালিকা থাকার কথাও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তবে কোনো তালিকায় থাকা গোষ্ঠীর সংখ্যা দিয়ে পুরো দেশের কিশোর অপরাধের মাত্রা নির্ধারণ করা যায় না। সংখ্যার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো—কেন একটি কিশোর গ্যাংয়ের মধ্যে পরিচয়, শক্তি কিংবা স্বীকৃতি খুঁজে নিতে শুরু করে?

কিশোরের আগে মানুষটিকে দেখা কিশোর অপরাধের আলোচনায় আমরা প্রায়ই একটি সরলরেখা টেনে দিই—অপরাধ করেছে, তাই অপরাধী। কিন্তু একজন কিশোরের আচরণকে তার বয়স, পারিবারিক পরিবেশ, বন্ধুত্ব, বিদ্যালয়, সামাজিক পরিসর ও জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

এর অর্থ অপরাধের দায় অস্বীকার করা নয়। বরং দায়কে পূর্ণভাবে বোঝা। কারণ শাস্তি অপরাধের প্রতিক্রিয়া; প্রতিরোধ হলো অপরাধের আগে পৌঁছানোর চেষ্টা।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশি বিশ্লেষণেও পরিবার, শিক্ষা, সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক চাপ, সহপাঠী-প্রভাব, অনলাইন সংস্কৃতি এবং নিরাপদ সামাজিক পরিসরের অভাবকে কিশোর অপরাধের ঝুঁকির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যেও এসেছে—শুধু পুলিশি ব্যবস্থা দিয়ে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই কিশোর গ্যাং শুধু আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়। এটি সমাজ কীভাবে তার কিশোরদের বড় করেছে—সেই প্রশ্নও।

পরিবার কি শুধু খরচ বহন করবে? একটি শিশুর প্রথম বিদ্যালয় পরিবার। সেখানে সে শেখে সম্পর্ক, বিশ্বাস, সীমা, দায়িত্ব এবং নিজের মূল্য সম্পর্কে ধারণা। কিন্তু পরিবার যখন শুধু খাবার, পোশাক, স্কুলের খরচ ও পরীক্ষার ফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তখন সন্তানের ভেতরের পরিবর্তন অনেক সময় অদৃশ্য থেকে যায়। পারিবারিক দ্বন্দ্ব, দুর্বল অভিভাবকীয় সম্প্র্কৃততা, অবহেলা কিংবা



আবেগগত দূরত্ব কিশোরকে বাইরে স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তির সন্ধানে ঠেলে দিতে পারে—গবেষণা ও বিশেষজ্ঞ আলোচনায় এমন সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে। তবে পরিবারকে একমাত্র দায়ী করা সহজ, কিন্তু যথার্থ নয়। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অর্থনৈতিক চাপ, নগরজীবনের বিচ্ছিন্নতা—সব মিলিয়ে অনেক অভিভাবকের হাতে সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমে গেছে। তাই প্রশ্ন শুধু ‘অভিভাবক কোথায়?’ নয়; পরিবারকে সন্তান পালনের কাজে সহায়তা করার সামাজিক ব্যবস্থা কোথায়?

বিদ্যালয় কি শুধু ফলাফল দেখে? একজন শিক্ষার্থী হঠাৎ স্কুলে অনিয়মিত হয়ে পড়ছে। বন্ধু বদলে যাচ্ছে। আচরণে আত্মসন বাড়ছে। পড়াশোনায় আগ্রহ কমছে। সে হয়তো নতুন কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এসব সংকেত কি বিদ্যালয় শনাক্ত করতে পারে?

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার ফল, উপস্থিতি ও শৃঙ্খলা দৃশ্যমান; কিন্তু শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন, বুলিং, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কিংবা সহিংসতার ঝুঁকি শনাক্ত ও মোকাবিলার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। অথচ একটি কিশোর বিপথে যাওয়ার আগে পরিবার ও বিদ্যালয়ই তাকে সরেিয়ে কাছ থেকে দেখতে পারে।

তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান শুধু পুলিশ হতে পারে না। সেখানে থাকতে হবে পরিবার, বিদ্যালয়, শিক্ষক, সমাজকর্মী ও স্থানীয় সমাজকে।

মাঠ হারালে শূন্যস্থান কে পূরণ করবে? কিশোর বয়স মানেই শক্তি, কৌতূহল, বন্ধুত্ব, প্রতিযোগিতা ও নিজের পরিচয় খোঁজার সময়। সেই শক্তির সুস্থ প্রকাশের জন্য দরকার মাঠ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পাঠাগার, বিতর্ক, সামাজিক সংগঠন এবং

নিরাপদ জনপরিসর। এসবকে আমরা অনেক সময় ‘অতিরিক্ত’ বিষয় মনে করি। আসলে এগুলো সামাজিকীকরণের অবকাঠামো। একটি কিশোরের খেলার মাঠ নেই, সাংস্কৃতিক পরিসর নেই, নিরাপদ বন্ধুত্বের জায়গা নেই—তার সময় ও পরিচয়ের জায়গা তো শূন্য থাকবে না। সেই জায়গা কেউ না কেউ দখল করবে।

প্রশ্ন হলো, আমরা সেই জায়গা কিশোরের হাতে তুলে দিচ্ছি, নাকি অপরাধী গোষ্ঠীর হাতে ছেড়ে দিচ্ছি?

হারিয়ে যাচ্ছে শৈশবের ভূগোল আমরা শুধু কিশোরদের খেলার মাঠ হারাইনি; হারিয়েছি তাদের শৈশবের ভূগোল। নদী নেই, খাল নেই, বিল নেই, বন নেই—অনেক শহর ও জনপদে নেই এমনকি একটু উন্মুক্ত আকাশের নিচে নিরাপদে দৌড়ানোর জায়গাটুকুও। অথচ এসব ছিল শিশু-কিশোরের নীরব বিদ্যালয়। সেখানে তারা খেলতে খেলতে বন্ধুত্ব শিখত, বণাড় করে মিটমিট করতে শিখত, হেরে গিয়ে আবার দাঁড়াতে শিখত, প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে হতে নিজের শরীর ও মনকে চিনত। এখন সেই স্বাভাবিক সামাজিক পরিসর সংকুচিত হয়ে কংক্রিট, যানবাহন ও পার্শ্ব জগতে ঢুকে পড়ছে। ফলে কিশোরের শক্তি, কৌতূহল, সাহস ও স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষার জন্য বৈধ ও সৃজনশীল জয়গা কমে যাচ্ছে। এর মানে এই নয় যে নদী-খাল হারালেই কিশোর অপরাধী হয়ে ওঠে; কিন্তু একটি শিশুর চারপাশ থেকে নিরাপদ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিসর যত সরিয়ে দেওয়া হয়, তার সুস্থ বিকাশের সুযোগও তত সংকুচিত হয়। তাই কিশোর অপরাধের কারণ খুঁজতে গিয়ে শুধু প্রশ্ন করা নয়—আমরা তাদের কাছ থেকে কী কী জায়গা কেড়ে নিয়েছি, সেই প্রশ্নটিও করতে হবে।

অনলাইন জগৎ: কারণ নয়, নতুন বাস্তবতা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে কিশোর অপরাধের একমাত্র কারণ বানানোও ভুল। অনলাইন মাধ্যম শিক্ষা, যোগাযোগ, সৃজনশীলতা ও সামাজিক সংযোগের বড় ক্ষেত্র।

কিন্তু ডিজিটাল জগৎ নতুন কিছু ঝুঁকিও তৈরি করেছে—সহিংসতার প্রদর্শন, গোষ্ঠীগত পরিচয়, অনলাইন স্বীকৃতি, অপমানের প্রকাশ্যতা এবং অপরাধের ভিডিও ছড়িয়ে পড়া। সাম্প্রতিক বিশেষজ্ঞ আলোচনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘দ্রুত বড় হয়ে ওঠা’ এবং সহিংসতাকে আকর্ষণীয় করে দেখানোর প্রবণতার কথাও এসেছে।

অতএব সমাধান প্রযুক্তি নিষিদ্ধ করা নয়। প্রয়োজন ডিজিটাল নাগরিকত্বের শিক্ষা—কী দেখা উচিত, কী বিশ্বাস করা উচিত, কী শেয়ার করা উচিত এবং অনলাইনের আচরণ কীভাবে বাস্তব জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে।

কিশোরকে ব্যবহার করছে কারা? সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটি এখানে। কোনো কিশোর যদি চাঁদবাড়ি, মাদক, সহিংসতা বা অন্য অপরাধে ব্যবহৃত হয়, তাহলে শুধু তাকে আটক করলেই কি অপরাধের কাঠামো ভেঙে যায়?

কিশোরের হাতে অস্ত্র বা মাদক পৌঁছায় কীভাবে? তাকে অর্থ দেয় কে? নির্দেশ দেয় কে? তার অপরাধের পেছনে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নেটওয়ার্ক আছে কি না—এসব প্রশ্ন তদন্তের অংশ হওয়া দরকার।

গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময় কিশোর গ্যাংয়ের সঙ্গে স্থানীয় প্রভাবশালী, অপরাধী চক্র বা রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ উঠে এসেছে। কিন্তু অভিযোগ এবং প্রমাণিত অপরাধ এক বিষয় নয়। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা রাজনৈতিক সংগঠনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ থাকলে তা অবশ্যই তদন্ত, নথি, মামলা বা আদালতের প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। তবে একটি নীতিগত প্রশ্ন থেকেই যায়:

প্রচলিত যুদ্ধের নিয়মে খেলছে না হতিরা

চিরঞ্জন সরকার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সমস্যার যেন কোনো শেষ নেই। রাজনীতির মধ্যে কত বাদ্যবাজনা, কত ঘোষণা, কত প্রতিশ্রুতি, কত পালাবদল; অথচ কাক্ষিত স্থিতিশীলতার দেখা নেই। গ্যাস নেই, বিদ্যুৎ নেই, বাজারে স্বস্তি নেই; নিতাপণের দাম কমারও কোনো দৃশ্যমান সম্ভাবনা নেই। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই, চাঁদবাড়ি-দখলদারত্ব-মবতন্ত্রের দৌরাভ্যাও থামছে না। ফলে নাগরিকের জীবন এখন এক দীর্ঘ রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা, যেন প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে প্রথম প্রশ্নটিই হচ্ছে, আজ আর কী ঘটে! এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আন্তর্জাতিক অস্থিরতার অভিভাও। পৃথিবীর এক প্রান্তে যুদ্ধ বা সংঘাত শুরু হলেই তার চেউ এসে আছড়ে পড়ছে আমাদের রান্নাঘারে। ইরান ও ইউক্রেন সংকটের সমাধান-সূত্র না মিলতেই ইয়েমেনের হতিদের ঘিরে নতুন উত্তেজনা সেই বৈশ্বিক অস্থিরতার পরিধি আরও বাড়িয়েছে।

হ্যাঁ, ছোট এক সশস্ত্র গোষ্ঠী, অথচ আজ গোটা বিশ্বের মাথাব্যথার কারণ। নাম হতি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দরিদ্র মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেন তাদের ঘাঁটি। উত্থানের গল্প যেন রূপকথার মতো। পরনে লুঙ্গি, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, অথচ বিশ্বের কাছে এক আতঙ্কের নাম হতি।

ইয়েমেন কোথায়, জিজ্ঞেস করলে অনেকের চোখে মানচিত্র আসে না। আসে যুদ্ধের ছবি। তারপর মনে পড়ে, আরবের একটি দেশ। কিন্তু সমুদ্রের মানচিত্রে সেই ইয়েমেনের পাশে এমন এক দরজা আছে, যার চাবি নিয়ে বড় রাষ্ট্রগুলোও মাথাব্যথা। দরজাটির নাম বাব আল-মান্দেব। আসলে এটি এমন জলপথ, যেখানে ড্রোন উড়লেই ইউরোপের বন্দরে জাহাজের রুট বদলায়, বিমা কোম্পানি অঙ্ক কষে, জ্বালানি খরচ বাড়ে এবং ঢাকার বাজারে ভূরাজনীতি এসে বলে, ‘এই যে

ভাই, আমাকে চিনতে পারছেন?’

এই জলদরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে হতিরা। তাদের নাম আনসার আল্লাহ, অর্থাৎ ‘আল্লাহর সমর্থক’। বাস্তবে তাদের জন্ম উত্তর ইয়েমেনের জায়দি শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ আন্দোলন থেকে। নব্বইয়ের দশকে জায়দিদের ওপর বৈষম্যের অভিযোগ, উত্তরাঞ্চলের বঞ্চনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা আন্দোলনটির ভিত তৈরি করে। হুসাইন বিন বদরুদ্দীন হতি ছিলেন অন্যতম নেতা। ২০০৪ সালে সরকারি বাহিনীর হাতে হুসেইন নিহত হওয়ার পর আন্দোলনটি হতি নামে আরও পরিচিত হয়ে ওঠে।

পরে নেতৃত্ব নেন হুসেইনের ভাই আবদুলমালিক আল-হুতি। তাঁর নেতৃত্বে পাহাড়ি এলাকার একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী ধীরে ধীরে সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। ২০০৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ইয়েমেন সরকারের সঙ্গে হতিদের একাধিক যুদ্ধ হয়। ২০০৯ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সৌদি আরবের সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়ায় তারা। আরব বসন্তের সময় ২০১১ সালে প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহকে ক্ষমতা ছাড়ার আন্দোলনে হতিরা অংশ নেয়। কিন্তু রাজনীতির রাস্তা এখানে সরল ছিল না। পরে তারাই সালেহর সঙ্গে জোট গড়ে। সেই জোটও টেকেনি। ২০১৭ সালে সালেহ হতিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সৌদি-সমর্থিত পক্ষের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করলে হতিদের হাতেই নিহত হন।

হতিদের বড় উত্থান ঘটে ২০১৪ সালে। জ্বালানি ভর্তুকি কমানো ও মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্ৰকে কাজে লাগিয়ে তারা শক্তি বাড়ায় এবং রাজধানী সানা দখল করে। প্রেসিডেন্ট আবদ রাব্বু মনসুর হাদি পরে সৌদি আরবে আশ্রয় নেন। এরপর ২০১৫ সালের মার্চে সৌদি আরবের নেতৃত্বে সামরিক জোট হতিবিরোধী অভিযান শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পেছনে সরিয়ে দেওয়া। যুদ্ধের ইতিহাসে ‘দ্রুত সমাধান’

কথটি যতবার বলা হয়েছে, ইতিহাস সম্ভবত ততবার আড়ালে হেসেছে। ইয়েমেনেও তাই হলো। যুদ্ধ দীর্ঘ হলো, মানবিক বিপর্যয় বাড়ল, আর হতিরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল।

উত্তর ইয়েমেনের জায়দি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক বঞ্চনা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে উদ্বেগ এবং সৌদি প্রভাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তাদের উত্থানের মাটি তৈরি করেছিল। পরে সেই স্থানীয় ক্ষোভের সঙ্গে ভূরাজনীতি মিশেছে। তবে ইরানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। ইরান হতিদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা সহায়তা ও সামরিক প্রযুক্তি দিয়েছে। ইরান এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। লেবাননের হিজবুল্লাহর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ পাওয়ার কথাও সূত্রে এসেছে। ফলে হতিদের হাতে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন, রাডার, গোয়েন্দা প্রযুক্তি এবং সমুদ্রপথে হামলার সক্ষমতা বেড়েছে। স্থানীয় বিরোধী আন্দোলন তখন আর শুধু স্থানীয় থাকল না। পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তারা বিশ্ববাণিজ্যকে অস্থিভিত্তে ফেলার জায়গা পেল।

বাব আল-মান্দেব সেই জায়গা। লোহিত সাগর থেকে এডেন উপসাগরে যাওয়ার এই প্রণালি সুয়েজ খালের সঙ্গে যুক্ত। এশিয়া ও ইউরোপের বিপুল বাণিজ্য এই সমুদ্রপথের ওপর নির্ভরশীল। জাহাজ যদি বাব আল-মান্দেব এড়িয়ে চলে, তাহলে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে যেতে হয়। বাড়ে জ্বালানি, সময় ও বিমার খরচ। অর্থাৎ হতিদের খুব বেশি জাহাজ ডুবাতে হয় না। ক্যাটেনকে চিন্তায় ফেললেই চলে। ‘এই পথ দিয়ে যাব?’ ক্যাটেন যদি বলে, ‘না বাবা, আল পথেই যাই’, তাহলেই একটি ড্রোনের অর্থনৈতিক সাফল্য হয়ে গেল।

২০২৩ সালের শেষ দিকে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হতিরা লোহিতসাগর ও বাব আল-মান্দেব দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা শুরু করে। তাদের দাবি,

ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাহাজ লক্ষ্য করে গাজায় ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে তারা অভিযান চালাচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধের রাজনীতি একসময় জাহাজের ভাড়া, বিমার প্রিমিয়াম ও পণ্যদ্রব্যের দাম হয়ে সামনে হাজির হয়। অনেক জাহাজকে তখন লোহিতসাগর এড়িয়ে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ফলে বাণিজ্যের সরবরাহব্যবস্থায় বাড়তি সময় ও খরচ যুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্যও এই গল্প দূরের নয়। আমরা সমুদ্রপথনির্ভর একটি বাণিজ্যিক অর্থনীতি। তৈরি পোশাকের কাঁচামাল, জ্বালানি, শিল্পযন্ত্র, ভোগ্যপণ্য এবং ইউরোপমুখী রপ্তানির সঙ্গে বৈশ্বিক শিপিং যুক্ত। সমুদ্রপথ দীর্ঘ হলে খরচ বাড়ে। আর হিসাবের শেষ লাইনে সেই টাকা কোথায় যায়, তা আমরা সবাই জানি। ভোক্তার পকেটে। তাই ইয়েমেনের পাহাড়ি হতিদের ড্রোন উড়লে ঢাকায় শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু তার অর্থনৈতিক প্রতিধ্বনি শোনা যায় জ্বালানির দামে, আমদানি ব্যয়ে, কনটেইনার ভাড়ায় এবং বাজারের সেই চিরন্তন প্রশ্নে: ‘ভাই, জিনিসটা এত দামি কেন?’

হতিদের আরেকটি বড় সুবিধা হলো, তারা প্রচলিত যুদ্ধের নিয়মে খেলছে না। বিশ্বের বড় সামরিক শক্তির সঙ্গে সমান অস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধ করার সমর্থ্য তাদের নেই। কিন্তু যুদ্ধের জন্য সব সময় বড় সেনাবাহিনী লাগে না। কখনো কখনো সঠিক জায়গা, সস্তা অস্ত্র আর প্রতিপক্ষের ব্যয়বহুল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। একটি কম খরচের ড্রোন ঠেকাতে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে হতে পারে। একজন কম দামে আক্রমণ করবে, অন্যজন বেশি দামে প্রতিরোধি করবে। যুদ্ধের হিসাবরক্ষক তখন ভাববেন, ‘এখানে লাভটা কার?’

হতিদের শক্তি শুধু অস্ত্রে নয়, ভূগোলেও। ইয়েমেনের দুর্গম ও পাহাড়ি এলাকায় দীর্ঘদিনের লড়াই তাদের যোদ্ধাদের অভিজ্ঞ করেছে। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের জনবহুল এলাকার বড় অংশ তাদের

কিশোর যদি অপরাধের হাতিয়ার হয়, তাহলে শুধু হাতিয়ারটিকে শাস্তি দিয়ে কি মূল কাঠামো অক্ষত রাখা হচ্ছে?

আইন প্রয়োগের সঙ্গে পুনর্বাসন বাংলাদেশের শিশু আইন, ২০১৩-এ ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং শিশুদের জন্য পৃথক বিচারিক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার কাঠামো রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের নিজস্ব অপরাধ তদন্ত নির্দেশিকাতেও শিশু আইনের বিশেষ বিধানের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে শিশু অপরাধ করলে জবাবদিহির বাইরে থাকবে। বরং অর্থ হলো—শিশুর অপরাধ মোকাবিলায় আইন প্রয়োগের পাশাপাশি তার বয়স, পরিস্থিতি, সংশোধনের সম্ভাবনা ও পুনর্বাসনের প্রয়োজন বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং কিশোর অপরাধ মোকাবিলায় চারটি কাজ একসঙ্গে দরকার—আইন প্রয়োগ, আগাম প্রতিরোধ, পুনর্বাসন এবং প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী কাঠামোর জবাবদিহি।

শুধু অভিযান চালিয়ে কিছু কিশোরকে আটক করা যায়। কিন্তু একই সামাজিক শূন্যতা যদি থেকে যায়, তাহলে নতুন কিশোর আবার সেই জায়গা পূরণ করবে।

আমরা কেমন শৈশব তৈরি করছি? একটি কিশোর গ্যাংয়ে ঢোকার মুহূর্তটি হয়তো তার জীবনের প্রথম বার্থতা নয়। তার আগে হয়তো পরিবারে যোগাযোগ কমেছে, বিদ্যালয়ে সে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে, মাঠ হারিয়েছে, সুস্থ বন্ধুত্বের জায়গা সংকুচিত হয়েছে, অনলাইনে অন্য ধরনের স্বীকৃতি পেয়েছে। কোথাও হয়তো একজন প্রাপ্তবয়স্ক তাকে ব্যবহার করার সুযোগও দেখেছে। এই পুরো পথটি না দেখে শুধু শেষ দৃশ্যটি দেখলে আমরা অপরাধকে বুঝব না; শুধু অপরাধীর পরিচয়টিই দেখব।

অপরাধ হলে আইন প্রয়োগ অবশ্যই করতে হবে। ভুক্তভোগীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে জানতে হবে—অপরাধী তৈরি হওয়ার আগের জায়গাগুলো কোথায় ভেঙে পড়েছিল। কারণ একটি কিশোরের হাতে অস্ত্র ওঠার আগে তার হাতে হয়তো বই থাকার কথা ছিল, বল থাকার কথা ছিল, বাদ্যযন্ত্র থাকার কথা ছিল, বন্ধুর হাত থাকার কথা ছিল। তার সামনে থাকার কথা ছিল ভবিষ্যতের কোনো স্বপ্ন। সেই জায়গাগুলো আমরা যদি একে একে সংকুচিত করি, তারপর কিশোরটি ভুল দরজায় দাঁড়ালে শুধু তাকে দায়ী করে কি আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়? শেষ পর্যন্ত কিশোর গ্যাংয়ের প্রশ্ন তাই শুধু আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন নয়। এটি পরিবারের প্রশ্ন, বিদ্যালয়ের প্রশ্ন, নগরের প্রশ্ন, সামাজিক সংহতির প্রশ্ন এবং রাষ্ট্রের প্রশ্ন।

আমরা কি শুধু অপরাধী ধরতে চাই, নাকি এমন একটি সমাজ তৈরি করতে চাই যেখানে একটি কিশোর পরিচয়, বন্ধুত্ব, সাহস ও স্বপ্নের জন্য গ্যাংয়ের প্রয়োজন বোধ করবে না? একটি সমাজ তার কিশোরদের জন্য কী রেখে যায়, শেষ পর্যন্ত তার ভবিষ্যৎও সেখানেই লেখা থাকে।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

কেনেডি থেকে ভিঞ্চি-এক উড়ালের গল্প

শেলী জামান খান

আমি ইতিহাসের ছাত্রী। পৃথিবীর ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস আমায় খুব টানে।আজ রওনাহয়েছি এক অবাক করা দেশের উদ্দেশ্যে। অনেক গল্প আছে দেশটিকে ঘিরে। শহরে-বন্দরেঘুরতে ঘুরতে কিংবা দেখতে দেখতে সেই গল্পগুলো, গল্পের ছবিগুলো সবার সাথে শেয়ার করবো। যাতে আপনিও একবলক দেখে নিতে পারেন দেশটি আসলে কেমন। গল্পের মানুষগুলো আদতেকেমন ছিলো।

আজ ২ অগস্ট, ২০২৬ সাল। যাত্রা শুরুৱ দিন। প্রথম গন্তব্য কনি আইল্যান্ড থেকে জেএফকেআন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। জানজট না থাকলে আমার বাসা থেকে আধ্যন্টার পথ। অমিতউবার কল করে দিয়েছে। আমাদের উবারে তুলে, বিদায় জানিয়ে, তবেই সে নিজের বাসায় ফিরেগেছে। আমাদের ইরানী উবার ড্রাইভার আমাদের নিয়ে মোটামুটি অনটাইমেই বিমানবন্দরেপৌঁছে গেলেন। যাত্রাপথে ইরান-আমেরিকা-ইসরাইল ত্রিমুখী লড়াই নিয়ে হালকাপাতলাআলাপ হল তার সাথে। ইরান, আমেরিকা এবং ইসরাইলের মধ্যকার এই ত্রিমুখী সংঘাত যেএকটি কৌশলগত খেলা তা সবার কাছেই এখন ওপেন সিক্রেট। বাহ্যিকভাবে আমেরিকা ওইসরাইল একপক্ষে থাকলেও তাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণ আলাদা।বাকস্বাধীনতার দেশেও আমরা বেভাবে বাকরুদ্ধ হয়ে আছি ইরানী চালকের সাথে আলোচনায়সেই বিষয়টি আমাদের উভয়েকেই বিব্রত করে তুলেছিল।

যাইহোক, ভেতরে গিয়ে আমরা আইটিএ’র প্যাসেনজার সার্ভিস এরিয়ার লাইনে দাঁড়লাম।সেখানে যাত্রীদের বুকিং, লাগেজ ওয়েটিং, ট্যাগিং এবং বেলেট পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

বাবুলের ক্যারিঅনের ওজন যথাযথ থাকলেও আমারটা বেশ ভারী ছিল। আমি শঙ্কিত ছিলাম, যাতে আমার ক্যারিঅনের উপর চেক-ইন-অফিসার কো বদনজর না লাগ যায়।এদিকে, পিঠেরউপরে যে ব্যাকপ্যাকটা বহন করছি, সেটিও মোটামুটি প্যাঙ্ক। যাকে বলে ঠাই নাই ঠাই নাইঅবস্থা।

আমাদের পালা আসতেই চেক-ইন-অফিসার মেলিসা’র দিকে আমাদের পাসপোর্ট দুটো এগিয়েদিলাম। যতক্ষণ তিনি তার সামনের কম্পিউটারে কাজ করছেন, আমি নিরিহ মুখে দাঁড়িয়েআমার সম্ভাব্য দূর্গতির কথা ভাবছি। বুকিং শেষ করে, বোর্ডিং পাস প্রিন্ট করে, তিনি আমারক্যারিঅনের দিকে নজর দিলেন।



ক্যারিঅনকে কনভেয়র বেল্ট স্কেলের উপর তুলে দিতে নির্দেশদিয়ে তিনি স্কিনে চোখ রাখলেন। আমিও ‘আল্লাহ ভরসা’ বলে স্কেলের উপর লাগেজ রাখলাম।আঁড়চোখে স্কিন দেখলাম। ইনডিকেটরের কাটা ওভারওয়েট নির্দেশ না করলেও প্রেগনেন্টনারীর মতো ক্যারিঅনটা তার চাউস-পেট নিয়ে ডাব ডাব করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।তার সেই অসহায় চাহনি আমাকে যারপর নাই বিব্রত করতে লাগলো।

সুন্দরী চেক-ইন অফিসার মুখ তুলতেই আমি তার দিকে তাকিয়ে মধুরতর হাসলাম। আমাকেবিস্মিত করে দিয়ে তিনিও গালে ঢোল ফেলে হাসলেন। তারপর দরাজ গলায় বললেন, “তোমারক্যারি-অনটা ফ্লাইটের ওভারহেড বিনে ঢোকাতে তুমি হিমশিম খাবে। তাছাড়া আমাদের প্যাঙ্কফ্লাইটে তুমি হয়তো পর্যাণ্ড জায়গাও পাবে না। তুমি কি চাও আমি তোমার লাগেজটা চেক-ইনকরে দেই?”

আমি নিরিহ কর্ত্ত জানতে চাইলাম, আমাকে কী এরজন্য পে করতে হবে?

মেলিসা মিষ্টি হেসে বললেন, “না, পে করতে হবে না। ফ্রি অফ কস্ট।”

আমার বুক থেকে বিশাল পাথর নেমে গেলো। আহা কী শান্তি! বললাম, “তথাস্ত্ব। ইউ আর সোকাইন্ড। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ মেলিসা।”

তারপর বাবুলের পালা। তার লাগেজে কোনো ঘাপলা নেই। তবুও মিস মেলিসা বাবুলেরক্যারিঅনটাও চেকিংয়ের প্রস্তাব দিয়ে বললেন, “এটাও চেকিং করতে পারো। লাগেজ হাতে নাথাকলে তোমরা রিলাক্সভাবে ফ্লাইটে উঠতে পারবে।” সে আমাদের ক্যারিঅনের গলায় ট্যাগ লাগিয়ে দিল। ব্যাগেজ অ্যাক্সপেটেনস পক্রিয়া শেষহতেই চেকড ব্যাগেজ প্রসেসিং শুরু হল। স্টুটকেস দুটো ব্যাগেজ ড্রপ কনভেয়র বেল্টের উপর উঠেআমাদের দিকে যোনো চোখ

টিপে দিলো। তারপর নাচতে নাচতে ভেতরের মেক-আপ-এরিয়ায়চলে গেলো। আমরা যখন ফ্লাইটের সিটে বসে রোমের দিকে যাবো, তারাও প্লেনের পেটে বসে, অন্য লাগেজদের সাথে সুখদুখের গল্প করতে করতে রোম পৌঁছে যাবে।

নিউ ইয়র্ক থেকে রোম। আমরা যাচ্ছি, আইটিএ এয়ারওয়েজের ননস্টপ ফ্লাইটে।যথাসময়েবোর্ডিং শুরু হতেই ফ্লাইটে উঠে বসলাম। সৌভাগ্যবশত জানালার পাশের কাংখিত সিটটাইআমাকে বরাদ্দ করা হয়েছিল। মনে মনে অমিতকে ধন্যবাদ দিলাম। সে যখনই প্লেনের টিকেটকাটে আমার জন্য জানালার পাশে সিট নেয়ার চেষ্টা করে।

বিকাল ৪:৪৫। ‘ইতালিয়া ট্রাসপোর্তো আ-এরে-ও’ তার নির্ধারিত সময়ের খানিকটা পড়ে জেএফকে ছাড়ল। প্লেন ছাড়ার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হতেই ককপিট থেকে গমগমে কর্ত্ত পাইলটেরএনাউন্সমেন্ট ভেসে এলো, ‘সিনিওরে এ সিনিওরি, বেনভেনুতি আ বোরদো...’। ইতালিয়ান নাজনলেও যোষনাটা বুঝতে তেমন কষ্ট হল না। ‘বেনভেনুতি’ শব্দটা বুকে লাগলো — যেন কেউঅনেক দূর থেকে বলছে, “এসো। রোম তোমায় ডাকছে।”

এরপর এলো ইংরেজি এনাউন্সমেন্ট। আট ঘণ্টা পিচিশ মিনিটের ফ্লাইট। বাইরে এখন নিউইয়র্কের সন্ধ্যা।আমরা পরদিন সকাল ৭:০৫ এ টাইবার নদীর তীরের দেশ রোমে নামবো।

ডিনার শেষ হতেই প্লেনের ভেতরের বড় আলোগুলো নিভে গেলো। মাথার উপরের আলোতেকিছুক্ষণ বই পড়ে, কিছুক্ষণ ফোন স্ক্রল করতে করতে একসময় চোখ লেগে এলো। এভাবেইযুম-জাগরণে আমার আট ঘণ্টার আকাশযাত্রা শেষ হল। ক্রাফট মাটি স্পর্শ করতেই এয়ারট্রুআমাদের ইতালিতে স্বাগত জানালেন। নতুন সকাল, নতুন দেশে!

মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে চলেছে

মুনতাসির রহমান

যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের সঙ্গে ১১টি নতুন বিমান কেনার চুক্তি করেছে বাংলাদেশ। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের একটি হোটেলের সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। এর আগে গত ৩০ এপ্রিল ঢাকায় একই মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে ১৪টি বিমান কেনার চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, যার দাম ধরা হয়েছিল প্রায় ৩৭০ কোটি ডলার বা ৪৫ হাজার ৪০৮ কোটি টাকা।

মাহদী আমিন এ চুক্তির যুক্তি হিসেবে বিমান খাত সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও খোদ বিমানমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিলাতের বক্তব্য ভিন্ন। গত ৩১ আগস্ট ময়মনসিংহে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, “প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি আবদার ছিল—তাদের বোয়িংগুলো যেন ব্যবহার করা হয়। আমরা সেগুলো কিনছি এবং ব্যবহার করছি (সমকাল, ১ সেপ্টেম্বর)। অর্থাৎ নিছক বাণিজ্যিক লেনদেন নয়, বোয়িং কেনার পেছনে আছে রাজনীতি। এ রাজনীতির কারণে গত সংসদ নির্বাচনের ঠিক তিন দিন আগে অন্তর্বর্তী সরকার ওয়াশিংটনে স্বাক্ষর করে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি, ইংরেজিতে যা এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড।

উল্লেখ্য, ১৭ ফেব্রুয়ারি তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেয়। আর চুক্তির মাত্র ১১ দিনের মাথায়, ২০ ফেব্রুয়ারি, যুক্তরাষ্ট্রের সূত্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পাল্টা শুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করেন। এর পরপরই মালয়েশিয়া তার সঙ্গে স্বাক্ষরিত অসম মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করে। তবুও রহস্যময় এক কারণে বিএনপি সরকার চুক্তির বাস্তবায়ন বন্ধ করেনি। দুই দফার বোয়িং চুক্তি তারই অংশ।

চুক্তির বাণিজ্যিক অংশের কেন্দ্রে রয়েছে কৃষিপণ্য আমদানির অঙ্গীকার। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ আগামী পাঁচ বছর-প্রতিবছর অন্তত সাত লাখ টন মার্কিন গম কিনতে বাধ্য, সঙ্গে বছরে অন্তত ১২৫ কোটি ডলার মূল্যের বা ২৬ লাখ টন সয়াবিন ও সয়া-পণ্য, যার মোট আনুমানিক দাম বছরে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার। ইতোমধ্যে গত জানুয়ারিতে বাংলাদেশ প্রায় ছয় লাখ ৭৬ হাজার টন মার্কিন গম কিনেছে। সম্প্রতি সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে আরও কয়েক লাখ টনের চালান যুক্ত হয়েছে। উপরন্তু, এ গমের দাম টনপ্রতি প্রায় ৩০৮ ডলার, যেখানে রুশ গমের আন্তর্জাতিক দর ২২৬ থেকে ২৩০ ডলার— পার্থক্য টনপ্রতি ৭৫ থেকে ৮০ ডলার। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক জি-টু-জি চুক্তিতেও দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের তুলনায় মার্কিন গমে টনপ্রতি প্রায় ২৪ ডলার বেশি গুনতে হচ্ছে সরকারকে।

এদিকে চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রায় সব মার্কিন পণ্যে শুদ্ধমুক্ত সুবিধা দিচ্ছে, অথচ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সমান সুবিধা দিচ্ছে না। বাংলাদেশি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা

সরকার উদ্বেগ বিবেচনায় না নিয়ে চুক্তির পক্ষে সওয়াল করে যাচ্ছে। বাণিজ্যমন্ত্রীর ভাষ্য তো রীতিমতো বিরক্তিকর; তিনি বলছেন, এসব পণ্য ‘কোথাও না কোথাও থেকে আমদানি করতে হবে।’ যেখানে গবেষণা সংস্থা সিপিডি চুক্তিটি দ্রুত পর্যালোচনার দাবি করেছে

শুদ্ধহার থাকবে ১৯ শতাংশ, যা আগের এমএফএন শুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্যকর গড় শুদ্ধ দাঁড়াবে প্রায় ৩৪ শতাংশ। তৈরি পোশাক খাতে মার্কিন তুলা ব্যবহারের বিনিময়ে যে সুবিধা যুক্তরাষ্ট্র দেবে বলা হচ্ছে, তা কিন্তু এখনও স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্য থেকে প্রায় ১২৪ কোটি ডলার শুদ্ধ আদায় করেছিল, আর বাংলাদেশ মার্কিন পণ্য থেকে আদায় করেছিল মাত্র ১৮ কোটি ডলার—ব্যবধান প্রায় ছয় গুণ। নতুন চুক্তি কার্যকর হলে এই শুদ্ধ বাবদ যুক্তরাষ্ট্র পাবে প্রায় ২৮৫ কোটি ডলার, যেখানে বাংলাদেশের আদায় হবে প্রায় শূন্য।

চুক্তি মতে, বাংলাদেশ এমন কোনো দেশ থেকে পারমাণবিক চুল্লি বা জ্বালানি কিনতে পারবে না; যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে ঝুঁকিতে ফেলে এবং চীন-রাশিয়াসহ একাধিক ‘অবাজার অর্থনীতি’ দেশের তালিকা করে সেসব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে বাধ্য আরোপ করা হয়েছে। এমনকি চুক্তিতে তিনবার স্পষ্ট হুমকি রাখা হয়েছে যে শর্ত না মানলে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি বাতিল করে আগের উচ্চ শুদ্ধ পুনরায় বসাবে।

চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দীর্ঘমেয়াদি এলএনজি কেনার অঙ্গীকার রয়েছে, যার সম্ভাব্য মূল্য আগামী ১৫ বছরে প্রায় এক হাজার ৫০০ কোটি (১৫ বিলিয়ন) ডলার। এর অংশ হিসেবে মার্কিন প্রতিষ্ঠান গানভরের সঙ্গে ১৩ বছর মেয়াদি চুক্তিতে মোট ১১৭ কার্গো এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত হয়েছে, যার প্রথম চালান সম্প্রতি দেশে পৌঁছেছে। কাতার বা অন্য সরবরাহকারীর তুলনামূলক প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের বদলে কেন এই দীর্ঘমেয়াদি, উচ্চমূল্যের একক উৎসনির্ভরতা তৈরি করা হচ্ছে?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকার এসব উদ্বেগ বিবেচনায় না নিয়ে চুক্তির পক্ষে সওয়াল করে যাচ্ছে। বাণিজ্যমন্ত্রীর ভাষ্য তো রীতিমতো বিরক্তিকর; তিনি বলছেন, এসব পণ্য ‘কোথাও না কোথাও থেকে আমদানি করতে হবে।’ যেখানে গবেষণা সংস্থা সিপিডি চুক্তিটি দ্রুত পর্যালোচনার দাবি করেছে এবং অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের মতো অর্থনীতিবিদ ও অধিকারকর্মীরা চুক্তি বাতিল চাচ্ছেন, সেখানে অসম ও সার্বভৌমত্ববিরোধী একটি চুক্তির পক্ষে সরকারের অবস্থান ধরে রাখা শুধু অগ্রহাযোগ্য নয়, প্রতিরোধের মুখেও পড়তে পারে।

রাজনীতি বিশ্লেষক



SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

➤ আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট

➤ আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না

➤ আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি

➤ আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান

➤ আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে

আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590			

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

আমাদের সমাজে মা হওয়ার সংকটময় যাত্রা নিয়ে এখন তবুও কিছু কথা হয়, কিন্তু বাবা হওয়ার সংকটময় যাত্রা নিয়ে প্রায় কেউ কথা বলেন না। বাবা মানেই শক্ত, বাবা মানেই ভরসা, বাবা মানেই সব সামলে নেওয়া। বাস্তবে অনেক বাবাও সন্তান জন্মের পর অনেক মায়ের মতো সুখী অনুভব করেন না। তাদেরও ঘুম উড়ে যায়, তারাও ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েন, বিরক্ত হন, নিজেকে ব্যর্থ মনে করেন। এবং যেহেতু সমাজ বলে বাবাদের কাঁদতে নেই, তাই তারা চুপ করে থাকেন। এই চুপ করে থাকা অবস্থাটির একটি নাম আছে: প্যাটার্নাল পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন।

প্যাটার্নাল পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন আসলে কী?

এটি হলো সন্তান জন্মের প্রথম বছরের মধ্যে বাবার মধ্যে দেখা দেওয়া বিষমতা। এটি একটি চিকিৎসাযোগ্য মানসিক স্বাস্থ্য অবস্থা। মেয়ো ক্লিনিক তাদের ওয়েবসাইটে স্পষ্ট বলেছে, গবেষণায় দেখা গেছে নতুন বাবারাও পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন অনুভব করতে পারেন। তাদেরও দুঃখ, ক্লান্তি, অভিভূত লাগা, উদ্বেগ বা খাওয়া ঘুমের পরিবর্তন হতে পারে, যা মায়েরদের মতোই লক্ষণ।

আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বলছে, পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন শুধু বেবি ব্লুজ নয়, এটি কয়েক সপ্তাহ বা মাস স্থায়ী হতে পারে এবং দৈনন্দিন কাজ ও বাচ্চার যত্ন নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। বাবাদের ক্ষেত্রেও একই রকম গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।

কতজন বাবা আক্রান্ত হন?

এটি বিরল নয়। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক এর মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানী অ্যাডাম বোরল্যান্ড বলেছেন, জার্নাল অফ দ্য আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন- এ প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী প্রায় ১০ শতাংশ বাবা সন্তান জন্মের আগে বা পরে বিষমতা অনুভব করেন।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের ফ্রি মেডিকেল গবেষণা ডাঙার পিএমসি- তে প্রকাশিত 2023 সালের একটি প্রোগ্রাম ইভালুয়েশন পেপারে বলা হয়েছে, প্যাটার্নাল পিপিডি প্রায় ৮ থেকে ১৩ শতাংশ বাবাকে প্রভাবিত করে বলে ধারণা করা হয়, এবং মা যখন এই সঙ্কটে ভুগছেন তখন বাবার আক্রান্ত হওয়ার হার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, বাবাদের লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং জন্মের ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়।

এটি কেন হয়- তার কারণ একটা নয়, কয়েকটি বিষয় একসাথে কাজ করে। যেমন-হরমোনের পরিবর্তন, মনোসামাজিক চাপ, ঘুমের অভাব এবং সম্পর্কের টানা পোড়েন।

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ডা. বোরল্যান্ড ব্যাখ্যা করেছেন, বাচ্চা আসার পর বাবাদের টেস্টোস্টেরন কমে যাওয়ার প্রমাণ আছে। গবেষকরা মনে করেন এটি বাবাকে বাচ্চার সাথে বন্ধন তৈরিতে সাহায্য করার একটি বিবর্তনীয় পরিবর্তন, কিন্তু কম টেস্টোস্টেরন বিষমতার লক্ষণের মতোই অনুভূতি তৈরি করতে পারে। একই নিবন্ধে বলা হয়েছে, নতুন ভূমিকা নিয়ে অনিশ্চয়তা, পরিবারের ভরগপোষণের চাপ, সমাজের প্রত্যাশা যে বাবা সবসময় খুশি থাকবে, তার ফলে অপরাধবোধ তৈরি হয়। এছাড়া, রাতের পর রাত না ঘুমানো মস্তিষ্কের মুড

প্যাটার্নাল পিপিডি: বাবাদের না বলা যাত্রা



নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে সরাসরি দুর্বল করে দেয়। সন্তান কেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ায় দম্পতির সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হলেও ঝুঁকি বাড়ে।

মায়েরদের ক্ষেত্রে কান্না, মন খারাপ বেশি দেখা গেলেও বাবাদের ক্ষেত্রে লক্ষণগুলো অনেক সময় ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক বলছে, বিষমতায় থাকা পুরুষদের প্রায়ই রাগী, খিটখিটে বা আক্রমণাত্মক মনে হতে পারে, যা অনেকেই বিষমতা বলে বুঝতে পারেন না।

সাধারণ লক্ষণগুলো হলো

বিরক্তি ও হতাশা: অল্পতেই রেগে যাওয়া, সবকিছুতে সিনিক্যাল লাগা।

আগ্রহ হারানো: আগে যে কাজ ভালো লাগত,

সেগুলোতে আর আনন্দ না পাওয়া, কাজে বেশি সময় দেওয়া যাতে বাড়ি এড়ানো যায়।

প্রত্যাহার: পরিবার ও বন্ধুদের থেকে দূরে সরে যাওয়া, বাচ্চার সাথে বন্ধন তৈরিতে সময় লাগা বা অনীহা।

শারীরিক লক্ষণ: কম শক্তি, ক্লান্তি, মনোযোগ দিতে না পারা, ঘুম ও খাওয়ার পরিবর্তন।

ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ: অ্যালকোহল বেশি খাওয়া, জুয়া বা অন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়ানো।

গুরুতর ক্ষেত্রে: নিজের বা অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা।

কারা বেশি ঝুঁকিতে?

মেয়ো ক্লিনিক জানিয়েছে, যারা কম বয়সী বাবা, যাদের আগে বিষমতার ইতিহাস আছে, যাদের সম্পর্কে সমস্যা চলছে বা

রাতে পা কামড়ানো, ঘুমাতে না পারা: কারণ ও প্রতিকার

দিনের ক্লান্তি শেষে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেওয়ার পর যখন এক ফালি নিশ্চিন্ত ঘুমের অপেক্ষা, ঠিক তখনই যদি পায়ের ভেতর শুরু হয় তীব্র অস্বস্তি, মোচড়ানি কিংবা চিনচিনে কামড়ানি—তবে রাতের ঘুম রূপ নেয় নিদারুণ যন্ত্রণায়। অনেকেই বিছানায় শুয়ে পা স্থির রাখতে পারেন না; মনে হয় পায়ের পেশির ভেতরে কিছু একটা হেঁটে বেড়াচ্ছে, শিরা টান টান হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে অথবা কেউ ভেতর থেকে পা মুচড়ে দিচ্ছে। পা না নাড়ালে এই অস্বস্তি কোনোভাবেই কমে না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির প্রধান দুটি কারণ হলো রেস্টলেস লেগস সিনড্রোম এবং রাতে পেশির অস্বাভাবিক সংকোচন



বা নকটার্নাল লেগ ক্র্যাম্পস।

কেন হয় এই অস্বস্তি?

আন্তর্জাতিক চিকিৎসা গবেষণা সংস্থা যেমন মেয়ো ক্লিনিক এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর তথ্য অনুযায়ী, রাতে পায়ের এই তীব্র অস্বস্তির পেছনে মূলত মায়বিক ও দৈহিক কিছু জটিলতা কাজ করে:

পুষ্টি উপাদান ও আয়রনের ঘাটতি: মস্তিষ্কে স্নায়ু সঞ্চালনকারী রাসায়নিক ‘ভোপামিন’-এর ভারসাম্য বজায় রাখতে আয়রন অপরিহার্য। রক্তে হিমোগ্লোবিন বা আয়রনের মাত্রা (বিশেষ করে ফেরিটিন) কমে গেলে স্নায়ুর স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যাহত হয়, যা রেস্টলেস লেগস সিনড্রোমের অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়া ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন বি-১২-এর ঘাটতি পেশির শিথিলতা নষ্ট করে।

পানিশূন্যতা ও ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা: সারা দিনে পর্যাপ্ত পানি পান না করা এবং অতিরিক্ত ঘামের ফলে শরীর থেকে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম বের হয়ে গেলে রাতে পায়ের পেশি আকস্মিক সংকুচিত বা শক্ত হয়ে তীব্র মোচড়ানি সৃষ্টি করে।

রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা: দীর্ঘক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে বা এক জায়গায় পা ঝুলিয়ে বসে কাজ করলে পায়ের শিরায় রক্ত প্রবাহের স্বাভাবিক গতি ধীর হয়ে যায়। ভেরিকোজ ভেইন বা পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ থাকলে এই সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। **অতিরিক্ত ক্লান্তি বা কায়িক শ্রমের অভাব:** দিনের বেলা অতিরিক্ত ভারী কাজ করলে যেমন পেশি ক্লান্ত হয়ে রাতে বিদ্রোহ করে, তেমনি সারা দিন একদমই শারীরিক নড়াচড়া না করলেও স্নায়ুগুলো সংবেদনশীল হয়ে পড়ে।

কার্যকর প্রতিকার ও করণীয়:

চিকিৎসকদের নির্দেশিত কিছু সহজ ঘরোয়া পরিচর্যা ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন রাতে পায়ের এই অস্বস্তিকর যন্ত্রণা অনেকাংশেই দূর করতে পারে:

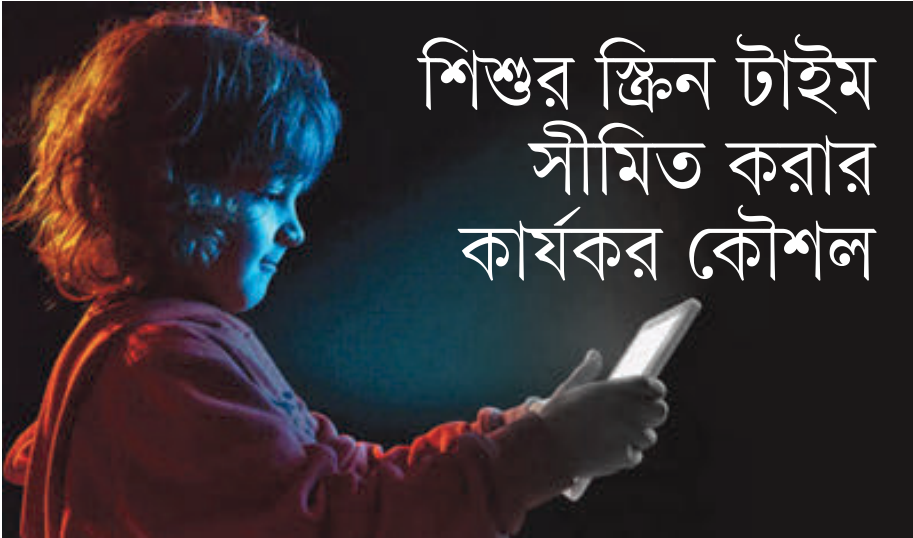
উষ্ণ ও ঠান্ডা স্নেহ: ঘুমানোর ঠিক আগে কুসুম গরম পানিতে ১০-১৫ মিনিট পা ডুবিয়ে রাখলে বা গরম পানির ব্যাগ ব্যবহার করলে রক্তনালী প্রসারিত হয়ে পেশি শিথিল হয়। তবে তীব্র জ্বলুনি বা ক্র্যাম্পে বরফের স্নেহ তাৎক্ষণিক আরাম দেয়।

হালকা স্ট্রেচিং ও ম্যাসাজ: বিছানায় যাওয়ার আগে পায়ের কাফ মাসল (ডিম) এবং উরুর পেশি টেনে হালকা স্ট্রেচিং করুন। কুসুম গরম সরিষার তেল বা অলিভ অয়েল দিয়ে পায়ের নিচ থেকে ওপরের দিকে আলতো ম্যাসাজ করলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে।

পা সামান্য উঁচুতে রাখা: ঘুমানোর সময় পায়ের গোড়ালির নিচে একটি মাঝারি নরম বালিশ রেখে পা দুটিকে হৃৎপিণ্ডের উচ্চতা থেকে সামান্য উঁচুতে রাখুন। এতে পায়ের রক্ত জমে থাকার প্রবণতা কমে।

পরিমিত খাদ্যাভ্যাস ও পানি: দৈনিক অন্তত আড়াই থেকে তিন লিটার পানি পান করুন। খাদ্যতালিকায় কলা, ডাবের পানি, কাঠবাদাম, সবুজ শাকসবজি এবং দুধের মতো খনিজসমৃদ্ধ খাবার রাখুন।

যদি ঘরোয়া পরিচর্যার পরও সমস্যাটি নিয়মিত চলতে থাকে, তবে অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রক্তের সিরাম ফেরিটিন ও ইলেক্ট্রোলাইটের মাত্রা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি।



শিশুর স্ক্রিন টাইম সীমিত করার কার্যকর কৌশল

ডিজিটাল প্রযুক্তির এই যুগে স্মার্টফোন, ট্যাব কিংবা টেলিভিশন শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। খাওয়ার টেবিলে শান্ত রাখা থেকে শুরু করে অবসর সময় কাটানো—সব কিছুতেই স্ক্রিন যেন এক জাদুকরী সমাধান। অথচ অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম শিশুর শারীরিক বিকাশ, মস্তিষ্কের পরিপক্বতা, চোখের দৃষ্টি এবং সামাজিক যোগাযোগের দক্ষতায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সন্তানকে প্রযুক্তির ভালো দিকগুলো শিখিয়ে কীভাবে অপ্রয়োজনীয় স্ক্রিন আসক্তি থেকে মুক্ত রাখা যায়, তা আজকের প্রতিটি অভিভাবকের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

স্পষ্ট পারিবারিক নিয়ম নির্ধারণ: ছট করে শিশুর হাত থেকে ডিভাইস কেড়ে নিলে জেদ বা আক্রমণাত্মক আচরণ দেখা দেয়। তাই শান্তির বদলে নিয়ম চালু করতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়সীমা দিন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য কোনো স্ক্রিন টাইম নয় এবং দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সীদের জন্য দিনে সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা ভালো মানের কনটেন্ট দেখার সুযোগ দেওয়া উচিত। খাবার টেবিল ও শোয়ার ঘরকে সম্পূর্ণ ‘স্ক্রিন-মুক্ত’ ঘোষণা করুন। ঘুমানোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে যেকোনো ধরনের নীল আলো ছড়ানো পর্দা বন্ধ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

বিকল্প আনন্দের জোগান দিন: শিশুর হাত থেকে স্ক্রিন সরিয়ে নিলে তার মনে যে শূন্যতা তৈরি হয়, তা আনন্দদায়ক কোনো কাজের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। শিশুরা কেবল একঘেয়েমি দূর করতেই বেশিরভাগ সময় স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাই বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে পারুন। শৈবব থেকেই আকর্ষণীয় ছবিযুক্ত গল্পের বই, কমিকস বা ধাঁধার বই উপহার দিন। রাতে ঘুমানোর আগে সন্তানকে গল্প পড়ে

শোনানো স্ক্রিনের চেয়ে অনেক বেশি কল্পনাশক্তি বাড়ায়।

সৃজনশীল খেলাধুলা যেমন-রংতুলি, ক্লে মডেলিং, ব্লক তৈরি, কাগজ কাটার কারুকাজ বা বোর্ড গেমের মতো কাজে শিশুকে যুক্ত করুন। এগুলো মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি করে। শিশুকে প্রতিদিন বিকেলে খোলা মাঠে দৌড়াদৌড়ি, সাইকেল চালানো বা প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে যান। শারীরিক ক্লান্তিতে রাতের ঘুম যেমন দ্রুত আসে, তেমনি পর্দার প্রতি আগ্রহও কমে।

রোল মডেল হন: শিশুরা অভিভাবকের মুখের কথাই চেয়ে তাদের কাজ দেখে বেশি শেখে। মা-বাবা নিজেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সামাজিক মাধ্যমে সময় কাটালে শিশুকে স্ক্রিন থেকে দূরে রাখা অসম্ভব। সন্তানের সঙ্গে সময় কাটানোর সময় স্ক্রিন নিজের ফোনটি দূরে রাখুন এবং তার সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলুন। একাকী সময় না কাটিয়ে তার দৈনন্দিন চিন্তাভাবনা শুনুন।

সচেতন ব্যবহার ও ইতিবাচক অভ্যাস গড়ে তোলো: প্রযুক্তি ব্যবহারেও বুদ্ধিমত্তা জরুরি। একসাথে দেখুন, একা ছেড়ে দেবেন না। শিশুর পাশে বসে কনটেন্ট দেখুন এবং তাকে প্রশ্ন করুন, এতে দেখা শেখায় পরিণত হয়। স্ক্রিনকে পুরস্কার বা শাস্তি হিসেবে ব্যবহার করবেন না, এতে আসক্তি বাড়ে। বাড়িতে একটি চার্জিং স্টেশন তৈরি করুন যেখানে রাতে সব ডিভাইস থাকবে, শোয়ার ঘরের বাইরে। সপ্তাহে একদিন পুরো পরিবারের জন্য স্ক্রিন মুক্ত দিন ঘোষণা করুন, যেখানে সবাই মিলে রান্না, বাগান বা গল্পের আসর করবেন। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে শিশুর ভালো আচরণের প্রশংসা করুন, সময় মেনে চললে ছোট উপহার বা পারিবারিক ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি দিন, এতে ইতিবাচক অভ্যাস গড়ে উঠবে। মনে রাখবেন, পরিবর্তন একদিনে আসে না, ধৈর্য ধরুন।

জীবন্মৃত মানুষ

রুদ্র সাহাদাৎ

আগ্নেয়গিরির ফের অগ্নুৎপাত
হৃদয়রাজ্য জুড়ে কেউ জানে না
পুড়ে ছাই জীবন কেউ বুঝে না
হতাশায় ডুবে যাচ্ছে মন ক্লান্ত যৌবন
পেয়ে হারানোর যন্ত্রনা চারদিক
পুড়ে যাচ্ছি- দিন দিন
কেউ দেখে না কোনো সময়
পুড়ে যাচ্ছে সবুজ পুড়ে যাচ্ছে অবুঝ
যান্ত্রিক যন্ত্রণায় জীবন্মৃত মানুষ...



নেশা

রু বে ল ম গু ল

আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না কোনওমতেই। চিমটির পর চড়— চড়ের পর চিমটি।
আমার হাত পা সর্বোপরি গোটা শরীর ভিজে যাচ্ছে ঘুমে।
সাপ সাপ— সাপ-ই বটে! চিমটির পর চড়— চড়ের পর চিমটি।

কোথায় সুস্পষ্ট দাগ? কোথায় গড়িয়ে পড়া রক্ত?
কোথায় গিয়েছিল
এই অবেলায়? বনে বনে... মধুর লোভে যে মরে তার তো এ হাল হবেই!
সাপ সাপ। চিমটির পর চড়— চড়ের পর চিমটি।

আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না, কোনওমতেই। এ যাত্রায় ঠিক বাঁচিয়ে নেবে ওঁরা। কোথায় নেবে তারপর— কোলে? বুকে?

চিমটির পর চড়, চড়ের পর চিমটি—
এভাবেই জাগিয়ে রাখো তবে। যতক্ষণ পারো।
আমি আরও বুঁদ হই

কাছের মানুষের খোঁজে

সৈয়দ নূরুল আলম

তোমার কাছে আমার আসাটা হঠাৎ ছিল না,
খাতার পর খাতা অঙ্ক কষার পরে সরল অঙ্কের
ফলাফল যখন মিলে গেল,
তখন বহুদিনের তৃষ্ণার পর হঠাৎ মনে হলো,
তুমি তো আছ, ছিলে।
অপেক্ষার নিঃশব্দ সমুদ্র-বালুতে
আমি—তোমারই নাম লিখে রেখেছিলাম।
আমি এলে—
তোমার অনুভূতিগুলো রঙিন প্রজাপতি হয়ে
উড়বে চারদিকে।
আর আমি—
সেই অচেনা রঙে ডুবে গিয়ে খুঁজব—
তোমার শৈশব-কৈশোর।

অনন্য বিরহ

গোলাম রববানী

আমি একদিন আষাঢ়-শ্রাবণ, আমি একদিন বৃষ্টি
তুমি আমি দুজনেই দয়াহীন মেঘ
তুমুল বজ্রপাতের আঘাতেই যেন বাজপড়া ক্ষত

আমি একদিন খরতাপে পোড়া, পোড়ামাটির ফলক
আমি একদিন ভীষণ ভীষণ তাপ দাহ
গা গতর শরীর ফেটে নেমে আসা চিরজ্যৈষ্ঠ
তুমি আমি দুজনেই চুপচাপ হিমালয়ের কোনো হিমবাহ

আমি একদিন চিরদিন চিরকাল অনন্য অনন্য
তোমার মনমহলের ফেটে পড়া অভিশাপে শাপে ধন্য
নিলাম বুকে জনম জনমের চিরঋণ, তুমিই বরণ্য
তুমি আমি দুজন দুজনেই যেন চুপচাপ দুই পৃথিবীর

ভালো থেকো আমার এ কবিতায় তুমি মহীয়সী
তুমিই তো মহাকবি আমি আষাঢ়-শ্রাবণ-জ্যৈষ্ঠ হিমবাহ
শরৎ বসন্ত হেমন্তের সুখপাখি, গান গেয়ো বিরহের
টিপটিপ টুপটাপ পতনের ধ্বনি এখনো বাজছে কি হৃদয়ে?



ম্যানহোল

রাহেলা আক্তার

অতঃপর প্রাপ্তির খাতা ব্লক পড়ে
বুকের বাম পাঁজরে—
শুকিয়ে যায় লোহিত সাগর,
খরশ্রোতা নামে প্রবাহিত হয় জীবন-নদী।

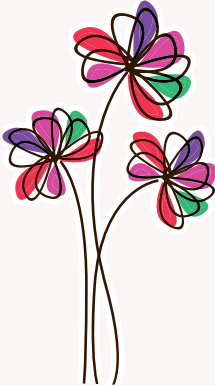
মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে ব্যথার বালুচরে—
দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপ্রাপ্তির হালখাতায়।
তবুও—
বেহায়া মন আত্মসমর্পণ করে
নিঃস্বার্থ, নির্মল প্রেমের পদতলে।

অথচ, বিষাক্ত ছোবলে দংশন করে
নীলাভ আত্মা, ফেলে দেয়
ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে।

হিংস্রতার নকশি কাঁথা

শারমিন নাহার ঝর্ণা

বৈরী সুতোয় খুব সহজেই মানুষ এখন
সেলাই করছে হিংস্রতার নকশি কাঁথা।
চারদিকে অহরহ হিংস্রতার কারুকাজ,
মানবতা নিঃশব্দে হিংস্রতার নকশি কাঁথা গায়ে—
গভীর ঘুমে ধ্যানমগ্ন আছে।
সহানুভূতির সোনামুখো সুই এখন ভোঁতা,
স্বার্থের কাছে মেহ-মায়া ঘন শূন্য কোটো।
কোথায় হারিয়ে গেল সেই দিনগুলো?
মানুষের হৃদয়ে ছিল মায়া-মমতার পাহাড়
খুব সহজেই অন্যের ব্যথায় চোখে আসত জল,
মানুষ এখন সামুদ্রিক পাথর হয়ে গেছে,
হিংস্রতার নকশি কাঁথা গায়ে দিয়ে—
সহানুভূতির ঝর্ণা উপেক্ষা করে চলে।



এলিজাবেথ যেদিন পিটার ক্যাট বারটা খুঁজে পেল হেমন্তের এক অদ্ভুত বিকেলে, জাফরান রঙের সূর্য তখন ঢাকা শহরের পুরনো দোতলা বাড়িগুলোর ছাদে এমনভাবে রোদ ছিটিয়ে দিচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল কেউ যেন নরম ক্ষীরের বিছানা পেতেছে। আমি তখন সবোমাে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। কী করব, কোথায় যাব জানি না। শুধু জানি এলিজাবেথ তিন মাস আগে চলে গেছে। নোটিশটা রেখে গিয়েছিল ফ্রিজের দরজায়, চুষক দিয়ে আটকানো। ‘আমি নিজেকে খুঁজতে যাচ্ছি,’ লিখেছিল সে। আর কিছু না।

সেদিন হাঁটছিলাম পুরান ঢাকার এক গলিতে, যেখানে আগে কখনো আসিনি। কীভাবে এ গলিতে পৌঁছালাম মনে নেই। পিটার ক্যাট লেখা সাইনবোর্ড পেরোতে গিয়ে মনে পড়ল এলিজাবেথ বোধহয় এই জ্যাজ বারটির কথা বলেছিল। ১৯৭৮ সাল থেকে খোলা। আমি থমকে দাঁড়ালাম। এলিজাবেথকে বিশ্বাস করিনি সেদিন। মুরাকামির আত্মজীবনী পড়েছিলাম সেই কবে। মনে পড়ে গেল, তিনিও তো একটা জ্যাজ বার চালাতেন এই নামে, টোকিওতে-প্রিয় বিভালের নামে। এলিই বইটি দিয়েছিল। আর তারও অনেক পরে সেই স্বতন্ত্র গোথুলির বর্ণনা করতে করতে দাবি করেছিল সে পিটার ক্যাট বারটি আবিষ্কার করেছে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। অন্ধকার, তবে আরামদায়ক আলোর মতো অনুভূতি। কোণায় একটা পুরনো রেকর্ড প্লেয়ারে ৯০ দশকের শিল্পী আদনান বাবুর গান বাজছে। ‘চেয়ে থাকো কী বা নাই থাকো তুমি আধো খোলা জানালায়...’। কিন্তু এই গান এই সময়ে কী করে এল! ক্রমশ নষ্টলজিয়া গ্রাস করল আমাকে। ঝুলে যাওয়া কিংবা ফেয়ার পথে জিপসি নামের এক মিউজিক বারে অনবরত বাজত গানটি।

এক-পায়া স্টিলের চেয়ারগুলো ফাঁকা। সারি সারি দামি-কমদামি বোতল জেল্লা ছড়াচ্ছে শেলফে। কাউন্টারের পেছনে কেউ নেই। ভেতরের টেবিলগুলোও ফাঁকা। শুধু একটা বিভাল, সাদা-বাদামি ডোরাকাটা, কাউন্টারের উপর বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ‘বসুন,’ বিভালটা বলল। আমি চমকালাম না। হয়তো চমকানো উচিত ছিল। মুরাকামি অনেক পড়েছি, জীবনানন্দও। কথা বলা বিভাল তাই খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হলো না।

‘তুমি পিটার?’ জিজ্ঞেস করলাম।
‘না,’ বিভালটা বলল। ‘পিটার অনেক আগে মারা গেছে। আমি তার সপ্তম প্রজন্মের নাতনি। নাম নোবরু। তবে এখানে নাম খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তুমি কী খাবে?’
আমি একটা চেয়ারে বসলাম। ‘ছইন্ধি। অন দ্য রকস!’

নোবরু কাউন্টারের পেছনে লাফ দিয়ে নামল। কীভাবে একটা বিভাল ছইন্ধি ঢালবে ভাবছিলাম, কিন্তু তার আগেই গ্লাসটা আমার সামনে এসে গেছে। পারফেক্ট। বরফের দুটো

কিউব, ছইন্ধি ঠিক পরিমাণমতো।
‘তুমি কী খুঁজছ?’ নোবরু কাউন্টারে আবার লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল।
কিছু না,’ বললাম। ‘হাঁটছিলাম।
‘মিথ্যা কথা। সবাই কিছু না কিছু খুঁজছে।
তুমিও খুঁজছ। কী খুঁজছ সেটা হয়তো তুমি জানো না, কিন্তু খুঁজছ।’
আমি ছইন্ধিতে চুমুক দিলাম। ঠান্ডা, তিক্ত, তৃপ্তিদায়ক
‘এলিজাবেথ চলে গেছে,’ শেষমেশ বললাম। ‘তিন মাস আগে।’
‘আর তুমি তাকে খুঁজছ?’
‘না। আমি জানি সে কোথায় আছে।
অন্তত কোন শহরে আছে। কিন্তু যাচ্ছি না।’



বিবিধ মুরাকামিতা কিংবা এলিজাবেথ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

কায়সার হেলাল

তোমরা মনুষ্য, আমরা বিভাল, প্রভেদ কি?

(বিড়াল/বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

‘তাহলে কী খুঁজছ?’
‘আমি নিজেকে খুঁজছি। নাকি তাকে? দুটোর কোনোটাই হয়তো না। হয়তো একটা বিভাল খুঁজছি।’
নোবরু আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।
‘তুমি জীবনানন্দ পড়েছ?’
অবাক হলাম। ‘হ্যাঁ।’
‘বিড়াল কবিতাটা?’
‘হ্যাঁ।’ গভীর গলায় আবৃত্তির সুরে বললাম, ‘একবার তাকে দেখা যায়, একবার হারিয়ে যায় কোথায়।’
নোবরু একটু মৃদু ঘড়ঘড় করল, ‘ঠিক ধরেছ। আমরা বিভালোরা এভাবেই থাকি। একবার আছি, একবার নেই। কিন্তু মানুষেরা বোঝে না যে,

‘সংবিগ্ন পাখিকুল’। আমার প্রিয় ট্র্যাক।
‘রানওয়ে জুড়ে পড়ে আছে শুধু কেউ নেই শূন্যতা...’
‘তুমি কি জানো,’ নোবরু বলল, ‘এই মুহূর্তে তুমি তিনটা জায়গায় আছ? একটা জায়গায় তুমি এই বারে বসে আমার সঙ্গে কথা বলছ। আরেকটা জায়গায় তুমি তোমার ফ্ল্যাটে একা বসে আছ, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। আর তৃতীয় জায়গায় তুমি ট্রেনে চড়ে এলিজাবেথের শহরে যাচ্ছ।’
‘তিনটাই কি সত্য?’
‘তিনটাই সমান সত্য। তুমি শুধু একটা দেখতে পাছ। কিন্তু তুমি তিনটাতই আছ।’
আমি গ্লাস শেষ করলাম। নোবরু আবার ভরিয়ে দিল। এবার লম্ফ করলাম, তার থাবা

দেখা যাচ্ছে না। যেন সে বাতাসেই ছইন্ধি ঢালছে।
‘মুরাকামি,’ বললাম, ‘তিনি কি জীবনানন্দ পড়েছিলেন?’
‘হয়তো পড়েছিলেন, হয়তো পড়েননি। কিন্তু সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। দুজনেই একই জিনিস দেখেছিলেন—আমাদের দেখেছিলেন। আমরা বিভালেরা সব জায়গায় আছি, সব সময়ে আছি। টোকিওতেও আছি, ঢাকাতেও আছি, বরিশালেও আছি। ১৯৫০ সালেও আছি, ১৯৭৮ সালেও আছি, ২০২৫ সালেও আছি। আমরা সীমানা মানি না। আমরা বান্ধের ভেতরে এবং বাইরে একসঙ্গে থাকি।’
‘তুমি কি পিটার ক্যাট?’ আবারও জিজ্ঞেস

সিদ্ধান্ত যদি আমিই নিই যে কোন জীবনে থাকব, তাহলে?
‘তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না,’ নোবরু বলল। ‘সিদ্ধান্ত নেওয়া মানে একটা বাস্তবতা বেছে নেওয়া। কিন্তু তুমি একবার বেছে নিলেই বাকি বাস্তবতাগুলো মিলিয়ে যায়। তুমি আর কখনো জানতে পারবে না অন্য জীবনগুলো কেমন ছিল।’
‘তাহলে আমি কী করব?’
‘কিছু করো না। শুধু থাকো। তিনটা জীবনেই থাকো। বান্ধ খুলো না।’
আমি উঠে দাঁড়ালাম। মাথা ঘুরছিল একটু। ‘আমার যেতে হবে।’
‘কোথায়? কোন জীবনে?’
আমি জানতাম না কী বলব। দরজার দিকে হাঁটতে লাগলাম। পেছন থেকে নোবরুর গলা ভেসে এল।

‘মনে রেখো। তুমি একবার আছ, একবার নেই। আমরা সবাই তাই। আমরা সবাই শ্রোডিন্গারের বিভাল।’
দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। গলিটা আগের মতোই, তবে সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার। আমি পেছন ফিরে তাকালাম—বারটা নেই। শুধু একটা পুরনো বন্ধ দরজা, যার ওপর কোনো সাইনবোর্ড নেই।
আমি হাঁটতে শুরু করলাম। জানি না কোথায় যাচ্ছি। হয়তো ফ্ল্যাটে ফিরছি। হয়তো স্ট্রেনের দিকে যাচ্ছি। হয়তো আরেকটা বার খুঁজছি। তিনটাই হচ্ছে, একই সঙ্গে।

রাস্তার ধারে একটা বিভাল দেখলাম। সাদা-বাদামি ডোরাকাটা। আমার দিকে তাকাল, তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। একবার দেখা গেল, পরক্ষণেই হারিয়ে গেল। এলিজাবেথ বিভাল ভালোবাসত। ঘরভর্তি বিভাল থাকার পরও সে সেই মৃত বিভালটির জন্য কাদত।

আমার হাসি পেল। তিন মাসে বোধহয় এবারই প্রথম হাসলাম।

পকেট থেকে ফোন বের করে এলিকে একটা মেসেজ পাঠালাম: ‘আমি তোমাকে খুঁজছি না। আমি নিজেকেও খুঁজছি না। আমি শুধু হাঁটছি। এবং এই হেঁটে চলার মধ্যে যে সৌন্দর্য ও আনন্দ অনুভূত হচ্ছে হয়তো তা-ই আমি খুঁজছি।’
মেসেজ পাঠানোর পর মনে হলো হয়তো পাঠাইনি। হয়তো শুধু ভেবেছি পাঠাব। হয়তো ফোনটা পকেট থেকে বেরই করিনি। হয়তো তিনটাই সত্য।

হেমন্তের রাত কিছুটা ঠান্ডা। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে।

আমি হাঁটছি। কোথাও হারমোনিয়াম বাজছে। কোথাও একটা বিভাল সূর্যের নরম শরীরে থাবা বুলিয়ে খেলা করছে। কোথাও একটা বিভাল অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে নিচ্ছে আর সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক, নির্বাচন ২০২৬

নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬

আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি



B1



B4

সেলিম-আলী পরিষদের

কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী

PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL



B16

মো: উজ্জল বিপুল

PLEASE VOTE FOR MD. UZZAL BIPUL EXECUTIVE MEMBER

আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী



B2

মো: মহিউদ্দিন বেগম
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদার্থী
Ms. Mahiuddin Begum, Sr. Vice President



B3

মো: কামরুজ্জামান কামরুজ
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Kamruddin Kamruddin, Vice President



B5

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B6

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B7

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B8

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B9

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B10

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B11

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B12

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B13

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B14

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B15

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B17

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B18

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B19

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B20

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President



B21

মো: মোহাম্মদ হোসেন
সহ-সভাপতি পদার্থী
Mr. Mohammad Hossein, Vice President

সেলিম-আলী পরিষদ

আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী

PLEASE VOTE FOR

SALIM-ALI PANEL

প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি



GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE** সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে **HOME CARE** সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সম্বন্ধে সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: **718-775-7852**
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com



Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE

71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE

3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE

170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE

516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com



CENTERLIGHT Healthcare PACE

হতে পারে।

আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে
আমাদের সাহায্য করতে দিন।

আপনার PACE®-এর
সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org



Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ—

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org



RESTORATION HOMECARE AGENCY



আমাদের **PCA** বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর

সেবা সমূহ:

LHSCA

PCA



RESTORATION HOMECARE AGENCY

রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

HEAD OFFICE

📍 170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432

☎ 917-300-6463, 516-744-7111

✉ essentialcareny@gmail.com

বাংলাদেশ সোসাইটির সংবাদ সম্মেলন

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ নাকচ নথিপত্র যাচাইয়ের আহবান

নিউইয়র্ক

২৮ সেপ্টেম্বর সংবাদ সম্মেলনে বর্তমান কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে এ দাবি করা হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কার্যকরী পরিষদকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে ওঠা আর্থিক অনিয়ম ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের অভিযোগের জবাব দিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে সংগঠনটি। ২৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বর্তমান কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন অভিযোগের সঙ্গে বাস্তব হিসাব ও নথিপত্রের মিল নেই। সংগঠনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য সদস্য ও কমিউনিটির সামনে তুলে ধরার কথা জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০২৪ সালের ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সেলিম আলীর নেতৃত্বাধীন প্যানেল সদস্যদের বিপুল ভোটে জয়ী হয়। একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর নতুন কার্যকরী পরিষদ শপথ নেয় এবং



সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। দায়িত্ব নেওয়ার সময় বাংলাদেশ সোসাইটির হিসাবে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬৭৩ ডলার ছিল। আগের কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে বিদায়ী অনুষ্ঠানে প্রায় ৩ লাখ ৮৫ হাজার ডলার থাকার কথা বলা হলেও দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনায় ওই পরিমাণ পাওয়া যায়নি বলে বর্তমান পরিষদ দাবি করেছে। পূর্ববর্তী সময়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সেবার খাতে প্রায় ২০ হাজার ডলারের বকেয়া দায়ও পরিশোধ করতে হয়েছে বলে জানানো হয়।

বর্তমান পরিষদের দাবি, সীমিত অর্থ নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পরও

সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। গত ২০ মাসে বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বড় আয়োজন, নিউইয়র্কের চারটি বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় আটটি ইফতার মাহফিল, অভিযান ও জাতীয় পরিচয়পত্রসংক্রান্ত সেমিনারসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে। সদস্যদের দুর্দিনে সহায়তা, জানাজা ও দাফনের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আর্থিক সহযোগিতাও দেওয়া হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বিশেষভাবে ৭ লাখ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

নিউইয়র্কে যাত্রা শুরু গ্লোবাল বাংলাদেশি চেম্বার অফ কমার্সের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে গ্লোবাল বাংলাদেশি চেম্বার অফ কমার্স (জিবিসিসি)। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী ও পেশাজীবীদের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়ানো এবং বৈশ্বিক ব্যবসা ও বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করেছে।

শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের ম্যারিট মার্কুইসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও 'মিট দ্য প্রেস' আয়োজনের মধ্য দিয়ে জিবিসিসির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী নেতা, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, পেশাজীবী, সমাজনেতা, বাণিজ্য প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে জিবিসিসির প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দ কাজী এম. আহমেদ, শেখ গালিব রহমান ও রেদোয়ান চৌধুরী নতুন এই বৈশ্বিক ব্যবসায়িক প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম তুলে ধরেন। জিবিসিসির প্রতিষ্ঠাতারা জানান, যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে ইতোমধ্যে যে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

থিয়েটার



খাইরুল ইসলাম পাখি

প্রবাসের মাটিতে আমাদের শিকড় আর চেতনার আয়না: খাইরুল ইসলাম

রোকেয়া দীপা

“থিয়েটার আসলে এক গভীর শৃঙ্খলার নাম। প্রবাসের এই ব্যস্ত জীবনে আমরা যে যার মতো জীবনযুদ্ধে লিপ্ত। এর পাশাপাশি শিল্পচর্চা চালিয়ে যাওয়া সত্যিই কঠিন। কিন্তু থিয়েটারের প্রতি যে ভালোবাসা আর আত্মার টান, সেই টানেই শত ব্যস্ততা আর ক্লান্তি ভুলে আমরা আলো-আধারির মধ্যে বারবার ফিরে আসি।” থিয়েটারচর্চা, নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করা এবং মধ্যে প্রত্যাবর্তনের গল্প নিয়ে কথাগুলো বলেছেন বিশিষ্ট নাট্যজন খাইরুল ইসলাম পাখি।

বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নিয়মিত সাপ্তাহিক সম্প্রচার “টক অব দ্য উইক” অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন রোকেয়া দীপা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন এইচ বি রিতা।

প্রতিবেদনটি নাট্যদল ঢাকা

থিয়েটারের সঙ্গে চার দশকের বেশি সময় ধরে যুক্ত খাইরুল ইসলাম পাখি। অভিনয়, মঞ্চনির্দেশনা, আবৃত্তি ও উপস্থাপনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি তিনি নিউইয়র্কভিত্তিক নাট্য সংগঠন ‘থিয়েটার ৭১’-এর সভাপতি এবং প্রোজেক্টার্স প্ল্যাটফর্ম অব বাংলাদেশের (পিপিবি) সক্রিয় সংগঠক হিসেবে প্রবাসে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছেন।

দীর্ঘ দুই বছর পর মঞ্চে ফেরা এবং মাসুম রেজার রচনায় নিজের নির্দেশিত আলোচিত নাটক ‘নেমেসিস’ প্রসঙ্গে খাইরুল ইসলাম পাখি বলেন, “বিরতিটা ইচ্ছাকৃত ছিল না। প্রবাসে নতুন দল গুছিয়ে নেওয়া, একাধিক কর্মশালার মাধ্যমে নতুন ছেলেমেয়েদের তৈরি করা এবং সর্বোপরি একটি মানসম্মত কাজের জন্যই এই প্রস্তুতির সময়টুকু লেগেছে। নেমেসিস নাটকে প্রবাসে প্রথমবারের মতো মঞ্চে এসেছেন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

Law Firm of Farhan Aryan P.C.
(Attorney and Counsellor at Law)
State of New York and Federal District Court
আপনার অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায়
আমরা আছি আপনার পাশে...

আমাদের সেবা সমূহ

- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- পার্সোনাল ইনজুরি
- ল্যান্ডলর্ড এন্ড টিন্যান্ট

72-85 Broadway, office #213, Jacksons Heights, NY 11372

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

**এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ**

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- স্লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases.
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com

ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স
পেরোল বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন নোটারি পাবলিক

ENROLLED AGENT

PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2FI, Jackson Heights

Mohammed Hasen, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ

25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: 30 Avenue Station

Nazrul Islam
President & CEO

ZAKIR CPA PLLC
Certified Public Accountants

- ★ INCOME TAX
- ★ PAYROLL
- ★ BOOKKEEPING
- ★ AUDITS
- ★ CORPORATION TAX
- ★ CORP/LLC REGISTRATION

Follow @zakircpapllc

929-207-1516
info@zakircpa.com

2152B Westchester Ave, Bronx, NY-10462
164-19 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432

ZAKIR CHOUDHURY, CPA
FOUNDER & CEO

Home & Habitat Realty Corp.

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়
বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260

Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417

71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
(BANGLA TRAVELS)
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

সুপার সেল 917-396-4140, 917-592-7828
\$৫৪৯+

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL

এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15 73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

CHISHTI CPA PC
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্স আমাদের সেবাসমূহঃ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেক্স-এমপ্রয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, দিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস প্ল্যান

ইনকাম ট্যাক্স

- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

OUR OTHER SERVICES:

- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T: 917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com

73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372

BRONX OFFICE
2040 McGraw Avenue Bronx NY 10462

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499